NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ উমিদ বিলের উদ্দেশ্যই সবকা সাথ সবকা বিকাশ

মার্কিন শুল্কনীতির জেরে ধাক্কা টাটা মোটর্স-এর ৮

কলকাতা ১০ এপ্রিল ২০২৫ ২৭ চৈত্র ১৪৩১ বৃহস্পতিবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৯৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 10.4.2025, Vol.18, Issue No. 298 8 Pages, Price 3.00

‘লাঠি, লাথি, লাঞ্ছনা’!

চাকরিহারা শিক্ষকদের উপর পুলিশি বলপ্রয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘সব শেষ হয়ে গিয়েছে আমাদের... রাস্তায় নেমেছি, হাতে কিছুই নেই... যদি এবারও আমাদের পাশে না দাঁড়ান, তাহলে আর কোথাও যাবার জায়গা নেই’-কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন বছর ত্রিশের এক প্রাক্তন শিক্ষক। চাকরি হারানোর যন্ত্রণায় জর্জরিত এই মানুষগুলো এদিন পৌঁছেছিলেন ডিআই অফিসের সামনে। কোথাও কসবায়, কোথাও অন্য জেলায়। দাবি একটাই-বিচার। কিন্তু উত্তরের বদলে তাঁরা পেলেন লাঠি, কিল, আর বুট পরা পায়ের আঘাত! চাকরি বাতিল ইস্যুকে কেন্দ্র করে এদিন রাজ্যজুড়ে জেলায় জেলায় ডিস্ট্রিক্ট ইনস্পেক্টর (ডিআই)-এর অফিস ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছিলেন চাকরি হারানো শিক্ষকরা। কসবায় পরিস্থিতি চরমে ওঠে, যখন বিক্ষোভকারীরা ব্যারিকেড টপকে অফিসে ঢোকার চেষ্টা করেন। বাধা দেয় পুলিশ। শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি। আর তার পরেই শুরু লাঠিচার্জ।

‘এক জায়গায় তিনবার মেরেছে, লাঠিটাও ভেঙে গিয়েছে!’

এক চাকরি হারানো শিক্ষক কাঁদতে কাঁদতে বলেন, ‘ডান হাতে একজন ধরে রেখেছে, বাঁ হাতে আর একজন, আর মাঝখানে সজোরে তিনবার মেরেছে। আমি পড়ে গিয়েছি। পড়ে যাওয়ার পরেও আর একবার লাঠির বাড়ি মারে।’

রক্তাক্ত শিক্ষকরা

সামনেই ডিআই অফিস। তার সামনে শিক্ষকরা। কেউ মাটিতে, কেউ রক্তাক্ত অবস্থায় বসে, কেউ কাতর কণ্ঠে বলছেন, ‘এরা পুলিশ নয়, পার্টির দালাল! কোন অর্ডারে মারল আমাদের? আমরা তো রাজনীতি করিনি, আমরা তো শিক্ষক!’ এক মহিলার আর্তনাদ, ‘সেনসিটিভ জায়গা দেখে দেখে মেরেছে... বর্বরতা ছাড়া কিছু না! আমরা মানুষ না? শুধু প্রতিশ্রুতি আর প্রতিশ্রুতি... এখানে আবার লাঠিচার্জের নির্দেশ!’

‘গুলি করুন, কপালে গুলি করুন!’

বিক্ষোভের তীব্রতা তখন তুঙ্গে। এক চাকরিচ্যুত শিক্ষক গলা ভাঙা স্বরে চিৎকার করে উঠলেন, ‘লাঠি পেটা করে কী হবে? গুলি করুন! কপালে গুলি করুন!’ আর এক প্রতিবাদীর জবাবি চ্যালেঞ্জ, ‘মুখ্যমন্ত্রীর যদি দম থাকে, ইন্ডোরে ভাসা ভাসা ভাষণ নয়, একেবারে মুখোমুখি বক্তব্য করুন আমাদের সঙ্গে। দেখি কে কতটা আইন জানে!’

আহত হয়েছে তাদেরও পুলিশ

পালটা দাবি পুলিশের; চাকরিপ্রার্থীদের ধাক্কায় গার্ডরেল পড়ে গিয়ে তিন পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন, যার মধ্যে একজন গুরুতর।

অপরদিকে, কসবা ডিআই অফিসে চাকরিহারা শিক্ষকদের উপর লাঠিচার্জের প্রতিবাদে বুধবার বিকাশভবনে যাননি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। বিকাশভবনে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের কথা ছিল বিজেপি সাংসদ ও প্রাক্তন বিচারপতির।

এখন প্রশ্ন একটাই;যেখানে রোজ রোজ চাকরিহীনতার দহন, সেখানে পুলিশের লাঠিই কি সরকারের একমাত্র জবাব? বিচার চাইছেন শিক্ষকরা। কিন্তু প্রশাসনের থেকে মিলছে শুধু শক্তিপ্রয়োগ আর নীরবতা।

বাধ্য হয়েই হালকা বলপ্রয়োগ: সিপি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাধ্য হয়েই ‘হালকা বলপ্রয়োগ’ করা হয়েছে। কসবায় তালা ভেঙে স্কুল পরিদর্শক (ডিআই)-এর অফিসে ঢুকে পড়া চাকরিহারাদের উপর লাঠিচার্জের ঘটনায় বলল কলকাতা পুলিশ। পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মা বলেন, ‘পুলিশ কারও বিরুদ্ধে নয়। পরিস্থিতি বাধ্য না-করলে পুলিশ বলপ্রয়োগ করে না।’ কসবার ঘটনায় বিক্ষোভকারীদের লাথি মারার অভিযোগও উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে। সিপির বক্তব্য, ‘এটা কাম্য নয়। তবে পুলিশেরও অনেকে আহত হয়েছেন।’ সিপিকে পাশে বসিয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিবও বলেন, ‘সরকারি সম্পত্তি যদি ভাঙচুর হয়, পুলিশকে মারধর করা হয়, তবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষায় পুলিশকে তো পদক্ষেপ করতেই হবে।’ নবান্নে মুখ্যসচিব এবং পুলিশ কমিশনারের সাংবাদের বৈঠকের আগে লালবাজারের তরফে একটি বিবৃতি দেওয়া হয়। তাতে বলা হয়, ‘আজ কসবা ডিআই অফিসের বাইরে ঘটে যাওয়া ঘটনার প্রেক্ষিতে স্পষ্ট ভাবে জানানো হচ্ছে যে, প্রথমে একদল বিক্ষুব্ধ জনতা বিনা উস্কানিতে পুলিশকর্মীদের উপর হামলা চালায় এবং হিংসাত্মক আচরণ করে, যার মধ্যে মহিলা পুলিশকর্মীরাও ছিলেন। চার জন পুরুষ পুলিশকর্মী এবং দু’জন মহিলা পুলিশকর্মী আহত হয়ে বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।’ বিবৃতিতে আরও লেখা হয়েছে, ‘পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং আরও ক্ষয়ক্ষতি ও আহতের ঘটনা রোধ করতে পুলিশ বাধ্য হয়ে হালকা বলপ্রয়োগ করে। এই ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে।’ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সিপি বলেন, ‘পুলিশের কাছে আগে থেকে খবর ছিল না। বিনা উস্কানিতেই পুলিশের উপর হামলা হয়েছে। আমাদের ছ’জন আহত। এক জন গুরুতর আহত। পুলিশের লাথি মারার যে ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যে ভিডিয়োটা দেখানো হচ্ছে, তার আগেও কিছু রয়েছে। সেটাও দেখা উচিত। আমরা দেখছি।’

উস্কানিতে এমন ঘটনা ঘটেছে: মুখ্যসচিব

নিজস্ব প্রতিবেদন: গোটা ঘটনার প্রেক্ষিতে মুখ্যসচিব বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী ভরসা দিয়েছিলেন। আমরা চাকরিহারাদের পাশে আছি। আমরা সব রকম ভাবে চেষ্টা করছি। তা সত্ত্বেও কারও প্ররোচনায় বা উস্কানিতে এ রকম ঘটনা ঘটেছে। এটা বাঞ্ছনীয় নয়।’ চাকরিহারা শিক্ষকদের বার্তা দিয়ে পন্থ জানান, তারা শীঘ্রই রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি জানাবেন শীর্ষ আদালতে। মুখ্যসচিবের কথায়, ‘আমরা একটা পিটিশন সুপ্রিম কোর্টে ফাইল করেছি। যেখানে আমরা বলেছি, সকলে যেন কাজ চালিয়ে যেতে পারেন। আমরা রিভিউ পিটিশনের জন্যেও যাচ্ছি। এ ক্ষেত্রে আইনি বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আমরা আবার আশ্বাস দিচ্ছি, আমরা ওদের (চাকরিহারাদের) পাশে আছি। এমন কিছু করবেন না যাতে, শান্তিশৃঙ্খলা নষ্ট হয়।’ সরকার চাকরিহারাদের পাশে রয়েছে জানিয়ে মুখ্যসচিব বলেন, ‘শিক্ষক-শিক্ষিকার সমাজে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। আমরা ওদের শ্রদ্ধা করি। আমরা সুপ্রিম কোর্টের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছি। তার অপেক্ষায় রয়েছি। কাউকে টার্মিনেশন লেটার দেওয়া হয়নি। সুপ্রিম কোর্টের রায়কে মাথায় রেখেই আমাদের এগোতে হচ্ছে। আমরা যেন কারও উস্কানিতে পা না দিই। আইন হাতে নেওয়া উচিত নয় কোনও ভাবেই।’

মহাবীর জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে সম্প্রীতির বার্তা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘গুলি করে মারলেও একতার পথ থেকে সরব না।’ বুধবার মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের একটি অনুষ্ঠানে সম্প্রীতির বার্তা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সেখানে তাঁর বার্তা, একতায় দেশের শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। বিভাজনে দেশে দুর্বল হয়ে পড়বে জানিয়ে সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষে জৈনদের আয়োজিত অনুষ্ঠানে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে উপস্থিত হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে তাঁর বার্তা, ‘ঐক্য থাকলে দেশ এগিয়ে যাবে। অর্থনীতি শক্তিশালী হবে। উন্নতির পথে এগিয়ে যাব আমরা। বিভাজন করলে দেশ দুর্বল হবে।’ পাশাপাশি জানিয়েছেন, ‘বাংলাতে সব ধর্মের উৎসব পালন করা হয়। দুর্গাপুজো থেকে ইদ, মহাবীর জয়ন্তী, বড়দিন বাদ যায় না কিছুই। বাংলার মানুষও প্রতিটি উৎসবে নিজেদের যুক্ত করে। সেই সময় তিনি বলেন, তআমাকে গুলি করে মারলেও ঐক্যের পথ থেকে সরব না।’ মঞ্চ থেকে নাম না করে বিরোধীদেরও তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী। বিরোধীরা বারবার অভিযোগ তোলেন, বাংলাতে পুজো করতে দেওয়া হয় না। মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তুলে বলেন, ‘কেউ কেউ বলেন হিন্দু ধর্মকে সুরক্ষা দেওয়া হয় না। কে দেয় তাহলে সুরক্ষা? কোন অনুষ্ঠান করতে দিই না আমরা? সব সম্প্রদায়ের কাছে প্রশ্ন, বলুন কাকে অনুষ্ঠান করতে দেওয়া হয়নি। সব অনুষ্ঠান হয়। সংখ্যালঘুরাও সব ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। এটাই বাংলা। এইজন্য আমি গর্বিত।’ পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, যারা তাঁকে অনুষ্ঠানে ডাকবে, সেখানে তিনি যাবেন। কেউ আটকাতে পারবে না।

ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে আশ্বস্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওয়াকফ সম্পত্তির অধিকার প্রসঙ্গে বলেন, ‘কেউ আমাদের সম্পত্তি নিতে পারবে না, আবার আমরাও অন্যের সম্পত্তি নেব না। সবাই শান্তিতে বাঁচুন, বাঁচতে দিন;এই আমাদের মূলনীতি।’ সংখ্যালঘুদের উদ্দেশে বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আপনারা অনেক কষ্ট পেয়েছেন, দারিদ্রের মধ্যে দিয়ে এসেছেন। কিন্তু বিশ্বাস রাখুন;বাংলায় কোনো বিভাজনের খেলা চলবে না। এই বার্তা দিন, সবাইকে একসঙ্গে থাকতে হবে। ‘লিভ অ্যান্ড লেট লিভ’;এটাই নীতি। এখানে কারো অসহায় হওয়ার দরকার নেই।’ আশ্বস্ত করে বলেন, ‘দিদি যতদিন আছে আপনাদের সম্পত্তি সুরক্ষিত।’

চাকরি হারাদের ডিআই অফিস অভিযানের নেপথ্যে উস্কানি!

লাঠিচার্জ নিয়ে পালটা প্রশ্ন ব্রাত্যর

নিজস্ব প্রতিবেদন: চাকরি হারানোর প্রতিবাদ করতে গিয়ে মার খেতে হয়েছে চাকরিহারাদের! কেন লাঠি চালাল প্রশাসন, প্রশ্ন করতেই শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু পালটা প্রশ্ন তুলে দিলেন চাকরিপ্রার্থীদের ধৈর্য নিয়ে। ব্রাত্যর প্রশ্ন, রাজ্য সরকার যখন সবরকমভাবে যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে, যখন কোনও শিক্ষকের বেতন বন্ধ হয়নি, বা কাউকে বরখাস্তের চিঠি দেওয়া হয়নি, তখন ডিআই অফিস অভিযান কেন?

চাকরিহারাদের লাঠিচার্জ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘পুলিশ-প্রশাসন কী করেছে বলতে পারব না। কিছু ঘটে থাকলে তা নিন্দনীয়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস সত্ত্বেও ডিআই অফিসে যাওয়ার প্রয়োজন কী ছিল? কটা দিন আন্দোলন স্থগিত করা যেত না?’ শিক্ষামন্ত্রী মনে করছেন, শিক্ষকদের ডিআই অফিস অভিযানের নেপথ্যে কারও উস্কানি থাকতে পারে। সে উস্কানি হতে পারে সংবাদমাধ্যমের, সে উস্কানি হতে পারে রাজনৈতিক দলের। ব্রাত্যর বক্তব্য, ২৪ ঘণ্টা উস্কানি থাকবে। ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা হবে। কিন্তু শিক্ষকদের ঠিক করতে হবে, তাঁরা সরকারের সঙ্গে থাকবে নাকি যারা উস্কানি দিচ্ছে তাঁদের সঙ্গে থাকবে। ধ্বংসাত্মক আন্দোলন এবং আলোচনা একসঙ্গে চলতে পারে না। শিক্ষামন্ত্রী একাধিকবার স্পষ্ট করে দিয়েছেন, রাজ্য সরকার এবং শিক্ষা দপ্তর পুরোপুরি চাকরিহারাদের পাশে রয়েছে। সেটা চাকরিহারাদেরও বুঝতে হবে।

এদিন বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। দাবি করেছিলেন, দরকারে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে যোগ্য-অযোগ্য আলাদা করতে রাজ্য সরকারকে সাহায্য করতে চান তিনি। কিন্তু এদিন অভিজিৎবাবু আর ব্রাত্যর সঙ্গে দেখা করেননি। তাঁর বক্তব্য, রাজ্য সরকার যেভাবে শিক্ষকদের উপর লাঠি চালাল তার পর আর সদিচ্ছা দেখানোর জায়গা নেই। এরপর অন্যরকম আন্দোলনের পথ দেখতে হবে।

অভিজিতের সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত বদল নিয়ে ব্রাত্য বসু বলেন, ‘আমরা অপেক্ষা করেছিলাম। কেন এলেন না জানি না, দল বারণ করেছে কি না আমি জানি না। দপ্তরে উনি জানিয়েছেন।’ ব্রাত্যর প্রশ্ন, ‘প্রতিবাদই যদি করতে হয়, তাহলে এসএসসি দপ্তরে গেলেন কেন? সেটাও তো সরকারি দপ্তর। সেখানেও না গেলে পারতেন।’

শুক্রবার বৈঠক ডাকলেন ব্রাত্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুপ্রিম রায়ে প্রায় ছাব্বিশ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি চলে যাওয়ার পর তাঁদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এবার চাকরিহারাদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন বলে জানালেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। চলতি সপ্তাহের শুক্রবারই বৈঠকে বসবেন তিনি। উপস্থিত থাকবেন এসএসসি চেয়ারম্যান, দপ্তরের সচিব। বুধবার শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানিয়েছেন যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তা তাঁদের কাছে আসার পরই নেতৃত্বদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বৈঠকের আলোচনায় উঠে এসেছে, আইনিভাবে কীভাবে যোগ্য শিক্ষকদের চাকরি ফেরত দেওয়া যায়। একই সঙ্গে যাদের চাকরি গিয়েছে, তাঁদের নেতৃত্বের সঙ্গেও সেই বিষয়েই কথা হয়েছে। কবে আসবেন, সেই তারিখও ঠিক হয়ে গিয়েছে। একই সঙ্গে তিনি এও বলেন, ‘এসএসসি-র চেয়ারম্যান থাকবেন, পুরো কমিটি থাকবে। বিভাগীয় সচিব থাকবেন। বসে একটা সুরাহা হবে।’ অর্থাৎ, আইনি সমাধানসূত্র না বেরনো পর্যন্ত কী ভবিষ্যত হতে চলেছে চাকরিহারাদের, সেই বিষয়ে বৈঠক বলে খবর।

অন্য দেশে রপ্তানির জন্য ভারতের মাটি ব্যবহার করতে পারবে না বাংলাদেশ

বিজ্ঞপ্তি জারি নয়াদিল্লির

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল: তৃতীয় কোনও দেশে বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানি করতে ব্যবহার করা যাবে না ভারতের কোনও বন্দর বা বিমানবন্দর। সম্প্রতি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। মঙ্গলবার এই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তিও জারি হয়েছে। কেন্দ্রীয় অপ্রত্যক্ষ কর পর্ষদ (সিবিআইসি)-এর ওই বিজ্ঞপ্তিতে রপ্তানি ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে দেওয়া এই সুবিধা প্রত্যাহারের কথা জানানো হয়েছে। এর ফলে ভারতীয় ভূখণ্ডের কোনও বন্দর এবং বিমানবন্দরের শুল্ক অফিস ব্যবহার করে তৃতীয় কোনও দেশে পণ্য রপ্তানি করতে পারবে না বাংলাদেশ। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, পড়শি দেশকে এই সুবিধা দেওয়া বন্ধ করার জন্য কেন্দ্রকে অনুরোধ করেছিল ভারতীয় রপ্তানিকারক সংস্থাগুলি। বিশেষ করে বস্ত্র রপ্তানি সংস্থাগুলির পক্ষ থেকে এই অনুরোধ করা হয়েছিল। ২০২০ সালের জুন মাস থেকে বাংলাদেশকে এই সুবিধা দিয়ে আসছিল ভারত। মূলত ভুটান, নেপাল, মায়ানমারে পণ্য রপ্তানির জন্য এই সুবিধা ব্যবহার করত বাংলাদেশ। ৮ এপ্রিলের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এই সংক্রান্ত পূর্ববর্তী নির্দেশিকা অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হচ্ছে। তবে যে সব পণ্য ইতিমধ্যে ভারতে প্রবেশ করেছে, সেগুলিকে পূর্বের নির্দেশিকা অনুসারে ভারত থেকে বেরোতে দেওয়া হবে। ঘটনাচক্রে, আমেরিকার শুল্কনীতি ঘিরে যখন গোটা বিশ্ব বাণিজ্যে আলোড়ন পড়ে গিয়েছে, ঠিক সেই সময়ে ভারত হয়ে বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানির বিষয়ে এই সিদ্ধান্ত নিল নয়াদিল্লি। পিটিআই জানিয়েছে, এই সিদ্ধান্তের ফলে বস্ত্র, জুতো, মূল্যবান পাথর এবং গহনা ক্ষেত্রে ভারতীয় রপ্তানিকারক সংস্থাগুলির সুবিধা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। বস্তুত, বস্ত্র রপ্তানি ক্ষেত্রে ভারতের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী হল বাংলাদেশ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৭/০৪/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৬৪৪ নং এফিডেভিট বলে Ujjal Kumar Ghosh S/o. Tarak Nath Ghosh ও Ujjal Ghosh S/o. T. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০৪/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৩৯৮ নং এফিডেভিট বলে Tonmoy Adhya S/o. Tapan Kumar Adhya ও Tanmoy Addhya S/o. Tapan Kr. Addhya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৮৭২ নং এফিডেভিট বলে Bishwarup Karmakar S/o. Kartik Karmakar ও Biswarup Karmakar S/o. Kartick Karmakar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৪/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৬৩০ নং এফিডেভিট বলে Probir Kumar Chakraborty S/o. Mrityunjoy Chakraborty ও Prabir Kr. Chakraborty S/o. Lt. B. B. Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/০৪/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৪৯২ নং এফিডেভিট বলে Manoj Shaw S/o. Jaglal Shaw ও Manoj Kumar Shaw S/o. J. L. Shaw সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/০৪/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৪৯৪ নং এফিডেভিট বলে Shanti Mohan Ghosh S/o. Shyam Sundar Ghosh ও Shanti Mohon Ghosh S/o. S. S. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১০ ই এপ্রিল, ২৭ শে চৈত্র , বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশী তিথী। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা বিংশোত্তোরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নাই ।

মেষ রাশি : সাধারণ মানের দিন। গ্রহ অবস্থান একপ্রকার। বিদ্যার্থীদের জন্য সুখ বর আছে, তবে ধৈর্য রাখতে হবে। গৃহবধূদের নিজস্ব সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা । ব্যবসা-বাণিজ্যে এক প্রকার ধৈর্য রাখতে হবে। জমি বাড়ি বাস্তু সম্পর্কেও মধ্যাবস্তা, শুভ অশুভ মিশে থাকবে। কোন ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য বিষয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। মা তারার নাম করুন এবং হলুদ দান করুন তারা মায়ের চরণে। শুভ নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : শারীরিক দিক থেকে সুস্থতার লক্ষণ প্রবীণ নাগরিকদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে যারা মাছের ব্যবসা করেন, যারা কাগজ- বস্ত্র বিক্রয় করেন তাদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে প্রতিবেশীর দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি যোগ বিদ্যমান। গৃহবধূ রা নতুন বাণিজ্যের পরিকল্পনা করলে, আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। দুশ্চিন্তা শুধু যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের। ধৈর্য রাখুন ।ভগবান শিবের চরণে ১০৮ বিল্লোপত্র দিন প্রদীপ জ্বালুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মিথুন রাশি : জ্ঞান বর্ধক দিন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন কোন মামলা-মোকদ্দমায় জয়ের ইঙ্গিত। বাড়ি বাস্তু জমিতে শুভ। ব্যবসায়িক যে যোগাযোগ হাতের বাইরে চলে গিয়েছিলে, আবার তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে যাওয়ার শুভ লক্ষণ। ধৈর্য ধরে চিন্তা করে মানুষের সঙ্গে আচার ব্যবহার করুন নিশ্চয়ই আজ নতুন কোন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিদ্যার জন্য শুভ প্রেমিক যুগল শান্তির বাতাবরণ। দেবী মা দুর্গার চরণে ১০৮ রক্ত জবা নিবেদন করুন নিজের নাম গোত্র সহ।

কর্কট রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। যারা বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন, গবেষণায় আছেন, তাদের নতুন কোন সূত্র পাওয়া যাবে। লেখালেখি যারা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অভিনয় শিল্পকলার মধ্যে যারা আছেন তাদেরও সম্মান প্রাপ্তি যোগ। বান্ধবী বান্ধব দ্বারা ছোট ভ্রমণ। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র নিবেদন করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : যে প্রবীণ নাগরিককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি তা পালন করার জন্য আজ শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। যে বন্ধুর দ্বারা আপনি উপকৃত হবার কথা ভেবেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই তা পাওয়া যাবে। বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাণিজ্যে নতুন পথের সহযোগিতা। প্রবীণ নাগরিকদের শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে। ভগবান গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন নিশ্চিত শুভ বৃদ্ধি হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন, যারা খাদ্যদ্রব্যের দোকান পরিচালনা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথের সন্ধান। আয় বৃদ্ধি অর্থবৃদ্ধি সম্পদ বৃদ্ধির এক যোগ। নিশ্চিত দূর ভ্রমণ হতে পারে প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের অতীব শুভ। ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন।

তুলা রাশি : প্রেমে সফলতা নিশ্চিত। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পিতা-মাতাকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরোন। আজ কর্মে শুভ যোগাযোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে ভুল বুঝেছিল, তা নিজে থেকেই শুধরে নেবেন। আজ ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। তবে প্রতিবেশী থেকে সতর্ক থাকা ভালো। । দেব দেব মহাদেবের শিবলিঙ্গের উপর মধু দুগ্ধ ঘৃত শর্করা দধি এই পঞ্চামৃত নিবেদন করুন। শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ খুব ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বান্ধব এবং পরিবারে তর্ক-বিতর্ক। যানবাহন নিয়ে বিপদ বাড়বে। নৌ ভ্রমণ জল ভ্রমণ না করা ভালো। প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ এর সম্ভাবনা প্রবল। জমি বাড়ি বাস্তুকে কেন্দ্র করে বিবাদ। প্রবীণ নাগরিক যিনি আপনাকে উপদেশ দেন। তার কথা অমান্য করা শুভ নয়। । আজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদানে মহাসুখ।

ধনু রাশি : আজকের দিনটা সতর্ক থাকতে হবে, দুপুর ১২ টা পর্যন্ত গ্রহ সংস্থান আপনার পক্ষে থাকবে। দুপুর ১ টার পরে দুর্বল গ্রহ যুগে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল ফ্ল্যাটে বাড়িতে বাস্তুতে যেখানে থাকেন তার আশেপাশে, গুপ্ত শত্রু আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। ব্যবসায়ীদের ধৈর্য ধরতে হবে।। ২১ টি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন, বাড়ির গৃহ মন্দিরে।

মকর রাশি : প্রবীণ মানুষের সহযোগিতায় নতুন বাণিজ্যের পথ পাওয়া যাবে। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তাদের শুভ বৃদ্ধি হবে। যারা কুটির শিল্প বা বাড়িতে কোন রকম কাজকর্মে আছেন, যেখানে লোহা আছে, অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। প্রেমিক যুগলের জন্য অত্যন্ত শুভ দিন। আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিশ্ব পত্র প্রদানে মহাসুখ প্রাপ্তি।

কুম্ভ রাশি : শুভ দিন। বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা নেই। অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। সম্মান প্রাপ্তির যোগ। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা বিশেষ সহযোগিতা প্রাপ্ত করা যাবে। গৃহ মন্দিরে নটি প্রদীপ জালুন। শুভ হবে।

মীন রাশি : ভয়-ভীতি যোগ রয়েছে গ্রহ সংস্থানে। মনের মধ্যে অহেতুক ভয় আসবে। মানসিকভাবে দুর্বলতা দেখা যাবে। গৃহ মন্দিরে একুশ টি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। যানবাহন নিয়ে বিশেষ বিবাদ বিতর্ক। সতর্ক থাকা ভালো।

(শ্রী মহাবীর জয়ন্তী।)

নাম-পদবী

গত ০৯/০৪/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৮৬৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Md Kutubuddin Siddique S/o. Abu Taher Md Moinuddin R/o. Belpara, Dakshindihi, Jangipara, Hooghly-712706 ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Md Kutubuddin Siddique & Md Kutubuddin সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি শোভন লাল ঘোষ, পিতা- তঁপন ঘোষ গত ইং ১৩.৩.২০২৫ তারিখের কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে Shobhan Lal Ghosh ও Sovan Lal Ghosh একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Jaydeb Goswami পিতা Lt. Shashibhushan Goswami সাং গ্রাঃ- হিজুলি, পোঃ- গোবরাপোতা, থানা- ভীমপুর, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১১০৩, পঃবঃ বিগত ২১/০২/২০২২ তারিখে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (প্রথম শ্রেণি), কৃষ্ণনগর, নদীয়া এর এফিডেভিট বলে আমার পিতা Shashibhushan Goswami ও Shashi Bhushan Das ও Shashi Bhushan Das Bairagya একই ব্যক্তি রুপে পরিচিত হলেন।

NAME CHANGE

I, **Smt. Sampa Guchait** W/O Sri Bablu Guchait residing at Ramkrishna Pally, P.O. Panshila, P.S. Ghola, Dist: 24 Pgs(N), Kolkata-700112, West Bengal, hereby declare that in my daughter **Snigdha Guchait's** birth certificate our surname wrongly recorded **"Guchhait"** instead of **"Guchait".** So Snigdha Guchait daughter of Sri Bablu Guchait & Sampa Guchait and Snigdha Guchhait daughter of Sri Bablu Guchhait & Sampa Guchhait is the same and one identical parson through an affidavit 1st class Judicial Magistrate Barrackpur, dt. On 07.04.2025.

হারানো প্রাপ্তি

আমি সুবীর সরকার পিতা- সুরেশ সরকার ঠিকানা- বৈকুণ্ঠ সড়ক বকুল তলা পোষ্ঠ শক্তিনগর নদীয়া শক্তিনগর পাঁচমাথা মোড়ে জেরক্স করতে গিয়ে ১০-০৩-২৫ আমার Scheduled Caste সার্টিফিকেট হারিয়ে যায় কেহ পেয়ে থাকলে ফেরত দিলে উপকৃত হব। **M-8101900954.**

রবীন্দ্র সামন্ত মহাশয় এডিএসআর অফিসে ৮৯৮৪/২০২৩ নং পাওয়ার রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন সুকদেব বিশ্বাস মহাশয়কে, উনি পাওয়ার বলে অরুনাভ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে এডিএসআর হাওড়া অফিসে ০৪৮৫/ ২০২৫ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি এই নাম খারিজ ব্যাপারে কারো কোন আপত্তি থাকে তাহলে বালি-জগাছা বিএল অ্যান্ড এলআরও অফিসে যোগাযোগ করিবেন।
* মৌজা-জগদীশপুর, হাল দাগ নং-২৬০।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী মঞ্জুলা সিংহরায়,** স্বামী শ্রী মানবেন্দ্র সিংহরায়, সাকিম গবাটী, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৩, **২)শ্রীমতী অঞ্জুলা রায়** স্বামী শ্রী বেদাঙ্কুর রায়, সাকিম ২০ই, সৈয়দ আহম্মেদ রোড, কুমোর পাড়া, তালপুকুর, টিটাগড়, উত্তর ২৪ পরগনা-৭০০১২৩, **৩)শ্রীমতী আহুতী সিংহরায়** স্বামী ৺গোপাল সিংহরায়, সাকিম ডি পাগজা, দলপতিপুর, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৩, মহাশয়াগণ বিগত ইং ২৫/০১/২০১৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হরিপাল, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-06/2016 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে **শ্রী রামপ্রসাদ সাধুখাঁ** পিতা ৺সত্যচরণ সাধুখাঁ সাকিম রাধানগর, দ্বারহাট্টা, জাঙ্গীপাড়া, হুগলী-৭১২৪০৩ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ০২/০৯/২০২০ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হরিপাল, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1856/2020 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী অঞ্জনা সাধুখাঁ** স্বামী শ্রী রামপ্রসাদ সাধুখাঁ সাকিম রাধানগর, দ্বারহাট্টা, জাঙ্গীপাড়া, হুগলী-৭১২৪০৩ মহাশয়াকে বিক্রয় করেন। অতঃপর **শ্রীমতী অঞ্জনা সাধুখাঁ** মহাশয়া তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন না করিয়াই বিগত ইং ২৪/০৩/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হরিপাল, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1075/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমাকে (**আলম সবুর মল্লিক ওরফে আলম মল্লিক** পিতা মরহুম সবুর আলি মল্লিক সাকিম পার্বতীপুর, দ্বারহাট্টা, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৩) উক্ত ০৫ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করেন। <u>তপশিল</u> - জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা ডি পাগজা, ৪৩ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৬৭৭, ৬৭৮ ও ৬৭৯ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর ৯৩/৭৪৪ নং দাগে, শালি জমি ষোল আনায় ৪৬ শতকের মধ্যে ০৫ শতক অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা আমি, **আলম সবুর মল্লিক ওরফে আলম মল্লিক** পিতা মরহুম সবুর আলি মল্লিক উক্ত খরিদা সম্পিত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও হরিপাল ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছি, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **আলম সবুর মল্লিক ওরফে আলম মল্লিক** (ক্রেতা)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

DECLARATION

I, SRABANI PATTANAYAK D/O Purnachandra Pattanayak R/O Adasimla, Sabang, Dist- Paschim Medinipur declare vide Affidavit no 7474 on 04.04.25 before JM 1st Class at Midnapore that Purnachandra Pattanayak & Purna Pattanayak both are same, one & Identical Person & i.e. my father.

আমার মক্কেল (১) মনোজ ঠাকুর, পিতা-নাগিনা ঠাকুর, (২) বেবী দেবী, স্বামী-মনোজ ঠাকুর মহাশয় গত ইংরাজী ০২/০৭/২০১৯ তারিখে হাওড়া এ্যাডিঃ ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বুক নং-৪, বিয়িং নং-৪৬৫ পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী বা আমমোক্তারনামা দলিল বলে রিসু রাজদেব, পিতা প্রবীর কুমার দেব মহাশয়ের নিকট হইতে চকপাড়া মৌজায় হাল ১৬৫ নং দাগে হাল ৩৮৪১ নম্বর খতিয়ানে ৫ কাঠা ১০ ছটাক জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে যদি কারোর কোনও প্রকার আপত্তি থাকে তিনি বালী-জগাছা বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী ভোলানাথ সাহা** পিতা ৺ভুবন মোহন সাহা সাকিম ১১৪, শোভাবাজার, হাটখোলা, জোড়াবাগান, কলিকাতা-৭০০০০৫ মহাশয় বিগত ইং ০৩/০৭/২০২৪ তারিখে এ.আর.এ-১, কলিকাতা অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৯০১০৬০৫৪/২০২৪ নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেল **শ্রীমতী সুজাতা সাহা** স্বামী শ্রী ভোলানাথ সাহা সাকিম ১১৪, শোভাবাজার, হাটখোলা, জোড়াবাগান, কলিকাতা-৭০০০০৫ মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২০/০২/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 060302059/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রীমতী সুনন্দিতা প্রামানিক ও ২)শ্রী রাজীব প্রামানিক** মহাশয়/মহাশয়াকে বিক্রয় করিয়াছেন। <u>তপশিল</u> - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা সিমলা, ১৬ নং জে. এল. ভুক্ত, কোদালিয়া ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, হাল এল.আর. ৭০১৮ নং খতিয়ানে, হাল এল.আর ১৬৬৫ নং দাগে, ফ্ল্যাট নং- এল.আর./জে/২, লেক রেসিডেন্সি কমপ্লেক্স, ফার্ম সাইড রোড, চুঁচুড়া (আর.এস.), চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২ অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ **১)শ্রীমতী সুনন্দিতা প্রামানিক ও ২)শ্রী রাজীব প্রামানিক** উক্ত খরিদা সম্পিত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),** জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা হুগলী ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত, হুগলী চুঁচুড়া

<u>২০২৪ সালের ৩৬ নম্বর অ্যাক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমা</u>

দরখাস্তকারী :- শ্রী সৌম্য ব্যানার্জ্জী, পিতা রণজিৎ ব্যানার্জ্জী, সাং- দেবানন্দপুর, পো:- ব্যান্ডেল, থানা- চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২ ১২৩।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, জেলা হুগলীর চুঁচুড়া থানার অধীন ব্যান্ডেল দেবানন্দপুর নিবাসী অধুনামৃত **জীবানন্দ চক্রবর্তী** গত ইংরাজী ০১/০৯/২০১৪ তারিখে পরলোক গমন করায়, তাহার ত্যক্ত উইল মূলে প্রাপ্ত সম্পত্তি পাইবার নিমিত্ত উক্ত দরখাস্তকারী প্রবেট সার্টিফিকেটের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন । উক্ত মোকর্দ্দমার বিষয়ে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে তিনি স্বয়ং অথবা তাহার ভারপ্রাপ্ত অ্যাডভোকেট বাবু দ্বারা অত্র বিজ্ঞপ্তি জারী হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে একতরফা শুনানি হইয়া দরখাস্তকারীর অনুকূলে প্রবেট সার্টিফিকেট মঞ্জুর হইবে ।

।। তপশীল সম্পত্তির বিবরণ ।।

জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, ডি.এস.আর. এবং এ.ডি.এস.আর. অফিস হুগলী-চুঁচুড়া, দেবানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন জে.এল. নম্বর -৩ ।

<u>"A" তপশীল সম্পত্তি যাহা সৌম্য ব্যানার্জ্জী (দরখাস্তকারীর অনুকূলে প্রদত্ত হইয়াছে যাহা এল.আর. ১৯৫ খতিয়ান নম্বরের অন্তর্গত)</u>

ক্রমিক সংখ্যা	এল.আর. এবং আর.এস. দাগ নং	জমির প্রকৃতি	জমির আয়তন
১।	২৩২	ডোবা	১৫ শতক
২।	২৪১	কলা বাগান	০.৫০০০ অংশের মধ্যে ২৯ শতক
৩।	২৪৪	ডোবা	১৫ শতক
৪।	২৪৫	কলা বাগান	২ একর ৪০শতক
৫।	২৬০	কলা বাগান	২২ শতক
৬।	২৬২	ভিটি	১ শতক
৭।	২৬৪	পুকুর	২২ শতক
৮।	২৭১	বাস্তু	২০ শতক
৯।	২৭২	কলা বাগান	১২ শতক
১০।	২৭৩	কলা বাগান	০৩ শতক
১১।	২৭৪	বাগান	৪৭ শতক
১২।	২৭৫	বাস্তু	১৬ শতক
১৩।	২৭৬	ভিটি	০২ শতক
১৪।	২৮৬	কলা বাগান	২০ শতক
১৫।	২৯১	কলা বাগান	৪৮ শতক
১৬।	২৯৪	কলা বাগান	০.১ শতক
১৭।	৩০৭	কলা বাগান	০৮ শতক
১৮।	৩০৮	কলা বাগান	০৪ শতক
১৯।	৩০৯	কলা বাগান	০২ শতক
২০।	৩১৩	বাঁশ বাগান	১৪ শতক
২১।	৮৭২	ডোবা	০৬ শতক
২২।	৯২৬	বাঁশ বাগান	১৩ শতক

<u>"B" তপশীল সম্পত্তি যাহা উর্মি ব্যানার্জ্জী (দরখাস্তকারীর অনুকূলে প্রদত্ত হইয়াছে)</u>

ব্যান্ডেল বাজার শাখার এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর-২১৩৩৭৪২২৮৩৩ এবং HDFC ব্যাঙ্ক চুঁচুড়া শাখা অ্যাকাউন্ট নম্বর-১৭৪১১৫৭০০০২১১৭ এবং সমগ্র অর্থ যাহা পোষ্টাল এম আই এস হিসাবে গচ্ছিত আছে মায় সুদ সহ ।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
মুক্তি কান্ত মুখোপাধ্যায় (এ্যাডভোকেট)
Reg No WB/337/1984

চুঁচুড়া আদালতের অনুমত্যানুসারে
সমীর আইচ (সেরেস্তাদার)
২১/৩/২৫

সংশ্লিষ্ট-এর অবগতির জন্য

এতদ্বারা শংসিত হচ্ছে যে, শ্যাম ডুরাফ্লো লিমিটেড, ডিরেক্টর শশাঙ্ক ধরণীধরকা কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী, রেজি. অফিস ৫০৪, পিএস পেস, ১/১এ, মহেন্দ্র রায় লেন, কলকাতা -৭০০০৪৬ ঘোষণা করা হচ্ছে যে, রেজি. বিক্রয় দলিল নং ১৪৭৯-১৯৮৬ সালের, বর্ধমান এসআর এর পৃষ্ঠা নং ৭, হারিয়ে গিয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রি অফিস থেকে সার্টিফায়েড কপি না পাওয়া যাওয়ার কারণে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠা নং ৭ পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে ওমপ্রকাশ গুহ ঠাকুরতা (অ্যাডভোকেটের) -বীণা ভবন, ৬, হিলভিউ পার্ক (দক্ষিণ), আসানসোল -৭১৩৩০৪, যোগাযোগ নং ৯৩৩৩১০৭২৭৫, ৯৮০০০৫১০৩৩, মেল আইডি : omprakashguhathakurta@gmail.com, এনরোলমেন্ট নং ডব্লুবি৮২৩/২০০০, নোটিশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বা/-
ওমপ্রকাশ গুহ ঠাকুরতা (অ্যাডভোকেট)

<u>আমমোক্তারনামা</u>

মধু মন্ডল, পিতা- ঁপূর্ণ মন্ডল, সাং-শীতলাতলা বৌবাজার, পোঃ ও থানা-চন্দননগর, জেলা-হুগলী, বিগত ইং-০৭.১২.২০২২ তারিখে চন্দননগর এডিএসআর অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৪৯০৬নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বর থানার অধীন বিঘাটী মৌজায় ২১৪নং জে.এল. ভুক্ত, এল.আর. ৮০৭৭ নং খতিয়ানে (১) এল.আর. ১৭৮ নং দাগে ষোলো আনায় ৫৮ শতক শালি জমি, (২) এল.আর. ২২১ নং দাগে ষোলো আনায় ৮২ শতক শালি জমি, (৩) এল.আর. ২২২ নং দাগে ষোলো আনায় ১৫ শতক শালি জমি ও বিগত ইং- ২০.০৪. ২০২৩ তারিখে চন্দননগর এডিএসআর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১২৩৫নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে জেলা হুগলী, ভদ্রেশ্বর থানার অধীন বিঘাটী মৌজায় জে.এল. ২১৪, এল.আর. ৮০৭৭ নং খতিয়ানে ১৮৯ নং দাগে ষোলো আনায় ৩৮ শতক শালি জমি সবিতা রায়, স্বামী-কল্যান রায়, সাং-গৌরাঙ্গপুর, পোঃ-বিঘাটী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী-কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারো যদি কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তাহার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে ১ মাসের মধ্যে সবিতা রায়, স্বামী-কল্যান রায়, সাং-গৌরাঙ্গপুর, পোঃ-বিঘাটী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী-কে জানাইতে হবে।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা - হুগলীস্থিত, ডেলিগেট আদালত, হুগলী,

<u>এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং ৩৯/২০২৪</u>

দরখাস্তকারিনী :- শ্রীমতী রাজকুমারী দেবী ওরফে চম্পা, স্বামী -৺বিজয় মাহাতো, নিবাস - ১৩১,শিবপুর হাজরাপাড়া, পোঃ ত্রিবেনী, থানা-মগরা, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৫০৩, পঃ বঃ।

এতদ্বারা স্বর্গীয় **অশোক মাহাতো,** পিতা-৺বিজয় মাহাতো, নিবাস-১৩১, শিবপুর, হাজরাপাড়া, পোঃ-ত্রিবেনী, থানা-মগরা, জেলা হুগলী, পিন- ৭১২৫০৩ পঃবঃ, এর স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, অত্র দরখাস্তকারিনী **রাজকুমারী দেবী ওরফে চম্পা** মহাশয়া নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি পাইবার জন্য উপরোক্ত মোকর্দ্দমাটি দাখিল করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা নিযুক্তীয় কোন উকিলবাবু মারফত আদালতে জানাইবেন। অন্যথায় মোকর্দ্দমাটি একতরফা বিচার হইয়া নিস্পত্তি হইবে।

<u>তপশীল সম্পত্তি</u>

মৃত ব্যক্তি **অশোক মাহাতো** প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমা ১,৩৬,৯৭৩.২২ (এক লক্ষ ছত্রিশ হাজার নয়শত তিয়াত্তর টাকা বাইশ পয়সা) এবং গ্র্যাচুইটি এ্যাকাউন্ট জমা ৪৬,৮৮০.১০ (ছেচল্লিশ হাজার আটশত আশি টাকা দশ পয়সা) গ্যাঞ্জেস ম্যানুফেকচারিং কোম্পানী লিমিটেড, বাঁশবেড়িয়া মৃত ব্যক্তি অশোক মাহাতো মহাশয়ের নামে জমা রহিয়াছে। মৃত ব্যক্তির এমপ্লয়ী নং এল. বি. নং B/SS/TCB/36

শ্রীমতী রাজকুমারী দেবী ওরফে চম্পা,
দরখাস্তকারিনীর পক্ষে
নবাব সোহেল (আইনজীবি)
সমীর আইচ (সেরেস্তাদার)
জেলা ডেলিগেট আদালত, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

<u>আমমোক্তার নামা</u>

১)শ্রী সরোজ কুমার মান্না পিতা ৺বিজয় কৃষ্ণ মান্না, **২)শ্রী সলিল কুমার মান্না, ৩)শ্রী সুনীল কুমার মান্না** ২-৩এর পিতা ৺কার্ত্তিক চন্দ্র মান্না, সকলের সাকিম তাতিপাড়া, চুঁচুড়া, হুগলী, **৪)শ্রী রঞ্জিত কুমার মান্না** পিতা ৺কার্ত্তিক চন্দ্র মান্না সাকিম প্রযত্নে শান্তিময় ব্যানার্জ্জী, কেওটা খাঁপুকুর, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী, **৫)শ্রীমতী মীনাক্ষী দাস** স্বামী গৌরী শঙ্কর দাস (পিতা ৺কার্ত্তিক চন্দ্র দাস) সাকিম পাদ্রীপাড়া, চন্দননগর, হুগলী, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ১৪/০৬/২০০৬ তারিখে ডি.এস.আর.-I, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-125/2006 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেল **শ্রী নারায়ন চন্দ্র সাহা** পিতা ৺অশ্বিনী কুমার সাহা, সাকিম গোয়ালটুলি, চুঁচুড়া, হুগলী মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ০৩/০৩/২০০৮ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-7892/2012 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রী নিরঞ্জন সরকার** পিতা ৺মনমোহন সরকার ও **২)শ্রীমতী মমতা সরকার** স্বামী শ্রী নিরঞ্জন সরকার, উভয়ের সাকিম জি.টি. রোড, হুগলী মোড়, চুঁচুড়া, হুগলী মহাশয়/মহাশয়াকে ৬ কাঠা ১ ছটাক ২৩ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। <u>তপশিল</u> - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কোদালিয়া, ১২ নং জে. এল. ভুক্ত, সাবেক ২৮ তথা হাল এল.আর. ৪০৭/১, ৫১/১, ৮২/১, ১৭/১ নং খতিয়ানে, সাবেক ৪৩৮ তথা হাল এল.আর ৫২০/৬৪১ নং দাগে ভিটি জমি ষোল আনায় ৬ কাঠা ১ ছটাক ২৩ বর্গফুট সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ **১)শ্রী নিরঞ্জন সরকার** পিতা ৺মনমোহন সরকার ও **২)শ্রীমতী মমতা সরকার** স্বামী শ্রী নিরঞ্জন সরকার, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),** জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

PUBLIC NOTICE

One Original Deed of Conveyance, dated 12-12-1967, executed by Ram Prasad Singh, in favour of Suprakash Chakraborty in respect of land measuring about **3 Cottah 6 Chittak 7 Sq. ft.** more or less lying and situated at **Mouza-Chakchaturia**, J.L. No.- 36, comprised under Dag No.- 260 under Sabek Khatian No.- 45 & R.S. Khatian No.- 309, at Police Station- Barasat in the District- North 24 Parganas. The said deed was duly registered in the office of Sub Registrar Barasat, recorded in Book No.- I, Volume No.- 167, Pages from 165 to 168, Being No.- **14890** for the year **1967**. The said deed has been lost & misplaced. That a General Diary being **G.D.E. No.- 2542** was lodged on **30-03-2025** with **Nimata**, Police Station in respect of said deed by my client **Soumitra Chakraborty**. The said deed is/was not mortgaged before any bank. If anybody get the said deed, please return the same or intimate us or having any claim, may lodge a claim with us within 15 days from this date, failing which no such claim shall be entertained.

Ritu Hela (Advocate)
Barrackpore Court, Mob: 9748856804

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

<u>উত্তর ২৪ পরগনা</u>

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

<u>হুগলি</u>

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

<u>নদিয়া</u>

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

<u>পূর্ব মেদিনীপুর</u>

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

<u>পশ্চিম মেদিনীপুর</u>

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

<u>মুর্শিদাবাদ</u>

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

<u>বীরভূম</u>

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

A2Advantage Ad Agency, শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী, অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম-৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

<u>পুরুলিয়া</u>

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

চাকরি নয়, পুলিশি লাঠির আঘাতে সম্মান হারাল বাংলা

রাজীব মুখোপাধ্যায়

হাওড়া: 'গুরু বিনা জ্ঞান নেই' এই সংস্কার নিয়েই তো ভারতীয় সভ্যতা। বিশ্বের জাপান, ফিনল্যান্ড, আমেরিকার মতো বিভিন্ন উন্নত দেশে যেখানে শিক্ষকের স্থান সমাজের সর্বোচ্চ আসনে, সেখানে আজ বাংলায় শিক্ষকদেরই লাঠি, বুট, কিল-চড়, লাথি দিয়ে রাস্তায় ফেলে পেটানো হচ্ছে। কোন পথে এগোচ্ছে এই রাজ্য? আর কোন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠছে যেখানে শিক্ষকের রক্ত দেখে প্রশাসন নির্বিকার? যে দেশে শিক্ষকের স্থান দেবতুল্য, যেখানে গুরু বিনা জ্ঞান নেই, সেই ভারতবর্ষেরই এক প্রান্তে, বাংলায়, রাস্তায় লুটিয়ে পড়ছেন শিক্ষক। পুলিশের লাঠির ঘায়ে রক্তাক্ত হচ্ছেন সমাজের মেরুদণ্ড। পুলিশের বুটে পদদলিত হচ্ছে এক একটি স্বপ্ন, এক একটি পরিবার, এক একটি ভবিষ্যৎ। শুধু চাকরি নয়, সম্মান হারাচ্ছে বাংলা। ইতিহাসের এক লজ্জার দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকল এই বুধবার। রাজ্যজুড়ে ডিআই অফিস ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছিলেন চাকরি হারানো প্রার্থীরা। কসবা, বারাসত, মেদিনীপুর, বর্ধমান জেলার পর জেলা জুড়ে বিক্ষোভ। কলকাতার কসবায় ব্যারিকেড টপকে ডিআই অফিসে পৌঁছতে না পৌঁছতেই নেমে এল পুলিশের লাঠি। মহিলা চাকরিপ্রার্থীর কোমর লক্ষ্য করে লাঠির বাড়ি, কাউকে কাঁধে মেরে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, কেউ কুঁচকে পড়ছেন বুটের আঘাতে। কী ছিল তাঁদের অপরাধ? ন্যায্য নিয়োগের দাবিতে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ? সেই প্রতিবাদেই এভাবে রাস্তায় ফেলে শিক্ষককে মারা হয়? চাকরি নয়, আজ বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার উপরেই লাথি মারল পুলিশ। আর তার নির্দেশদাতা কে? প্রশাসন নীরব। সরকার ব্যস্ত প্রতিশ্রুতি দেওয়া নিয়ে; কথায়। আর কাজের জায়গায়? শিক্ষকের হাড় ভাঙছে পুলিশের লাঠি। এক চাকরিপ্রার্থী ফুঁসছেন, 'সেনসিটিভ জায়গা দেখে লাঠি চালাচ্ছে! ভীষণ অসভ্যতা, বর্বরতা! একজন শিক্ষিকাকে মাটিতে ফেলে পেটানো হল, এটা কি সরকারের নির্দেশ ছাড়া সম্ভব?' আরেকজন হুঁশিয়ারি দিলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী সাহস থাকলে সামনে বসুন, ওয়ান-টু-ওয়ান আলোচনা করুন। এইভাবে পেটালে আমরা পিছিয়ে যাব না, এখনও অনেক কিছু বাকি আছে আমাদের কাছে।' যে রাজ্যে শিক্ষক মানে ছিল আদর্শের প্রতীক, আজ সেই রাজ্যে শিক্ষকের গায়ে বুটের ছাপ। বাংলায় শিক্ষককে ফেলা হচ্ছে রাস্তায়, মারছে পুলিশ, আর সরকার দেখেও দেখছে না। এটা শুধু মানবাধিকার লঙ্ঘন নয়, এটি বাংলার আত্মার ওপর আঘাত। লালবাজারের তরফে দাবি করা হচ্ছে, চাকরিপ্রার্থীদের ধাক্কায় আহত হয়েছেন তিন পুলিশকর্মী। ধাক্কা কি এতটাই ভয়ংকর ছিল যে তার জবাবে শিক্ষকের মাথায় লাঠি চালানোই একমাত্র সমাধান? যদি তাই হয়, তবে তা পুলিশের নয়, প্রশাসনের অপদার্থতা। এক চাকরিপ্রার্থী কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'আমাদের একটাই দাবি; মিরর ইমেজ প্রকাশ করা হোক। আমরা তো যোগ্য। তাহলে কেন আজ আমাদের রক্ত দিতে হচ্ছে?' আরেকজন বলেন, 'লিখে রাখুন, এই সরকার আর টিকবে না। আমরাই নামাব। কারণ সমাজ গড়ার দায়িত্ব আমাদের, আর সমাজ যখন ভেঙে পড়ে, তখন শিক্ষকই জেগে ওঠে।'

সেনকো গোল্ড লিমিটেডের এমডি এবং সিইও শুভঙ্কর সেন বুধবার মৌলালি শোরুমে পয়লা বৈশাখ এবং অক্ষয় তৃতীয়ার অফার-সহ চুড়ি উৎসব কালেকশন লঞ্চ করেছেন।

মহুয়া মৈত্রর ভিডিও ঘিরে তোপ দিল্লি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিল্লির সিআর পার্কে মন্দির সংলগ্ন মাছ বাজার নিয়ে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মিত্রর পোস্টকে 'অসাংবিধানিক ও বিভাজনমূলক প্রচার', বলেই কটাক্ষ বিজেপির। দিল্লির সিআর পার্ক এলাকায় মাছবাজারের অবস্থান ও পরিবেশ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বিতর্কে জড়ালেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। শনিবার সকালে এক্স (পূর্বতন টুইটার)-এ একটি ভিডিও পোস্ট করে তিনি লেখেন, 'এটা দিল্লির সিআর পার্ক, একটি হিন্দু মন্দিরের গেটের ঠিক বাইরে রোজ মাছের হাট বসে। গেটে পা রাখতেই রক্ত, আঁশ আর মাছের গন্ধ। বাঙালি হিন্দুদের পাড়ায় এরকম দৃষ্টিকটু দৃশ্য সহ্য করতে হচ্ছে। এই দৃশ্য আপনি বাংলা বা কেরলে কল্পনাও করতে পারবেন না। কিন্তু দিল্লিতে এই নির্লজ্জ অসংবেদনশীলতা চলছে, আর কর্তৃপক্ষ কিছু বলছে না। এটা কখনই গ্রহণযোগ্য নয়।' এই মন্তব্য এবং ভিডিও ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় শোরগোল পড়ে যায়। অনেকেই মহুয়ার বক্তব্যকে সমর্থন করলেও, অনেকেই তাঁর উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। দিল্লি বিজেপি সভাপতি শ্রী বিরেন্দ্র সাচদেবা এক প্রেস বিবৃতিতে জানান, 'মন্দিরের পবিত্রতা আমরা শ্রদ্ধা করি। কিন্তু সিআর পার্কে মাছবাজার বহু বছর ধরেই চলছে এবং ব্যবসায়ীরা সর্বদা মন্দিরের মর্যাদা রক্ষা করে চলেছেন।' মহুয়া মৈত্রর ভিডিও প্রসঙ্গে তাঁর দাবি, 'ভিডিওটি রাজনৈতিক স্বার্থে পরিকল্পিতভাবে তৈরি। এর মাধ্যমে সিআর পার্কের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার অপচেষ্টা চলছে।'

আধারের যুগে আসছে মুখের ছাপেই প্রমাণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পরিচয় প্রমাণে আর কাগজ-পত্র নয়, এবার মুখই হয়ে উঠবে আধার! নাগরিক সুরক্ষা এবং ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা আরও জোরদার করতে কেন্দ্র চালু করল আধার অ্যাপের এক নতুন সংস্করণ। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আনুষ্ঠানিকভাবে এই ডিজিটাল আধার অ্যাপ চালু করেন। ফেস আইডি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং রিয়েল-টাইম ক্টট্র স্ক্যান প্রযুক্তিকে একত্রিত করে এই অ্যাপটি তৈরি করেছে ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া। কেন্দ্রের দাবি, এই অ্যাপটি ১০০ শতাংশ নিরাপদ, ব্যবহারকারী সম্মতি ছাড়া কোনও তথ্য শেয়ার হবে না এবং আধারের কাগজপত্র সঙ্গে না থাকলেও নির্ভয়ে চলবে চিহ্নিতকরণ। এই নতুন অ্যাপের মূল বৈশিষ্ট্য হল ফেস আইডি প্রযুক্তি। যে কোনও হোটেল চেক-ইন হোক বা সরকারি নথি যাচাই, ব্যবহারকারীকে শুধু ক্যামেরার সামনে মুখ দেখালেই চলবে। অ্যাপটি ডজ্জঙ্গঙ্জ-র মূল ডেটাবেস থেকে সেই মুখ মণ্ডলের তথ্য যাচাই করে নেবে। এতে যেমন সময় বাঁচবে, তেমনই নথি হারানোর ভয় থাকবে না। একইসঙ্গে থাকবে ক্টট্র কোড-নির্ভর প্রমাণীকরণ ব্যবস্থাও। নির্দিষ্ট স্থানে থাকা কোড স্ক্যান করলেই ক্যামেরা খুলে যাবে, সেলফি তুলে তা যাচাই হবে। এরপর শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় তথ্যই শেয়ার হবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে, যার ফলে তথ্য অপব্যবহারের সুযোগ থাকবে না।

অনিয়ম রুখতে খাদ্যশস্য পরিবহনে জিপিএস, সেন্সর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেশনের ধান-চাল পরিবহণের সময় অনিয়ম রুখতে রাজ্য সরকার খাদ্যশস্য পরিবহনে ব্যবহৃত গাড়ি গুলিতে জিপিএস এবং ওজনের সেন্সর বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই মর্মে খাদ্য দফতর এক নির্দেশিকা জারি করেছে। জানা গেছে এতদিন শুধু খাদ্যসামগ্রী বহনকারী গাড়িগুলির নম্বর দফতরের পোর্টালে নথিভুক্ত করলেই চলত। কিন্তু এখন থেকে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবস্থার মাধ্যমে গাড়িগুলির গতিবিধির উপর নিরন্তর নজরদারির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এতে গোটা প্রক্রিয়ায় আরও স্বচ্ছতা আসবে। পণ্যবাহী গাড়িতে দুটি যন্ত্র লাগানো থাকলে ধান যে কেনা হয়েছে এবং তা রাইস মিলেও পাঠানো হয়েছে, সেই ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারবে খাদ্যদপ্তর। মাঝপথে গাড়ি থামিয়ে বা অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে ধান বা চালের কোনও পরিবর্তন করা হচ্ছে কি না, সেদিকেও নজরদারি রাখা যাবে। খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ জানিয়েছেন, বোরো মরশুমে নতুন ধান ওঠার পরেই এই ব্যবস্থা চালু করা হবে হবে।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা, ১০ এপ্রিল ২০২৫, ২৭ চৈত্র, বৃহস্পতিবার

‘এই সরকার টিকবে না, আমরাই নামাব’

কসবায় ফেটে পড়ল চাকরিহারাদের রোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কিছু আর হারানোর নেই, তাই এবার পথে নেমেই প্রতিবাদে আগুন জ্বেলেছেন তাঁরা। বুধবার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ডিআই অফিস ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছিলেন চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকারা। কলকাতার কসবায় সেই কর্মসূচি রূপ নিল প্রবল উত্তেজনায়। ব্যারিকেড টপকে এগোতেই মুখোমুখি পুলিশের। মুহূর্তেই পরিস্থিতি গরম হয়ে ওঠে। ধাক্কাধাক্কি, টানাটানি আর তারপর সপাং করে নামল লাঠি।

চোখের সামনে ছিন্নভিন্ন স্বপ্ন। যাঁরা একদিন ছাত্র গড়ার শপথ নিয়েছিলেন, আজ রাস্তায় রক্তাক্ত হয়ে লুটিয়ে পড়লেন তাঁদের অনেকেই। কেউ পড়ে যাওয়ার পরেও রেহাই পাননি। অভিযোগ, পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবে মহিলাদেরও টার্গেট করে মারধর করেছে বলে অভিযোগ। এক চাকরিহারার গলায় কান্না মেশানো হুঙ্কার, ‘মাটিতে ফেলে বুটের লাথি! শিক্ষিকাদের গায়ে লাঠি! এই সরকারের দিন ফুরিয়ে এসেছে। লিখে রাখুন, আমরাই নামাব।’ বিক্ষোভে কেউ চিৎকার করে বললেন, ‘মিরর ইমেজ তো এসএসসির কাছে আছে, তাও প্রকাশ করছে না কেন? কী লুকোনো হচ্ছে?’ আরেকজন বললেন, ‘আজ আমাদের মাথা ফাটল, কাল আমরা জবাব দেব। হেলমেট পরে ছিল ওরা, আমরা তখনও খালি হাতে। কিন্তু দিনের শেষে আমরাই ঠিক করব কে থাকবে আর কে যাবে।’ ডিআই অফিস চত্বরে বসেই প্রতিবাদ শুরু করেন অনেকে। কেউ অচৈতন্য, কেউ রক্তাক্ত, কেউ চুপচাপ চোখের জল মুছছেন।

কিন্তু সকলের মুখেই এক কথা, ‘আর সহ্য নয়। এই অপমানের হিসেব নেওয়া হবে।’ পুলিশ জানিয়েছে, চাকরিহারারা গার্ডরেলে ধাক্কা মারায় একাধিক পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন। কিন্তু উত্তেজনার উত্তরে লাঠি আর লাথিই কি একমাত্র জবাব হতে পারে? প্রশ্ন তুলছেন আন্দোলনকারীরা।

শিক্ষকদের আন্দোলনে প্রশাসনের দ্বিমুখী নীতি ঘিরে বিতর্ক তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন: শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে লাঠি চালানোর পরে রাজ্য প্রশাসনের নির্দেশ, এখন থেকে আন্দোলনকারীদের উপর লাঠিচার্জ নয়। বুধবার দুপুর ১টা২০ নাগাদ রাজ্যের সমস্ত এসপিকে স্পষ্ট নির্দেশ পাঠালেন এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম। অথচ তার আগে, সকাল থেকেই কসবা, দুর্গাপুর, বারাসত-সহ রাজ্যের একাধিক প্রান্তে চাকরিহারা, বিক্ষুব্ধ শিক্ষকদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার নিন্দায় সরব বিভিন্ন মহল। একাধিক শিক্ষক আহত হয়েছেন, অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কোথাও কোথাও পাল্টা ইট ছোড়ার অভিযোগও উঠেছে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে। বিরোধীদের প্রশ্ন, যখন আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশি হামলা হয়ে গিয়েছে, তখনই বা এই নির্দেশের অর্থ কী? এবং কার নির্দেশে শিক্ষক-আন্দোলনকারীদের উপর লাঠি চালানো হল? এখনও সেই প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। মুখ আর মুখোশের ফারাক খুঁজে পাচ্ছেন না অনেকেই। প্রশাসনের এই দ্বিচারিতা ঘিরেই ঘনীভূত হয়েছে বিতর্ক।

বিশেষ করে কসবা ডিআই অফিসের সামনে পুলিশের লাঠিচার্জের ঘটনার পরই নবান্ন নড়েচড়ে বসেছে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। তাঁদের মতে, কোনওভাবে বিক্ষুব্ধ শিক্ষকদের ক্ষোভ যেন আরও না বাড়ে, তা নিশ্চিত করতেই হয়তো এই নির্দেশ। কারণ, এর আগে গত সোমবার নেতাজি ইন্ডোরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাকরিহারা শিক্ষকদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই আশ্বাসে আস্থা রাখতে পারেননি বহু চাকরিহারা শিক্ষক। ফলে আন্দোলন জারি থাকে। বুধবার সকাল থেকেই জেলার পর জেলায় তাঁরা ডিআই অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভে নামেন। বহু জায়গায় তা সংঘর্ষের চেহারা নেয়। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সর্বোচ্চ আধিকারিকের এই নতুন নির্দেশেই ফের চেপে বসেছে আরও বড় প্রশ্ন, যদি এখনই শান্তির পথে সমাধানের নির্দেশ থাকে, তা হলে এর আগে গায়ে হাত তোলার সিদ্ধান্ত কে নিয়েছিল? পুলিশের তরফে এখনও এই প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। ক্ষমাও চায়নি তারা। চাকরিহারা শিক্ষকরা এই পরিস্থিতির জন্য সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য সরকারকে দায়ী করছেন। তাঁদের দাবি, শাসকদলের একাংশের দুর্নীতির জেরেই আজ তাঁদের চাকরি নেই। যোগ্য ও অযোগ্যকে এক করে দেখার খেসারত দিতে হচ্ছে তাঁদের। উপরন্তু আন্দোলনে নামলে পুলিশ লাঠি চালিয়ে মুখ বন্ধ করতে চাইছে। এই অভিযোগ তুলে তাঁরা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আন্দোলন এবার আরও তীব্র হবে।

‘অন্যায়ের জবাব দিতেই হবে’, কসবায় পুলিশের লাঠিচার্জে ক্ষোভ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কসবা ডিআই অফিসের সামনে চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ কার্যত রণক্ষেত্রে পরিণত হল বুধবার। অভিযোগ, কলকাতা পুলিশের লাঠিচার্জে আহত হয়েছেন বহু শিক্ষক-শিক্ষিকা। এই ঘটনার তীব্র প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে রাজ্য জুড়ে। বিক্ষোভে গর্জে উঠেছেন রাজ্যবাসী, সোচ্চার হয়েছেন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো।

বুধবার রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এক্স হ্যান্ডেলে টানা দুটি পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন। তাঁর অভিযোগ, ‘নিজেদের দুর্নীতি চাপা দিতে যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষক শিক্ষিকাদের অনিশ্চিত অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিয়ে, তাদের ওপর লেঠেল বাহিনী পুলিশকে দিয়ে লাঠিপেটা করাচ্ছেন

Suvendu Adhikari

5h

নিজেদের দুর্নীতি চাপা দিতে যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষক শিক্ষিকাদের অনিশ্চিত অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিয়ে, তাদের ওপর লেঠেল বাহিনী পুলিশ কে দিয়ে লাঠিপেটা করাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধিক্কার জানাই, ছিঃ

যতো অন্যায় অত্যাচার শিক্ষিত মার্জিত শিক্ষক শিক্ষিকাদের ওপর। কি অপরাধ তাঁদের? সৎ পথে শিশুদের শিক্ষা প্রদান করা? নিজেদের সাংসারিক জীবন ও সামাজিক সম্মান বিপন্ন হতে বসেছে, তার প্রতিকার খোঁজা?

নিগৃহীত শিক্ষক শিক্ষিকাদের ওপর এই নির্মম নির্যাতন বাঙালি মানবে না। এর ফল খুব খারাপ হবে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ধিক্কার জানাই, ছিঃ।’ তিনি আরও লেখেন, ‘যতো অন্যায় অত্যাচার শিক্ষিত মার্জিত শিক্ষক শিক্ষিকাদের ওপর। কি অপরাধ তাঁদের? সৎ পথে শিশুদের শিক্ষা প্রদান করা? নিজেদের সাংসারিক জীবন ও সামাজিক সম্মান বিপন্ন হতে বসেছে, তার প্রতিকার খোঁজা? নিগৃহীত শিক্ষক শিক্ষিকাদের ওপর এই নির্মম নির্যাতন বাঙালি মানবে না। এরফল খুব খারাপ হবে। যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষক শিক্ষিকাদের মারলে কেন, পুলিশ তুমি জবাব দাও। জবাব তোমায় দিতেই হবে।’ শুধু সোশ্যাল মিডিয়াতেই নয়, এদিন রাজপথেও তীব্র প্রতিবাদে নামে বিজেপি। যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষক শিক্ষিকাদের উপর পুলিশের ‘নৃশংস লাঠিচার্জেরদ’ প্রতিবাদে লালবাজারের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে গেলে, বিজেপির অভিযোগ, পুলিশ তাঁদের বিধায়কদের ‘প্রায় টেনে হিঁচড়ে গায়ের জোরে গ্রেপ্তার করে।’ এই ঘটনার প্রেক্ষিতে শুভেন্দু অধিকারী হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলতে চাই এভাবে আপনি প্রতিবাদের কণ্ঠরুদ্ধ করতে পারবেন না। আগামী দিনে আপনার সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষকে সাথে নিয়ে বিজেপির প্রতিবাদ তীব্র থেকে তীব্রতর হবে।’

সর্বত্র প্রতিবাদে নামার ডাক সুজনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘শিক্ষকদের হাতে লাঠি পর্যন্ত ছিল না। নিজেদের দাবি জানাতে গিয়েছিলেন। সঙ্গত দাবি। তাঁদের ওপর যেভাবে আক্রমণ করা হয়েছে তা বর্বরোচিত।’ চাকরি হারানো শিক্ষকদের ওপর পুলিশের আক্রমণের ঘটনায় এমনটাই প্রতিক্রিয়া সিপিআই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীর। পাশাপাশি তিনি এও বলেন, ‘শিক্ষা ধ্বংস করা হচ্ছে, ভবিষ্যৎ ধ্বংস করা হচ্ছে। রাস্তায় নামা জরুরি। আজই প্রতিবাদ হচ্ছে। সব অংশের কাছে আবেদন কাল সর্বত্র প্রতিবাদে নামুন।’ এখানেই শেষ নয়, সুজন এও বলেন, ‘হকের চাকরি ফেরানোর দাবি সঙ্গত। ওএমআর শিটের মিরর ইমেজ দেওয়ার দাবি সঙ্গত। সেটি লুকিয়ে রেখেছে প্রশাসন। সেই দাবি জানানো কোনও অন্যায় নয়। তৃণমূলের দুর্নীতির কারণে চাকরি চলে গেলে তাঁরা এই দাবি তুলবেন না! তার জন্য লাঠিপেটা করতে হবে! এমনকি লাথি মারতে হবে! বর্বরতা চালাচ্ছে পুলিশ এবং প্রশাসন।’ এই প্রসঙ্গে সুজন এদিন বলেন, ‘অযোগ্যদের পাশে সরকার, চাকরি চোরদের পাশে সরকার। নেতাজি ইন্ডোরে যেভাবে শিক্ষকদের বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী যেন তিনি পাইয়ে দেবেন। সিভিক ভলান্টিয়ারের মতো কাজ করাবেন শিক্ষকদের। তাঁরা মানবেন কেন, তাঁরা তো যোগ্যতার পরীক্ষায় পাশ করেছেন।’

২১ এপ্রিল পর্যন্ত কড়া পদক্ষেপ নয়, হাইকোর্টে ফের স্বস্তি অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: জগদ্দল গুলিকাণ্ডে ফের স্বস্তি পেলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। আগামী ২১ এপ্রিল পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না। বুধবার এমনই নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। প্রাক্তন সাংসদ পক্ষের আইনজীবী ময়ূখ মুখোপাধ্যায় জানান, বিচারক জয় সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, আগামী ১৭ এপ্রিল মামলার ফের শুনানি হবে। সেদিন তদন্তকারীদের ঘটনার সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ পেন ড্রাইভে করে আদালতে জমা দিতে বলা হয়েছে।

তাছাড়া বিচারক জয় সেনগুপ্ত নির্দেশ দিয়েছেন, আগামী ২১ এপ্রিল অবধি তাঁকে গ্রেপ্তার করা যাবে না। প্রসঙ্গত, প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের দায়ের করা মামলায় গত ৪ এপ্রিল বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত মৌখিক নির্দেশ দিয়েছিলেন, ৯ এপ্রিল শুনানির আগে পর্যন্ত অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না। উল্লেখ্য, গত ২৬ মার্চ রাতে জগদ্দলের মেঘনা মোড় এলাকায় গুলি-বোমাবাজির ঘটনায় স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলারের পুত্র নমিত সিং এবং সনু জয়সওয়াল ওরফে তেলুয়ার বিরুদ্ধে গত ২৮ মার্চ পুলিশ সুয়োমোটো মামলা রুজু করেছে। তবুও জগদ্দলের বিধায়ক ঘনিষ্ঠ ওই দু’জনের বিরুদ্ধে পুলিশ এখনও কোনও পদক্ষেপ নেয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।

আরজি কর কাণ্ডে বিচারের দাবিতে ফের সিজিও কমপ্লেক্স অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর হাসপাতালে ধর্ষণ-খুন কাণ্ডের বিচার চেয়ে ফের সিজিও কমপ্লেক্স অভিযানে শামিল চিকিৎসক এবং নাগরিকরা। চিকিৎসক সংগঠনসমূহের যৌথ মঞ্চ জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অব ডক্টরস এবং অভয়া মঞ্চের ডাকে হয় এই মিছিল। কারণ, ৯ এপ্রিল ঘটনার আট মাস সম্পূর্ণ হলেও সব অপরাধী এবং তথ্য প্রমাণে লোপাটে জড়িতদের বিচার হয়নি। তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই’র দপ্তর সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্স অভিমুখে এই মিছিলে পূর্ণ তদন্তের দাবি ফের তোলা হয়।মিছিলে স্লোগান তোলা হয়, আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে প্রকৃত বিচারের জন্য। ৯ অগাস্ট আরজি কর হাসপাতালের চেস্ট মেডিসিন বিভাগের সেমিনার রুমে পাওয়া যায় চিকিৎসক-ছাত্রীর দেহ। কর্মরত অবস্থায় খুন করা হয়েছে তাঁকে। এই ঘটনায় কেবল এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। কেননা সিবিআই’র চার্জশিটে কেবল ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের নামই ছিল। কিন্তু শিয়ালদা আদালতে বিচারকের রায়ে তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়েই গভীর প্রশ্ন তোলা হয়েছে। চিকিৎসকদের বক্তব্য, সরকারি হাসপাতালে দুর্নীতি এবং অপরাধচক্রের শিকার ওই চিকিৎসক ছাত্রী। তৃণমূল সরকারের মদতে চলা এই দুর্নীতিচক্রের পাণ্ডাদের আড়াল করতে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হচ্ছে না।

নববর্ষে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার নতুন ঠিকানা নিউটাউনে

নিজস্ব প্রতিবেদন: নতুন বছর, নতুন দপ্তর। বাংলা নববর্ষে নিজের ঠিকানা বদলাচ্ছে দেশের শীর্ষ তদন্ত সংস্থা সিবিআই। এতদিন কলকাতা শাখার দপ্তর ছিল দক্ষিণ কলকাতার নিজাম প্যালেস এবং সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে। এবার থেকে সেই পরিচিত ঠিকানাগুলি আর থাকছে না। সিবিআইয়ের নতুন আস্তানা হতে চলেছে নিউটাউনের এনবিসিসি স্কোয়ারে।

নতুন দপ্তরের প্রস্তুতিও শেষের পথে। নববর্ষেই নতুন দপ্তরে বসে তদন্ত শুরু হতে পারে বলে সূত্রের খবর। ঝাঁ চকচকে ১৪তলা ভবনের চারটি তল জুড়ে তৈরি হয়েছে নতুন সিবিআই অফিস। এই প্রথম কলকাতা শাখার সমস্ত বিভাগ এক ছাতার নিচে আসতে চলেছে। নতুন দপ্তরে রয়েছে,

অ্যান্টি করাপশন ব্রাঞ্চ, স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চ, ইকনমিক অফেন্স ব্রাঞ্চ, ব্যাঙ্ক সিকিউরিটিস অ্যান্ড ফ্রড ব্রাঞ্চ এতদিন পর্যন্ত এই বিভাগগুলি দুটি আলাদা স্থানে কাজ করত। এসিবি-র অফিস ছিল নিজাম প্যালেসে, আর এসসিবি ও ইওবি-র অফিস ছিল সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে। এই বিভাজনের ফলে সমন্বয় সমস্যা দেখা দিত বলে অভিযোগ ছিল। সব বিভাগকে একত্রিত করতে বহুদিন ধরেই পরিকল্পনা চলছিল। শেষমেশ গত বছর কলকাতায় এসে নিজে দেখে বুঝে নিউটাউনের এই অফিস পছন্দ করে যান সিবিআই ডিরেক্টর। তারপরই শুরু হয় নির্মাণ ও স্থানান্তরের তোড়জোড়। গত কয়েকদিন ধরে পুরনো অফিস থেকে একে একে গুরুত্বপূর্ণ নথি, দাপ্তরিক ফাইল, প্রযুক্তিগত যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র সবই সরানো হচ্ছে নিউটাউনের নতুন ভবনে। সরানো হচ্ছে কেস সংক্রান্ত স্পর্শকাতর সমস্ত সামগ্রীও। গোটা প্রক্রিয়া যাতে নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয়, তার জন্য নিয়োজিত করা হয়েছে বিশেষ তদারকি টিম। নিরাপত্তার প্রশ্নেও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এনবিসিসি স্কোয়ারে ইতিমধ্যেই স্থানান্তরিত হয়েছে জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ)-র অফিসও। এই ভবনের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকছে সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স। প্রায় ২৫ থেকে ৩০ জন জওয়ান চব্বিশ ঘণ্টা সেখানে নজরদারিতে থাকবেন। তাঁদের জন্য পৃথক অফিসরুম ও আবাসনের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। তবে অফিস বদলের এই সিদ্ধান্তে কর্মীদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভও আছে। অনেকে মনে করছেন, নিজাম প্যালেস বা সল্টলেকের তুলনায় নিউটাউন অনেকটাই দূরে হওয়ায় যাতায়াতে সমস্যা হবে। কেউ কেউ এই স্থানান্তরকে ‘একতরফা সিদ্ধান্ত’ বলে অভিহিত করছেন। তবু সংস্থার শীর্ষকর্তারা আশাবাদী। তাঁদের যুক্তি, সব শাখা এক ছাতার নিচে এলে কাজের গতি বাড়বে, সমন্বয় বাড়বে এবং তদন্ত প্রক্রিয়া আরও কার্যকরী হবে। নতুন দফতরে আধুনিক পরিকাঠামো, উন্নত প্রযুক্তির সুবিধা ও পর্যাপ্ত জায়গা রাখা হয়েছে বলেও দাবি সিবিআই কর্তৃপক্ষের। সব কিছু ঠিকঠাক চললে এবারের বাংলা নববর্ষেই নতুন ঠিকানায় আনুষ্ঠানিকভাবে পথ চলা শুরু করবে কলকাতা শাখার নতুন সিবিআই দপ্তর।

প্রকাশ্যে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দলীয় পতাকায় আগুন, কাঠগড়ায় আরএসএফ

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর গাড়ির চাকায় আঘাতের পর ফের শিরোনামে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইন্দ্রানুজ রায়। প্রকাশ্যে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দলীয় পতাকায় আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ আরএসএফের ওই সদস্যের বিরুদ্ধে।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পতাকায় আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ঘটনায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে যাদবপুর থানায় অভিযোগ দায়ের। অভিযোগপত্রে উল্লেখ আরএসএফের ইন্দ্রানুজ রায়, উজান, অর্ঘজিত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিনব দাসের নাম। এদের মধ্যে অর্ঘজিত বন্দ্যোপাধ্যায় স্কুলের পড়ুয়া বলে উল্লেখ অভিযোগ পত্রে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের অভিযোগ, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের চার নম্বর গেটের কাছে পতাকায় আগুন লাগানো হয়। তাঁদের দাবি, ওই ঘটনা ঘটিয়েছেন ইন্দ্রানুজ রায়। ঘটনা প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি কিশলয় রায়ের অভিযোগ, ‘আমাদের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পতাকায় আগুন লাগিয়েছে ইন্দ্রানুজ রায়। প্রকাশ্যে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। বারবার এই গুন্ডামি সহ্য করা হবে না। যে শাসনের বা প্রতিবাদের কথা ওরা বলে, সেই একই পথে এবার ব্যবস্থা হতেই পারে।’

এদিকে এই প্রসঙ্গে অভিযুক্ত ইন্দ্রানুজ রায় অবশ্য জানান, ‘তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পতাকায় আমাদের তরফে আগুন দেওয়া হয়েছে এটা সত্যি।’ কিন্তু অন্য রাজনৈতিক সংগঠনের পতাকায় এভাবে আগুন লাগানো যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে ইন্দ্রানুজের দাবি, ‘শুধু মুখে গণতন্ত্রের কথা না বলে যদি সেরকম কাজ করত ওরা, তাহলে আমরা গণতন্ত্রের ভাষায় কথা বলতাম। কিন্তু তারা মারার চেষ্টা করেও পার পেয়ে যাবে। বিরোধী মনোভাবাপন্ন ছাত্রদের প্রতিবাদের মাশুল হিসেবে নোটিশ পাঠাবে! তার প্রতিবাদ হিসেবে এছাড়া কোনও উপায় দেখি না।’ ওই ছাত্রের আরও দাবি, ‘অন্যান্য সংগঠনের কর্মীদের গায়ে জল ঢালছে, হুমকি দিচ্ছে। তাদের লেখালিখি ছিঁড়ে দিচ্ছে। তখন আমরা প্রতীকী হিসেবে তাদের পতাকা পুড়িয়েছি।’

তাপ প্রবাহের মাঝে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: চৈত্রের প্রবল তাপ প্রবাহের মাঝে স্বস্তির পূর্বাভাস। বৃহস্পতিবার থেকেই সব জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবণার কথা জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, পশ্চিমের কিছু জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাতেরও আশঙ্কা থাকছে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যেই বঙ্গোপসাগরে তৈরি নিম্নচাপ সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে এটি দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগর এলাকায় অবস্থান করছে। যা আগামী ২৪ ঘণ্টায় আরও বেশি ঘণীভূত হবে। ধীরে ধীরে এটি উত্তর-পূর্ব দিকে এগিয়ে যাবে। যার জেরে ১০ এপ্রিল থেকে দক্ষিণবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টি বাড়বে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রায় সব জেলাতে। তবে পশ্চিমের জেলাগুলিতে এর সম্ভাবনা বেশি থাকবে।

এর পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া অফিসের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবারও ৯ জেলায় ঝড়-বৃষ্টির সতর্কতা থাকছে। শুক্রবারও ঝড় বৃষ্টির সতর্কতা থাকছে দক্ষিণবঙ্গের ছয় জেলাতে। শুক্রবার থেকে আবার উপরের দিকের পাঁচ জেলাতে বৃষ্টি বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়িতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড় বাতাস বইতে পারে।

অন্যদিকে, বুধবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মঙ্গলবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বা আপেক্ষিক আর্দ্রতা ঘোরাফেরা করছে ৫০ থেকে ৯০ শতাংশের মধ্যে। চলতি সপ্তাহে ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে কলকাতাতেও। সপ্তাহান্তে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাসও বইতে পারে।

ঠাকুরপুকুরের ঘটনায় টলি ইন্ডাস্ট্রিকে তুলোধনা কুণালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঠাকুরপুকুরের দুর্ঘটনায় এবার ফুঁসে উঠলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। অভিযুক্ত সেলেবরা কেনও এখন গ্রেপ্তার নন জানতে চাইলেন কুণাল। শুধু তাই নয়, আরজি করের প্রসঙ্গ টেনে প্রশ্ন তোলেন, দুর্ঘটনায় একজনের মর্মান্তিক মৃত্যুর পরও কেন ‘টলিউডের বিপ্লবীরা’ প্রতিবাদ করছেন না। উল্লেখ্য, গত রবিবার ঠাকুরপুকুরে একটি গাড়ি ধাক্কা মারে প্রায় ছয় থেকে সাত জনকে। পুলিশ সূত্রে জানা যায় সেই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের। পরবর্তীতে এই ঘটনায় নাম জড়ায় টলিউডের একাধিক সেলেবদের। পরবর্তীতে তাঁদের মধ্যে দু’জনকে জামিন দেয় আদালত। এই নিয়েই মঙ্গলবার নিজের ফেসবুক পোস্টে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ শানান কুণাল ঘোষ। কুণাল ঘোষ প্রশ্ন তোলেন, যাঁরা বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালিয়ে একজন মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে তাঁদের এখনও কেন গ্রেপ্তার করা হল না? বস্তুত, আরজি কর-কাণ্ডের সময় টলিউডের বহু সেলেব পথে নেমেছিলেন। তুলেছিলেন ‘উই ওয়ান্ট জাস্টিস’ স্লোগান। ‘রাত দখলের’ মতো আন্দোলনে নেমেছিলেন তাঁরা। এখানেই তৃণমূল নেতার প্রশ্ন, একজনের প্রাণ চলে যাওয়ার পরও কেন ‘চুপ’ ইন্ডাস্ট্রি? তিনি তাঁর সমাজ মাধ্যমে লেখেন,‘টলিউডের বিপ্লবীরা ‘উই ওয়ান্ট জাস্টিস’ বলে মোমবাতি হাতে নামছেন না কেন?’ সঙ্গে এও বলেন,‘আপনাদের ইন্ডাস্ট্রি মদ্যপ, খুনি বলে?’ অর্থাৎ ফের আরও একবার যে কুণালের নিশানায় টলিউডের তারকারা তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

উল্লেখ্য, আরজি করের সময়ও যে সকল তারকারা প্রতিবাদে নেমেছিলেন,তাঁদের একাংশকে তৃণমূল নেতা বিদ্ধ করেছিলেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, প্রতিবাদের নামে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অপমান করা হয়েছে। এমনকী, এই সকল তারকারা তৃণমূলের মঞ্চে কোনও রকম অনুষ্ঠান যাতে না করতে পারেন এমন ঘোষণাও করতে দেখা যায় তাঁকে। এরপর বুধবার ফের ঠাকুরপুকুর-কাণ্ডে সেই টলিউড সেলেবদের নিয়ে ফুঁসে উঠতে দেখা গেল তৃণমূল নেতাকে।

কসবাকান্ডে পুলিশের সাফাই, ক্ষোভে ফেটে পড়লেন নেটনাগরিকরা

অশোক সেনগুপ্ত

কসবাকান্ডে পুলিশের সাফাইয়ের জেরে ক্ষোভে প্রকাশ্যেই ফেটে পড়লেন নেটনাগরিকরা। বুধবার বিকেল থেকে ক্রমেই বেড়ে চলেছে ওই পোস্টে প্রতিবাদীর সংখ্যা। কলকাতা পুলিশের ওই ভিডিয়ো পোস্টে সাফাইয়ের ৩৬ মিনিট বাদে বেলা ৪টে ৩৫-এ দেখা যাচ্ছে ৯৯৭টি মন্তব্য এসেছে। সন্ধ্যা ৭টা ১০-এ সংখ্যাটা বেড়ে হয় ৬ হাজার ৫০০। এরপর দ্রুত বেড়ে চলে এই সংখ্যা। ব্যতিক্রমী কয়েকটি ছাড়া প্রতিটিতেই তুলোধনা করা হয়েছে পুলিশকে।

অনন্যা বসু ঘোষাল লিখেছেন, ‘সাফাই গাইতে এসেছেন?’ দেবশ্রী মিত্র লিখেছেন, ‘লাথি মারছেন যে একজন শিক্ষককে সেই ভিডিওটা কই??? ওটা পোস্ট করুন।’ আবার মাম্পি সাহা লিখেছেন, ‘যেটা সত্যি হয়েছে সেটা মেনে অন্যায় শিকার করুন....একজন শিক্ষকের পেটে লাথি মেরেছেন।’ কুন্তল রায় লিখে ছেন, ‘স্যার, ছোটবেলায় আপনারাও শিক্ষকদের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েই চাকরি পেয়েছেন। দেখে খারাপ লাগলো।’ অন্যদিকে, দোয়েল সরকার লিখেছেন, ‘নির্লজ্জতার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছেন। আবার সাফাই গাইতে এসেছেন।’ চন্দ্রশেখর মাহাতো লিখেছেন, ‘চোখ কান খে ালা আছে আমাদেরও...’, অরিন্দম সাহা লিখেছেন, ‘‘প্রায় প্রায় চল্লিশ বছর আগে তপন সিনহার বিখ্যাত চলচ্চিত্র আতঙ্ক’তে এক বিশেষ সংলাপ ছিল। ‘মাষ্টারমশাই, আপনি

Kolkata Police

5h

আজ কসবা ডিআই অফিসের বাইরে ঘটে যাওয়া ঘটনার প্রেক্ষিতে স্পষ্টভাবে জানানো হচ্ছে যে, প্রথমে একদল বিক্ষুব্ধ জনতা, বিনা উসকানিতে পুলিশ কর্মীদের উপর হামলা চালায় এবং হিংসাত্মক আচরণ করে, যার মধ্যে মহিলা পুলিশ কর্মীরাও ছিলেন।চারজন পুরুষ পুলিশকর্মী এবং দুইজন মহিলা পুলিশকর্মী আহত হয়ে বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং আরও ক্ষয়ক্ষতি ও আহতের ঘটনা রোধ করতে পুলিশ বাধ্য হয়ে হালকা বলপ্রয়োগ করে।এই ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে।

It is clarified that outside the Kasba DI Office, an unruly mob launched an unprovoked and violent attack on police personnel, including women police. Four male and two female police personnel sustained injuries and are currently undergoing treatment. Police were compelled to use mild force to disperse the mob and prevent further injuries and damage to property. Investigation into the incident is underway.

কিন্তু কিছুই দেখেননি।’ আশ্চর্য সমাপতন হলো আপনাদের এই আজকের কীর্তিতে।’ মানব রায় লিখেছেন, ‘জনগন এখন সবটাই বোঝেন, তাঁরা তৈরি হচ্ছেন ‘২৬ এর জন্য।’ সুমন মুখার্জি লিখেছেন, ‘ঠিক করেননি আপনারা।’ সোমা মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, ‘আপনাদের নির্লজ্জতা দেখে ক্লান্ত আমরা।’ অভিজিৎ লাগা লিখেছেন, ‘আপনাদের কাছে যারা জনতা, আমাদের কাছে তারা শিক্ষক।’ আবার আকাশ চ্যাটার্জি বলে একজন লিখেছেন, ‘ওয়াকফ নিয়ে যারা গণ্ডগোল পাকাচ্ছে তাদের তো কিছু বলার মুরোদ নেই।’ অন্যদিকে, ‘বরাহনন্দন’ বলে উল্লেখ করতে ছাড়েননি সুজয় রায়ভৌমিক।

উল্লেখ্য, কলকাতা পুলিশের তরফে বুধবার ফেসবুক পোস্টে জানানো হয়, ‘আজ কসবা ডিআই অফিসের বাইরে ঘটে যাওয়া ঘটনার প্রেক্ষিতে স্পষ্টভাবে জানানো হচ্ছে যে, প্রথমে একদল বিক্ষুব্ধ জনতা, বিনা উসকানিতে পুলিশ কর্মীদের উপর হামলা চালায় এবং হিংসাত্মক আচরণ করে, যার মধ্যে মহিলা পুলিশ কর্মীরাও ছিলেন। চারজন পুরুষ পুলিশকর্মী এবং দুই জন মহিলা পুলিশকর্মী আহত হয়ে বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং আরও ক্ষয়ক্ষতি ও আহতের ঘটনা রোধ করতে পুলিশ বাধ্য হয়ে হালকা বল প্রয়োগ করে। এই ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে।’ এই সাফাইয়ের বিরোধিতা করেই সমাজমাধ্যমে আছড়ে পড়ে মন্তব্যের প্লাবন।

সম্পাদকীয়

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি দেশের সঙ্গে দর কষাকষির ঘুঁটি অভিবাসীরা!

অনেক অবৈধ অভিবাসী কিন্তু বৈধতা পেয়েছেন আমেরিকা ও কানাডার মতো দেশে। এই দেশগুলোতে অভিবাসন-সহায়ক ও অভিবাসন-বিরোধী দু'ধরনের বক্তব্যই বেশ জোরদার। অভিবাসন-সহায়ক সরকার থাকলে তখন দশ বছর অন্তর আমেরিকায় 'অ্যামনেস্টি' নামে একটি পলিসি গৃহীত হত, যার সাহায্যে অবৈধ অভিবাসীদের নাগরিকত্ব দেওয়া সম্ভব। এই ভরসাতেই অনেকে অবৈধ ভাবে ঢুকে পড়েন, বিশেষত মেক্সিকোর সীমানা দিয়ে। প্রেসিডেন্ট ওবামার আমলে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তাতে আমেরিকা থেকে নির্বাসন দু'বছর পিছিয়ে দেওয়া হয়। ২০১৩ সালেও একটি আইন গৃহীত হয়, যাতে ১.১ কোটি অবৈধ অভিবাসীকে বৈধতা দেওয়া হয়। পশ্চিম ইউরোপের রাজনৈতিক বাতাবরণ আরও অনেক বেশি গণতান্ত্রিক বলে সেখানে অবৈধ অভিবাসী এবং 'শরণার্থী' হতে আসা অন্য দেশের নাগরিকদের সঙ্গেও যথেষ্ট পরিশীলিত আচরণ করা হয়ে থাকে, অন্তত আইন অনুসারে। সে সব দেশেও পুলিশ-প্রশাসন যথেষ্টই কড়া। কিন্তু, আইন যেখানে সহায়ক, সেখানে অবৈধ অভিবাসীরাও তার পূর্ণ সাহায্য পেয়ে থাকেন এবং অভিবাসন নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হওয়ার আগে তাঁরা রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে পরিগণিত হন। এই দেশগুলোতে অতি দক্ষিণপন্থী সরকার এলে পরিস্থিতি বদলাতেই পারে। এই পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে অবৈধ ভাবে যাওয়ার প্রচেষ্টা যেমন বন্ধ হওয়া প্রয়োজন ভারতের মতো দেশ থেকে, তেমনই কূটনৈতিক স্তরে আলোচনা প্রয়োজন অদক্ষ শ্রমিকদের কাজ পাওয়ার সুযোগ নিয়ে। এর সংস্থান কিন্তু রয়েছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার 'মোড-৪' নামের আইনে। তবে দুটোর কোনওটাতেই ভারত সরকার রাজ্যগুলিকে অভ্যন্তরীণ ভাবে সচেতন করেনি। ভারতের যে রাজ্যগুলো থেকে অবৈধ অধিবাসী গিয়েছেন, তার মধ্যে পঞ্জাব অগ্রগণ্য। জমি বাড়ি বিক্রি বা ধারের অর্থে অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল পথে গোপনে ইউরোপ আর আমেরিকায় পাড়ি দেওয়ার পিছনে সে দেশের জীবনযাপন আকর্ষণ করে নিশ্চয়ই, কিন্তু রাষ্ট্রের তরফেও উদাসীনতা দায়ী নয় কি? কেন্দ্র যে-হেতু সব বিষয়ের কেন্দ্রীকরণ চায়, বিশেষত তথ্য সংগ্রহ এবং তার ব্যবহারের ক্ষেত্রে, ফলে কোনও অঞ্চল থেকে এই ধরনের বিপথগামী আচরণের দায় শুধু রাজ্যের উপরে ঠেলে দেওয়া যায় না। এই বিষয়টি বিশেষ করে প্রাসঙ্গিক, কারণ আমেরিকা অভিবাসীদের ব্যবহার করতে চাইছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি দেশের সঙ্গে দর কষাকষির ঘুঁটি হিসাবে।

শব্দবাণ-২৪৩

১		২	■	৩		৪
	■		■		■	
৫			■	৬		
■	■	■	■	■	■	■
৭		৮	■	৯		১০
	■		■		■	
১১			■	১২		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. পুত্র ৩. আহার, ভোজন ৫ .চিহ্ন ৬ .খেলার নিয়মভঙ্গ ৭. মৈত্রী ৯.সংগীতের এক তাল ১১. সমগ্র, সমস্ত ১২. বুরুজ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. ঝগড়া, বিবাদ ২. রক্ষা করা ৩. নিত্য ধর্মশাস্ত্রপাঠ ৪. বেজি ৭.শক্ত বাঁধন, টান ৮. কুড়ুল ৯. ঘোষণাকারী, প্রচারক ১০. মেয়েদের মাথার গয়না।

সমাধান: শব্দবাণ-২৪২

পাশাপাশি: ২. বক্রীকরণ ৩. বউভুলানি ৬. রাজভবন ৭. আলোকলতা।

উপর-নীচ: ১. পটোলচেরা ২. বহুবল্লভ ৪. ভুবনপাতা ৫. নিষ্প্রতিবাদ।

জন্মদিন

আজকের দিন

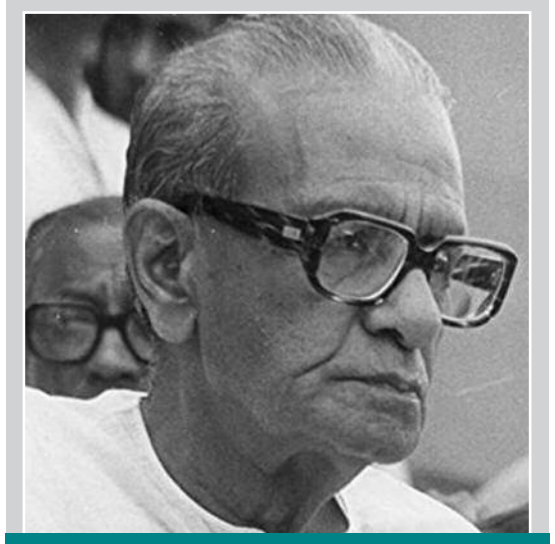

প্রফুল্ল চন্দ্র সেন

১৮৯৭ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ প্রফুল্লচন্দ্র সেনের জন্মদিন।*
১৯৪১ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মণিশঙ্কর আয়ারের জন্মদিন।*
১৯৫২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ নারায়ণ রানের জন্মদিন।*

মহিলা ও বঞ্চিত মুসলিমদের ক্ষমতায়নের জন্য নরেন্দ্র মোদি সরকারের ওয়াকফ সংশোধনী বিল

উমিদ বিলের উদ্দেশ্যই সবকা সাথ সবকা বিকাশ

প্রদীপ মারিক

ওয়াকফ বলতে ইসলামি আইনের অধীনে একচেটিয়াভাবে ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে নিবেদিত সম্পত্তিকে বোঝায়। এর মধ্যে রয়েছে কৃষিজমি, দালানকোঠা, দরগাহ বা মাজার ও কবরস্থান, ইদগাহ, খানকাহ, মাদ্রাসা, মসজিদ, প্লট, পুকুর, স্কুল, দোকানপাটসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। এই সম্পত্তির অন্য কোনও ব্যবহার বা বিক্রয় নিষিদ্ধ। ভারতে, যেখানে বিশ্বের বৃহত্তম ওয়াকফ হোল্ডিং রয়েছে, ওয়াকফ বোর্ডগুলি বর্তমানে সারা দেশে ৯.৪ লক্ষ একর জুড়ে ৮.৭ লক্ষ সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ করে, সশস্ত্র বাহিনী এবং ভারতীয় রেলওয়ের পরে এটি ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম জমির মালিক হয়ে উঠেছে। সরকারের মতে, ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালে ৪০,৯৫১টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। মোদি সরকারের যুক্তি, বর্তমানে যে আইন রয়েছে, তাতে ওয়াকফের দখল করা জমি বা সম্পত্তিতে কোনও ভাবেই পর্যালোচনা করার সুযোগ থাকে না। কারও আপত্তি সত্ত্বেও জমি বা সম্পত্তি দখল করতে পারে ওয়াকফ বোর্ড। ভারতীয় জনতা পার্টির দাবি, ওয়াকফ সম্পত্তির সমস্ত সুবিধা ভোগ করছে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী। বঞ্চিত হচ্ছেন সাধারণ মুসলিমরা। নতুন আইন কার্যকর হলে সাধারণ মুসলিমরা উপকৃত হবেন। ওয়াকফ থেকে ট্রাস্টকে পৃথক করা- মুসলিমদের তৈরি কোনও ট্রাস্ট কোনও আইনে ওয়াকফ বলে বিবেচ্য হবে না। ট্রাস্টের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম হবে। অন্তত পাঁচ বছর মুসলিম ধর্মান্তপ্রাণ ব্যক্তি ওয়াকফকে জমি ও সম্পত্তি দান করতে পারবেন। ২০১৩ সালের আগে আইনে এই বলবৎ ছিল। ওয়াকফ ঘোষণার আগে মহিলাদের উত্তরাধিকার সম্পত্তি দান করে দিতে হবে। এর মধ্যে বিধবা, বিবাহবিচ্ছিন্না এবং অনাথ মহিলাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। জেলাশাসকের উর্ধ্বে কোনও অফিসার ওয়াকফ সম্পত্তি বিবাদের তদন্ত করতে পারবেন। এই সংশোধনীতে ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালকে আরও শক্তিশালী হবে। ওয়াকফ সংস্থার বাধ্যতামূলক অর্থসাহায্যের পরিমাণ বার্ষিক ৭ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা। ওয়াকফ সংস্থা যাদের রোজগার এক লক্ষ টাকার বেশি তাদের রাজ্য নির্দিষ্ট অডিটর কর্তৃক অডিট রিপোর্ট তৈরি করা বাধ্যতামূলক হবে। ওয়াকফ সম্পত্তি নিরূপণে ও বিবাদ-মীমাংসায় একটি কেন্দ্রীয় পোর্টাল গঠন করা হবে। এই পোর্টালে সম্পত্তির একটি অটোমেটেড ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা গঠন করে স্বচ্ছতা বজায় রাখা হবে। এই সংশোধনীর উদ্দেশ্যই দুর্নীতিমুক্ত ওয়াকফ ম্যানেজমেন্ট-মুতাওয়ালিদের সম্পত্তির পরিমাণ ৬ মাসের মধ্যে পোর্টালে নথিভুক্ত করতে হবে। বর্তমান ওয়াকফ বিলের ৪০ নম্বর ধারা আইন অনুযায়ী, ওয়াকফ বোর্ডের দখল করা সম্পত্তি বা জমিতে কোনরকম সরকারি পর্যালোচনা করা যায় না। পর্যালোচনা ছাড়াই ওয়াকফ বোর্ড জমি দখল করতে পারে। কোনও সম্পত্তি নিয়ে ব্যক্তিগত মালিকানা এবং ওয়াকফ বোর্ডের আইনি বিবাদ চললেও তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না সরকার।

এই সংশোধনীতে বিতর্কিত কোনও সম্পত্তির মালিকানা আদতে কার, তাও খতিয়ে দেখার আইনি এক্তিয়ার সরকার নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইছে। নতুন সংশোধনীতে ওয়াকফ বোর্ডের সেই একচ্ছত্র অধিকার কেড়ে নিয়ে কোনও সম্পত্তি ওয়াকফ কি না, সেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হবে জেলাশাসক বা সমপদমর্যাদার কোনও আধিকারিকের। ওয়াকফ বোর্ডে দুই অ-মুসলিম সদস্যের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে। ওয়াকফ সম্পত্তির স্বচ্ছতা আনার জন্য একটি কেন্দ্রীয় পোর্টালের মাধ্যমে ওয়াকফ সম্পত্তির নথিভুক্তিকরণ নিয়ন্ত্রণ করার প্রস্তাব। পুরনো আইন অনুযায়ী কোনও সম্পত্তিকে ওয়াকফ সম্পত্তি ঘোষণা করলে, চিরদিনের জন্য সেটি ওয়াকফ সম্পত্তি হিসাবেই থেকে যেত। নতুন বিল পাশ হলে এবার সেটাকেও চ্যালেঞ্জ করা যাবে। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে আছে ৩০টি ওয়াকফ বোর্ড পশ্চিমবঙ্গ ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান, কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শহিদুল্লাহ মুন্সি বলেন, 'পুরো বিলটি না এলে সবিস্তারে কিছু বলা সম্ভব নয় এই মুহূর্তে শুধু এটুকু বলতে পারি, একতরফা সিদ্ধান্তে ওয়াকফ বোর্ড কোনও সম্পত্তি দখল করে না ১৯৯৫ সালের ওয়াকফ আইন মেনেই যাবতীয় পদক্ষেপ করা হয় এই মর্মে কোনও বিবাদ দেখা গেলে ওয়াকফ বোর্ড যথাযথ শুনানি করে, তার নথি বিশ্লেষণ করে, সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে মতামত জানানোর সুযোগ দেওয়া হয়, তার পরে নোটিস জারি করা হয় ওয়াকফ বোর্ডের ক্ষমতা অ্যাবসোলিউট বা চূড়ান্ত নয় এখানে অ্যাপেলেট ট্রাইবুনাল আছে, হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট আছে' মোদি সরকার লোকসভা ওয়াকফ সংশোধনী বিলটি পাস করেছে, বিলের পক্ষে ২৮৮ ভোট, বিলের বিপক্ষে ২৩২ ভোট পেয়েছে। সংশোধনী বিলটি সংসদের তলায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য রাখা হয়েছিল। লোকসভার অধিবেশন শুরু হওয়ার সাথে সাথেই কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল, ২০২৪ পেশ করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও স্পষ্ট করে বলেন যে বিলটি কখনই কোনও ধর্মীয় অনুশীলন বা কোনও মসজিদের ব্যবস্থাপনায় হস্তক্ষেপ করার ইচ্ছা পোষণ করে না। 'ওয়াকফ' শব্দটির উৎপত্তি আরবি শব্দ 'ওয়াক্বুফা' থেকে, যার অর্থ আটকে রাখা, আটকে রাখা বা বেঁধে রাখা । ইতিহাস বলে যে একবার খলিফা ওমর খায়বারে এক টুকরো জমি অধিগ্রহণ করেন এবং নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে কীভাবে এর সর্বোত্তম ব্যবহার করা যায়। আইন অনুসারে, একবার ওয়াকফ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে এবং সম্পত্তিটি ওয়াকফের জন্য উৎসর্গ করা হলে তা চিরকালের জন্য ওয়াকফ সম্পত্তি হিসাবে থাকে। ওয়াকফের অর্থ হল যে সম্পত্তির মালিকানা এখন ওয়াকফকারী ব্যক্তির কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ কর্তৃক হস্তান্তর ও আটক করা হয়েছে। সব জল্পনা দূর করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরণ রিজিজু বলেছেন ওয়াকফের কাজে অ-মুসলিমরা নাক গলাবে, এই ভ্রান্ত ধারণা তৈরি করা হচ্ছে। এই বিল কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য নয় বরং ওয়াকফ প্রতিষ্ঠানের কার্যপদ্ধতি সরলীকরণের জন্যই আনা হয়েছে। মুসলিমদের ধর্মীয় বিশ্বাসের হস্তক্ষেপ করে না এই বিল। রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরণ রিজিজু জানালেন যে ওয়াকফ সংশোধনী বিল ২০২৫-র নাম বদলে রাখা হচ্ছে উমিদ (ইউনিফায়েড ওয়াকফ ম্যানেজমেন্ট এমপাওয়ারমেন্ট এফিসিয়েন্সি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) বিল। সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর লোকসভায় বলেছেন, 'ধর্মীয় কারণে দেশভাগ হয়েছিল। আমরা আবার দেশভাগ হতে দেব না। কংগ্রেস ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করছে, কারণ ওয়াকফ জমি থেকে তারা বিপুল অর্থ কামিয়েছে। সেটা ফাঁস হয়ে যাবে বলে ভয় পাচ্ছে।' বিরোধীদের সমালোচনা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ললন সিং, তিনি বলেছেন, যারা এই সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করছে, তারা হয় নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক-কে টানতে চাইছে, নয়তো এই ভয় পাচ্ছে যে ওয়াকফের মাধ্যমে যে জমির মালিকানা রয়েছে তাদের হাতে, তা ছাড়তে হবে। এই বিল মহিলা ও বঞ্চিত মুসলিমদের ক্ষমতায়ন করে। বিরোধীরা কী ক্ষমতায়নের বিরুদ্ধে।' মন্ত্রী কিরণ রিজিজু স্পষ্টতই বলেছেন, 'ওয়াকফ সংশোধনী বিল অতীতে নয়, ভবিষ্যত নির্ভর। আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই-এই আইনে মুসলিমদের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হবে না। রেজিস্টার্ড সম্পত্তিতে কোনও প্রভাব পড়বে না।' বিল পেশ করতে গিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরণ রিজিজুর। তিনি বললেন, 'যদি আমরা ওয়াকফ বিল পেশ না করতাম, তাহলে সংসদ বিল্ডিংও ওয়াকফ সম্পত্তি বলে দাবি করা হত।' বঞ্চিত মুসলমান দের ক্ষমতায়নের জন্য মোদি সরকারের ওয়াকফ সংশোধনী বিল সবকা সাথ সবকা বিকাশের পথ প্রশস্ত করলো।

আজ মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ প্রতিবেদন

জনজীবন আর সমাজ জীবনে প্রাসঙ্গিক মহাবীর জয়ন্তী

বৈদিক পন্ডিত ইন্দ্রনীল মুখার্জী

পৃথিবীর প্রায় ৫ মিলিয়ন জৈন ধর্মের মান্যতা কারী আছেন। জৈন ধর্ম প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ- এই পাঁচটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে গঠিত তৎসঙ্গে দান ও ধ্যান।

তীর্থঙ্কর মহাবীর, ইক্ষ্বাকু রাজবংশের রাজা, সিদ্ধার্থ এবং লিচ্ছবি প্রজাতন্ত্রের রানী ত্রিশলার রাজকীয় ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তীর্থঙ্কর।

জৈন ধর্মের শেষ তীর্থঙ্কর হলেন শ্রী মহাবীর। তার প্রভাব এবং ভাষ্য সহ লেখা জনজীবন ও সমাজ জীবনে বিশেষ প্রভাব রাখে। জীবনে লক্ষ্য, জীবনে মানবিক অধিকার, জনজীবনে র প্রতি জৈন ধর্মাবলম্বীদের সৎ দৃষ্টি, এবং সকল ধর্মের প্রতি দায়বদ্ধতা, এই বিষয়ে ভাষ্য সহ লেখায় মহাবীর হয়ে উঠেছিলেন এক প্রভাবশালী ঐশ্বরিক কৃপা সম্পন্ন ধর্ম গুরু।

ভগবান মহাবীরের জয়ন্তী অনুষ্ঠানে কি হয়

পবিত্র উপাসনা গৃহে ধর্মীয় সঙ্গীত -- ভজন গাওয়া হয়। তার মূর্তিকে মহাবীর অভিষেক নামে একটি অনুষ্ঠানে স্নান করানো হয়, যা আধ্যাত্মিক শুদ্ধির প্রতীক। দানশীলতা এবং নিঃস্বার্থ সেবাও এই উদযাপনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সকল ভক্ত জৈন মন্দিরে যান এবং প্রার্থনা সভায় অংশগ্রহণ করেন।

জৈন ধর্মের সৃষ্টি উৎসর্পিনি ও অবসর্পিনী কাল চক্র। প্রথম তীর্থঙ্কর বা ধর্মীয় শিক্ষক ছিলেন শ্রী ঋষভনাথ। আর শেষ ২৪ তম তীর্থঙ্কর হলেন শ্রী মহাবীর। আর ২৩ তম তীর্থঙ্কর ছিলেন পার্শ্ব নাথ।

সমাজের সকল পর্যায়ে মানুষের পাশে অঙ্গীকার গ্রহন করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে , তীর্থঙ্কর ধর্মীয় গুরু রা তাদের নৈতিক দায়িত্ব পালন করেন। ২৩ তম শ্রী পার্শ্ব নাথ ও ২৪ তম শ্রী মহাবীর নিজেদের এক অভিভাবক হিসেবে পরিচিতি লাভ করাতে স্বার্থক হয়ে উঠেছিলেন।

আনন্দকথা

বেদ ও তন্ত্রের সমন্বয় — আদ্যাশক্তির ঐশ্বর্য

এদিকে আগ্নেয়পোত কলিকাতার অভিমুখে চলিতেছে। ঘরের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণকে যাঁহারা দর্শন ও তাঁহার অমৃতময়ী কথা শ্রবণ করিতেছেন তাঁহারা জাহাজ চলিতেছে কিনা, এ-কথা জানিতেও পারিলেন না। ভ্রমর পুষ্পে বসিলে আর কি ভনভন করে?

ক্রমে পোত দক্ষিণেশ্বর ছাড়াইল। সুন্দর দেবালয়ের ছবি দৃশ্যপটের বহির্ভূত হইল। পোতচক্রবিক্ষুব্ধ নীলাভ গঙ্গাবারি তরঙ্গায়িত ফেনিল কল্লোলপূর্ণ হইতে লাগিল। ভক্তদের কর্ণে সে কল্লোল আর পৌঁছিল না। তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছেন, — সহাস্যবদন, আনন্দময়, প্রেমানুরঞ্জিত নয়ন, প্রিয়দর্শন অদ্ভুত এক যোগী! তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছেন, সর্বত্যাগী একজন প্রেমিক বৈরাগী! ঈশ্বর বই আর কিছু জানেন না। ঠাকুরের এদিকে কথা চলিতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ — বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলে, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, জীব, জগৎ — এ-সব শক্তির খেলা।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

চাকরিহারাদের ডিআই অফিসের প্রধান গেটে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ২৬ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিলের প্রতিবাদে সোমবার উত্তাল হয়ে ওঠে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলা। চাকরি হারানো শিক্ষক-শিক্ষিকারা সকাল থেকেই সংগঠিত ভাবে রাস্তায় নামেন। বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে বসে পথ অবরোধ করেন তাঁরা। 'চাকরি ফেরত চাই' স্লোগানে মুখরিত হয় হুগলির একাধিক অঞ্চল। সাধারণ মানুষকে সাময়িক ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হলেও আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, 'এই আন্দোলন না করলে আমাদের অস্তিত্বই টিকে থাকবে না।'

প্রাথমিক ভাবে অবরোধের মাধ্যমে প্রতিবাদ শুরু হলেও পরবর্তীতে বিক্ষোভকারীরা মিছিল করে হুগলির ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর (ডিআই) অফিসের সামনে গিয়ে হাজির হন। সেখানে উত্তেজনা চরমে পৌঁছয়। বিক্ষোভকারীরা প্রধান গেটে তালা লাগিয়ে দেন এবং ভিতরে কাউকে ঢুকতে বা বেরতে দেননি। চাকরি হারানো এক আন্দোলনকারী বলেন, 'আমরা স্বচ্ছ ভাবে পরীক্ষা দিয়ে নিয়ম মেনে চাকরি পেয়েছিলাম। তবুও আজ আমাদের বেআইনি ভাবে চাকরি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর বিরুদ্ধে আমরা লড়াই চালিয়ে যাব।'

ডিআই অফিসের চত্বর জুড়ে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশবাহিনী। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর মেলেনি। আন্দোলনকারীরা জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের দাবি না মানা পর্যন্ত তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। অনেকেই অফিসের গেটের সামনে রাত্রিযাপন করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বিষয়টি নিয়ে ঊর্ধ্বতন মহলে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে।

বড়সড় এই কর্মসূচির জেরে গোটা জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে চাপা উত্তেজনা। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন অনেকে সাধারণ মানুষও। এখন দেখার, প্রশাসন এই পরিস্থিতির কী সমাধান করে।

শিক্ষাভবন অভিযানে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি চাকরিহারাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলায় প্রায় ১০২৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষক কর্মী রয়েছেন যাদের ২০১৬ সালের এসএসসি প্যানেলে চাকরি চলে গিয়েছে। জেলার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মীরা যারা চাকরি হারিয়েছেন। তাদের বুধবার পূর্ব বর্ধমান জেলা শিক্ষাভবন অভিযান ছিল। সকলেই কার্জন গেট থেকে মিছিল করে শিক্ষা ভবনের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। শিক্ষা ভবনের সামনে গিয়ে তারা বসে পড়েন। তারা শিক্ষাভবনে তালা দেবেন বলে পরিকল্পনা করেন। যতদিন পর্যন্ত তাদের চাকরির কোনো ব্যবস্থা না হচ্ছে ততদিন তাদের আন্দোলন চলবে বলে হুঁশিয়ারি দেন। এরপর তারা রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু করলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদের বাধা

দেয়। তারপরই শুরু হয় পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি। বাধ্য হয়ে পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করে। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, তারা পার্টির ক্যাডার নয় বলেই তাদের ওপর এই আক্রমণ। তারা ইচ্ছা করলে পুলিশের চাকরি করতেই পারতেন। তারা করেননি। নিজের যোগ্যতায় শিক্ষকতার চাকরি বেছে নিয়েছেন। আগামী দিনে তাদের দাবি না মানা হলে রাজ্যজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা।

ডিআই অফিসের সামনে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি চাকরিহারাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া ডিআই অফিসের সামনে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি চাকরিহারাদের, চরম বিশৃঙ্খলা সামলাতে হিমশিম খেতে হল পুলিশকে, অপদার্থ মুখ্যমন্ত্রীর কারণে শিক্ষকদের রাস্তায় নামতে হল বলে দাবি চাকরিহারাদের।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এ রাজ্যে ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের চাকরি গিয়েছে। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই মুহূর্তে রাজ্য রাজনীতি উত্তাল হয়ে রয়েছে। জেলায় জেলায় ডিআই অফিসে চাকরিহারারা বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। সেইমতো বুধবার বাঁকুড়ার চার্চ মোড়ে চাকরিহারারা প্রথমে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখায় এবং সেখান থেকে বাঁকুড়া জেলার মোট ১০০৫ জন চাকরিহারা মিছিল করে ডিআই অফিসের সামনে আসে এবং সেখানে বাঁকুড়া জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে বিশাল ব্যারিকেড করে দুর্গ তৈরি করা হয়। চাকরি হারারা সেখানে পৌঁছতেই পুলিশের সঙ্গে তাদের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। তৈরি হয় চরম বিশৃঙ্খলা যা সামাল দিতে রীতিমতো

হিমশিম খেতে হয় পুলিশ প্রশাসনকে।

অসীম মহান্তি নামে এক চাকরিহারা শিক্ষক জানান, অপদার্থ মুখ্যমন্ত্রীর কারণেই আজ এসব হচ্ছে এবং শিক্ষকদেরকে রাস্তায় নামতে হয়েছে এছাড়াও তারা জানান, দ্রুত যোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে এবং বেতন প্রক্রিয়া চালু রাখতে হবে। আশিস প্রতি নামে অপর এক চাকরিহারা জানান, 'দরকার হলে আমরা আগামী দিনে চরমপন্থী আন্দোলনের ডাক দেব।'

নিকাশি সমস্যায় পুরসভা ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি বৈদ্যবাটির পুর কাউন্সিলরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বৈদ্যবাটি পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের বেহাল রাস্তা, বেহাল নিকাশি, জলের পাইপলাইনের কাজ সঠিক ভাবে হচ্ছে না বলে অভিযোগ শাসক দলের কাউন্সিলর হরিপদ পালের। ওয়ার্ডে হচ্ছে না কাজ। এই অভিযোগ তুলে পুরপ্রধান ও বিধায়ককে চিঠি করলেন কাউন্সিলর। কাজ সঠিক ভাবে না হলে পুরসভা ঘেরাও করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কাউন্সিলর। পুরসভা ঘেরাও ও অবস্থান বিক্ষোভের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। আর তা নিয়েই রাজনৈতিক চর্চা।

কাউন্সিলরের অভিযোগ, প্রায় এক বছর ধরে রাস্তার বেহাল অবস্থা, জলের পাইপ লাইন রাস্তার মাঝখান দিয়ে নিয়ে যাওয়ার ফলে সামান্য বৃষ্টি হলে এলাকায় জল জমছে।পাশাপাশি নিকাশি সমস্যা নিয়েও চেয়ারম্যান জানানোর পরেও কোন কাজ হয়নি। সাধারণ মানুষকে জবাব দেওয়া যাচ্ছে না।

স্থানীয় বাসিন্দাদেরও সেই একই অভিযোগ। যদিও পুরপ্রধান পিন্টু মাহাতোর পালটা অভিযোগ, 'ওয়ার্ডে সময় দেন না কাউন্সিলর। ২৩টা ওয়ার্ডের মানুষকে নিয়ে ঘেরাও করবে বলছেন। নিজের ওয়ার্ডে থাকেন না। আবার ঘেরাও করবেন বলছেন আমার জানা নেই। ওয়ার্ডগুলো অনুন্নত রয়েছে, সেখানে ফান্ড দিয়েছি। ওকে আলাদা করে টাকা দেওয়া হয়েছে। উনি যা বলছেন ভিত্তিহীন কথা।'

স্থানীয় বিধায়ক অরিন্দম গুঁই বলেন, 'আমাকে চিঠি দিয়েছে। নতুন কাউন্সিলর হয়েছি। এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা কম। এই কাজগুলো কেএমডিএ করছে। উনি জানেন না টাকাগুলো কী ভাবে আসে। তার জন্য পুরসভার সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয়। ইচ্ছাকৃত আটকে রাখার কিছু নেই।'

আমোদপুরে নাট্য উৎসব

মিলন গোস্বামী

বীরভূম: আমোদপুর জয়দুর্গা উচ্চ বিদ্যালয় মঞ্চে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সহায়তায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল আমোদপুর নাট্যতীর্থর ২১তম 'রাঙামাটি থিয়েটার' এবং 'বীরভূম বঙ্গনাট্যোৎসব'-২০২৫। তিনদিনের এই উৎসবে বালিগঞ্জ স্বপ্ন সূচনা, কলকাতার নাটক 'কন্ট্রাক্ট কিলার', মুর্শিদাবাদ, রঘুনাথগঞ্জ থিয়েটার গ্রুপ এর 'ঘরে ফেরা' কীর্নাহার কল্পতরুর 'কাবুলিওয়ালা', কুচুইঘাটা যুগবাণীর 'সদর দরজা', এবং শেষ দিনে 'আমোদপুর নাট্যতীর্থ'র নাটক 'আশ্রয়' মঞ্চস্থ হয়। এই তিনদিনের অনুষ্ঠানে তিন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়, অমিত অধিকারী এবং রেইনি চৌধুরীকে নাট্যতীর্থ সম্মাননা-২০২৫ প্রদান করা হয়।

সাংসদের হাত দেখার ভিডিও ভাইরাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: সামাজিক মাধ্যমেই ইতিমধ্যে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সেখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ সৌমিত্র খাঁয়ের হাত দেখছেন এক ব্যক্তি। যদিও তিনি পরে নিজেকে জ্যোতিষ সম্রাট বলে দাবি করেন। হাত দেখে তিনি একের পর এক নিদান দিতে থাকেন। আপনার সমস্ত ফারা কেটে গিয়েছে, মঙ্গল একটু দুর্বল রয়েছে, এরপরই সাংসদ জিজ্ঞাসা করেন মন্ত্রী হচ্ছেন কিনা? তার উত্তরে ওই ব্যক্তি বলেন, '১০০ শতাংশ মন্ত্রী হচ্ছেন লিখে দিতে পারি। সাংসদের ছেলেমেয়ে তিনটি। দু'টি বিবাহ রেখা রয়েছে।' পাশাপাশি সাংসদ হাসতে হাসতে বলেন, বিবাহ দুবার না চারবার? উত্তর আসে দু'বার।

''ফর্ম নং আইএনসি-২৬''

[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]

কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন

কেন্দ্রীয় সরকার

(রিজিওনাল ডিরেক্টর) ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত

এবং

ভামা ইলেক্ট্রিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা. লি.

রেজিস্টার্ড অফিস : ৭এ, কিরণ শংকর রায় রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১ সম্পর্কিত

... (দরখাস্তকারী)

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ২৫ মার্চ ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য''** থেকে **''উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে''** কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :

রেজিস্টার্ড অফিস : ৭এ, কিরণ শংকর রায় রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১

কোম্পানির পক্ষে

ভামা ইলেক্ট্রিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা. লি.

স্বা/-

তারিখ : ০৮.০৪.২০২৫ রাজেশ জয়সওয়াল

স্থান : কলকাতা ডিরেক্টর

ডিন-০০৪৬৪৬৯২

ঠিকানা : দিলেজাকপুর, গোরখপুর

উত্তরপ্রদেশ - ২৭৩০০১

ফর্ম নং ১৪

[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]

রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস

ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ৩)

৯ম তল, ''জীবন সুধা বিল্ডিং'', ৪২-সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১

দাবি নোটিশ

১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্ক রাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

RC/353/2019

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বনাম

শুকদেব রায় এবং অন্যান্য

প্রতি

(সিডি ১) শুকদেব রায়, পিতা প্রয়াত জীতেন্দ্র নাথ রায়, গ্রাম : সর্দারহাটি, পো এবং থানা : শাসন, উত্তর ২৪ পরগনা ৭৪৩৪২৩

(সিডি ২) শ্রীমতি পুতুল রায়, স্বামী শ্রী শুকদেব রায়, গ্রাম : সর্দারহাটি, পো এবং থানা : শাসন, উত্তর ২৪ পরগনা ৭৪৩৪২৩

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ৩) কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **TA/203/2014** অনুযায়ী পরিমাণ **৪৭৪৪৫৬৯.০০ টাকা (সাতচল্লিশ লাখ চুয়াল্লিশ হাজার পাঁচশ উনসত্তর টাকা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ ১৪ শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক **১২.০৮.২০১৪** থেকে সমুদয় শুল্ক **৫০০০০ (পঞ্চাশ হাজার টাকা) টাকা** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/ সম্পূর্ণ/সীমিত)।

২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।

৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।

৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **১১.০৪.২০২৫** তারিখে সকাল ১১.৩০টায় পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।

৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :

ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য

খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত

তারিখ : **১৩.০১.২০২৫**

স্বা/-

রিকভারি অফিসার

ভারত সরকার

কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল - ৩

''ফর্ম নং আইএনসি-২৬''

[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]

কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন

কেন্দ্রীয় সরকার

(রিজিওনাল ডিরেক্টর) ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত

এবং

এম আর কনস্ট্রাকশনস প্রা. লি.

রেজিস্টার্ড অফিস : ৭এ, কে এস রায় রোড সেকেন্ড ফ্লোর, রুম নং ১ এবং ২, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১ সম্পর্কিত

... (দরখাস্তকারী)

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ২৫ মার্চ ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য''** থেকে **''উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে''** কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :

রেজিস্টার্ড অফিস : ৭এ, কে এস রায় রোড সেকেন্ড ফ্লোর, রুম নং ১ এবং ২, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১

কোম্পানির পক্ষে

এম আর কনস্ট্রাকশনস প্রা. লি.

স্বা/-

তারিখ : ০৮.০৪.২০২৫ সন্ধ্যা দেবী জয়সওয়াল

স্থান : কলকাতা ডিরেক্টর

ডিন-০০৪৬৪৪২২

ঠিকানা : দিলেজাকপুর, গোরখপুর

উত্তরপ্রদেশ - ২৭৩০০১

SBI

রিটেল অ্যাসেটস সেন্ট্রাল প্রসেসিং সেন্টার

বেহালা, জীবন তারা বিল্ডিং, ৪র্থ তল

২৩এ/৪৪এক্স, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৩

ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : সুশান্ত বিবহার, ই-মেল আইডি : sbi.17899@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৮৭৪৭১২৫৮৭

পরিশিষ্ট - II-A [দ্রষ্টব্য রুল ৬(২)]

অস্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২) সংস্থান অধীনে অস্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৪.০৪.২০২৫

সময় : ৩০০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে নিচে বর্ণিত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ অস্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত ২৪.০৪.২০২৫ তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** বিক্রি করা হবে **৫,১৫,৩১১ টাকা** জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী মোহন কর**-এর কাছ থেকে। সংরক্ষিত মূল্য **৩,৯৪,০০০ টাকা** এবং বায়না জমা **৩৯,৪০০ টাকা**।

(জ্ঞাত দখলদারি, যদি কিছু থাকে, সহ অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

ইগনিস ডেলটা ১.২এল এমটি পেট্রোল, রেজিস্ট্রেশন নং WB26BW6640, চেসিস নং : MA3NFG81SPE412165, ইঞ্জিন নং : K12MN4839860, নির্মাণ বর্ষ : ২০২৩।

* আরটিও-তে ভেহিকেলের মালিকানা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে, ব্যাঙ্ক অথবা সংশ্লিষ্ট কোনও অফিস দায়ী থাকবে না

* বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত লিংক, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট https://www.bankeauctions.com দেখুন

তারিখ : ১০.০৪.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার

স্থান : আরএসিপিসি বেহালা এসবিআই, আরএসিপিসি বেহালা

KCI

কানোরিয়া কেমিক্যালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : কোসআই প্লাজা, ২৩সি, আশুতোষ চৌধুরী এভিনিউ, কলকাতা -৭০০০১৯

ফোন : (০৩৩) ৪০৩১ ৩২০০, CIN: L24110WB1960PLC024910

ইমেল : investor@kanoriachem.com ওয়েবসাইট : www.kanoriachem.com

পোস্টাল ব্যালট নোটিশ এবং ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১০৮ এবং ১১০ (আইন) এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সংস্থান, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের এবং ২০১৪ সালের(রুলস) কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের রুল ২০ এবং রুল ২২ সংস্থান এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক জারি করা (এমসিএ সার্কুলারস) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এবং অন্যান্য সকল প্রযোজ্য অইন এবং রেগুলেশন অধীনে পোস্টাল ব্যালট নোটিশ তারিখ ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ উল্লিখিত নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে (রিমোট ই-ভোটিং) পোস্টাল ব্যালট দ্বারা ভোটের মাধ্যমে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণের অনুমোদনে আগ্রহী।

বিশেষ প্রস্তাবনা:

১. শ্রী সৌম্য বর্ধন কানোরিয়া (ডিন : ০২০৯৭৪৪১) কে ৩ বছরের মেয়াদে কোম্পানির সর্বক্ষণের ডিরেক্টর হিসেবে পুনর্নিয়োগ।

সাধারণ প্রস্তাবনা :

২. কোম্পানির যেমন - আপাগ ইলেক্ট্রনিক এজি, সুইৎজারল্যান্ড এবং আপাগ ইলেক্ট্রনিক এসআরও, চেক রিপাবলিক অধীনস্থ সংস্থাগুলির সংযোগমুক্তির ফলে দ্রব্যাদি সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট পক্ষভিত্তিক লেনদেন অনুমোদন।

এমসিএ সার্কুলারসমূহের অধীনে এই পোস্টাল ব্যালট নোটিশ বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ৯ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে সংশ্লিষ্ট সদস্যগণকে প্রেরিত হয়েছে, যাদের ই-মেল ঠিকানা কোম্পানির আরটিএ/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(গুলি)তে ৪ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে **(কাট অফ ডেট)** অনুযায়ী নথিভুক্ত রয়েছে। কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kanoriachem.com তে এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট বিএসই লিমিটেড, www.bseindia.com, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অব ইন্ডিয়া লিমিটেড www.nseindia.com এবং এনএসডিএল এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com তে পোস্টাল ব্যালট নোটিশ উপলব্ধ।

উল্লিখিত পোস্টাল ব্যালট নোটিশ নথি দেখা যাবে এবং সদস্যগণ যাচাই করতে চাইলে ইমেল পাঠান investor@kanoriachem.com। সদস্যগণের ভোটাধিকার কোম্পানির আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের তাদের অধিকৃত শেয়ারের অনুপাতে গণ্য হবে ৪ এপ্রিল ২০২৫ (কাট অফ ডেট) অনুযায়ী। রিমোট ই-ভোটিং সময় শুরু হবে সকাল ৯ টায় (আইএসটি) বৃহস্পতিবার ১০ এপ্রিল ২০২৫ তারিখ এবং শেষ হবে বিকেল ৫ টায় (আইএসটি) শুক্রবার ৯ মে, ২০২৫ তারিখে। এনএসডিএল কর্তৃক এর পরেই ই-ভোটিং মডিউল বন্ধ করা হবে। সদস্যগণ কোনও প্রস্তাবে ভোটদান করে থাকলে তা পরবর্তীতে পরিবর্তন করা যাবে না।

কোনও কারণে সদস্যের ই-মেল কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(গণ) এর নিকট নথিভুক্ত না থাকলে তারা নিম্নোক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নথিভুক্ত করতে পারেন :-

ক) ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণ করলে, অনুগ্রহ করে ফোলিও নং, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান কপি (সামনে এবং পিছনের), প্যান (স্বপ্রত্যয়িত স্ক্যান কপি প্যান কার্ডের), আধার (স্বপ্রত্যতি স্ক্যান কপি আধার কার্ডের) আরটিএ, এর নিকট- সি বি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (প্রা) লিমিটেড rta@cbmsl.com পাঠাতে হবে ইমেল মারফত।

খ) ডিমাট মোডে শেয়ার অধিকার করলে, অনুগ্রহ করে ডিপিআইডি-সিএলআইডি (১৬ সংখ্যার ডিপিআইডি এবং সিএলআইডি বা ১৬ সংখ্যার সুবিধাভোগী আইডি), নাম, ক্লায়েন্ট মাস্টার স্টেটমেন্ট, প্যান (স্বপ্রত্যয়িত প্যান কার্ডের স্ক্যান কপি), আধার (স্বপ্রত্যয়িত আধার কার্ডের স্ক্যান কপি) আরটিএ এর নিকট সি বি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (প্রা) লিমিটেড rta@cbmsl.com পাঠাতে হবে।

পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল রিমোট ই-ভোটিং সমাপ্ত হওয়ার ২ (দুই) কার্য দিবসের মধ্যে ঘোষণা করা হবে। স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদন সহ উক্ত ফলাফল বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অব ইন্ডিয়া লিমিটেডের নিকট জ্ঞাত করা হবে। অতিরিক্তভাবে ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kanoriachem.com এবং এনএসডিএল এর ওয়েবসাইটেও www.evoting.nsdl.com আপলোড করা হবে।

কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে শেয়ারহোল্ডারগণের জন্য ফ্রিকোয়েন্টলি আসকড কোশ্চেন (এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারগণের জন্য উপলব্ধ ই-ভোটিং ম্যানুয়াল উল্লেখ করতে পারেন বা উপলব্ধ হবে ডাউনলোড সেকশনে www.evoting.nsdl.com বা কল করতে পারেন টোল ফ্রি নং ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ বা অনুরোধ পাঠাতে পারেন evoting@nsdl.com।

বোর্ডের আদেশক্রমে

কানোরিয়া কেমিক্যালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে

স্বা/-

প্রতিভা জয়সওয়াল

তারিখ : ৯ এপ্রিল ২০২৫ কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা সদস্যপদ নং এসিএস ৩৩৯৮১

এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস্ লিমিটেড

রেজিঃ অফিস : ''বৈভব'' ৪এফ, ৪, লী রোড, কলকাতা-৭০০০২০

CIN NO: L74300WB1983PLC036342

টেলি নং-০৩৩-২২৯০-৭৪০০/৭৪০১/৭৪০২

ই-মেল : smifcap@gmail.com, cs.smifs@gmail.com ওয়েবসাইট: www.smifscap.com

পোস্টাল ব্যালট এবং ই-ভোটিং নোটিশ

এতদ্বারা সদস্যগণকে অবগত করা হচ্ছে যে, ২০১৩ সালের সংশোধিত মতে (আইন) কোম্পানি আইনের ১০৮ এবং ১১০ ধারা এবং প্রযোজ্য সংস্থান, তৎসহ পঠিত ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, সংশোধিত মতে (ম্যানেজমেন্ট রুলস), অধীনে জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল ২০২০, ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে ২০২০, ২২/২০২০ তারিখ ১৫ জুন ২০২০, ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০, ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর ২০২০, ১০/২০২১ তারিখ ২৩ জুন ২০২১, ২০/২০২১ তারিখ ৮ ডিসেম্বর ২০২১, ৩/২০২২ তারিখ ৫ মে ২০২২, ১১/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর ২০২২, এবং ৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ এবং সার্কুলার নং ৯/২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ এবং অন্যান্য সম্পর্কিত সার্কুলার কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ভারত সরকার (এমসিএ সার্কুলারস) কর্তৃক জারি করা, এবং ইনস্টিটিউট অব কোম্পানি সেক্রেটারিয়েট অব ইন্ডিয়া, কর্তৃক সেক্রেটারিয়েল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিংস জারি করা, সেবি সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি২/সিআইআর/পি/২০২২/৬২ তারিখ ১৩ মে ২০২২, সেবি সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/৪ তারিখ ০৫ জানুয়ারি ২০২৩, এবং সেবি সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএফডি-পিওডি-২/ পি/সিআইআর/২০২৩/১৬৭ তারিখ ৭ অক্টোবর ২০২৩ (সম্মিলিতভাবে সেবি সার্কুলার) এবং ২০১৫ সালের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৪৪, সংশোধিত মতে (এলওডিআর রেগুলেশনস) এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন, রুলস এবং রেগুলেশনস (বিধিবদ্ধ সংশোধনী সহ) বা পুন: প্রণয়ন(গুলি), সাময়িকভাবে সময়ে সময়ে বলবৎ) অনুযায়ী এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড (কোম্পানি) নিম্নোক্ত সাধারণ/বিশেষ প্রস্তাব সমূহ রিমোট ই-ভোটিং মারফত (ই-ভোটিং) প্রক্রিয়ার দ্বারা সদস্যগণের অনুমোদন পেতে আগ্রহী।

বিশেষ প্রস্তাবের বিবরণ

১. শ্রী সমারথ পারেখ (ডিন : ০০১৯৯৫৯৮)-কে কোম্পানির ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ

বিশেষ প্রস্তাবনার বিবরণ

২. শ্রী সমারথ পারেখ (ডিন : ০০১৯৯৫৯৮) কে কোম্পানির যুগ্ম ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ।

৩. শ্রী অনিল কুমার মুরারকা (ডিন : ০০৫৭১৫৬৮) কে কোম্পানির নন-এগজিকিউটিভ, স্বাধীন ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ।

এমসিএ সার্কুলার অনুযায়ী, কোম্পানি ৯ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখের মধ্যে ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সহ পোস্টাল ব্যালট নোটিশের বৈদ্যুতিন কপি ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেইসব সদস্যদের কাছে প্রেরণ সম্পন্ন করেছে যাদের ইমেল ঠিকানা ৪ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখ **(''কাট-অফ ডেট'')** পর্যন্ত কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(দের) সাথে নিবন্ধিত।

উক্ত নোটিশটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.smifscap.com, বিএসই লিমিটেড (''**বিএসই**'') এর ওয়েবসাইটের প্রাসঙ্গিক বিভাগ www.bseindia.com এবং দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (''**সিএসই**'') www.cse-india.com পাওয়া যাবে যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস লিমিটেড (''**সিডিএসএল**'') এর ওয়েবসাইট www.cdslindia.com -এ।

এমসিএ সার্কুলারের বিধান অনুসারে, সদস্যরা কেবল ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। সদস্যদের ভোটাধিকার ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে গণনা করা হবে। সদস্যদের ভোটাধিকার কাট-অফ তারিখে তাদের ধারণকৃত কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারের ভিত্তিতে গণনা করা হবে। কাট-অফ তারিখে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার না থাকায় যেকোনো ব্যক্তি পোস্টাল ব্যালট নোটিশকে কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করবেন।

কোম্পানি তার সকল সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস লিমিটেড (''সিডিএসএল'') এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে। ই-ভোটিং ১০ এপ্রিল, ২০২৫ সকাল ১০টা থেকে শুরু হবে এবং ৯ মে, ২০২৫ বিকাল ৫টা পর্যন্ত চলবে। এরপর সিডিএসএল কর্তৃক ই-ভোটিং সুবিধাটি বন্ধ করে দেওয়া হবে।

যেসব সদস্য তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের ইমেল ঠিকানা সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এবং যারা প্রকৃতভাবে শেয়ার ধারণ করেন তাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা- ৭০০০০১, টেলিফোন ০৩৩-২২৪৮২২৪৮, ফ্যাক্স ০৩৩-২২৪৮৪৭৮৭, mdpldc@yahoo.com-এ যোগাযোগ করে সভার নোটিশ, রিমোট ই-ভোটিং-এর নির্দেশাবলী এবং ভিসির মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণের নির্দেশাবলী পেতে পারেন।

ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনার জন্য বোর্ড শ্রী সুধাংশু শেখর পানিগ্রাহী, (আইসিএসআই সদস্যপদ নং ২৩১৮৭) (সিপি নং ১৯৬৪৯) অনুশীলনকারী কোম্পানি সচিবকে স্ক্রুটিনাইজার (''**স্ক্রুটিনাইজার**'') হিসেবে নিযুক্ত করেছে।

সিডিএসএল ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন বা সমস্যার ক্ষেত্রে, আপনি helpdesk.evoting@cdslindia.com ইমেল করতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২২ ৫৫৩৩ এ যোগাযোগ করতে পারেন।

ই-ভোটিং যাচাই-বাছাই সম্পন্ন হওয়ার পর, যাচাই-বাছাইকারী চেয়ারম্যান বা চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোনও ব্যক্তির কাছে তার প্রতিবেদন জমা দেবেন এবং ফলাফল ১৩ মে, ২০২৫ তারিখে বা তার আগে ঘোষণা করা হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.smifscap.com) এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট (www.cdslindia.com) এও প্রদর্শিত হবে এবং স্টক এক্সচেঞ্জ, ডিপোজিটরি, রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা শ্রী রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, (সিডিএসএল) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৬ তম তল, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০১৩ - লিখে জানাতে পারেন বা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ ইমেল পাঠাতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩-এ কল করতে পারেন।

বোর্ডের আদেশক্রমে

এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস্ লিমিটেড-এর পক্ষে

স্বা/-

স্থান: কলকাতা পুনম ভাটিয়া

তারিখ: ১০ এপ্রিল ২০২৫ কোম্পানি সেক্রেটারি কাম কমপ্ল্যায়েন্স অফিসার

ফর্ম এ

সাধারণ ঘোষণা

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)

এস আর টিম্বার প্রোডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	**এস আর টিম্বার প্রোডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেড**
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	১ আগস্ট ২০০১
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U20299WB2001PTC093537
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	২৬৮, জি টি রোড, লিলুয়া, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১২০৪
৬.	কর্পোরেট ডেটরের ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	৭ এপ্রিল, ২০২৫- নির্দেশ ঘোষণার তারিখ
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	৩ অক্টোবর ২০২৫
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	**নীরজ কুমার সুরেকা** IBBI/IPA-001/IP-P-01539/2019-2020/12517
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	সেন্ট্রাল প্লাজা, ৭ম তল, রুম নং এইচ, ৪১, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১২, পশ্চিমবঙ্গ **ipneerajsureka@gmail.com**
১০.	অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	সেন্ট্রাল প্লাজা, ৭ম তল, রুম নং এইচ, ৪১, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১২, পশ্চিমবঙ্গ **cirp.srtppl@gmail.com**
১১	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	২১ এপ্রিল ২০২৫
১২	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	প্রযোজ্য নয়
১৩	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	Web link:**https://ibbi.gov.in/home/downloads**

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ দিয়েছে **এস আর টিম্বার প্রোডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেড**-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার ৭ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে।

এস আর টিম্বার প্রোডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ২১ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।

আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।

ক্রম নং ১২-য় উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী যেসকল আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভুক্ত তারা অনুমোদিত প্রতিনিধি বেছে নিতে পারেন ক্রম নং ১৩-য় উল্লিখিত তালিকায় ইনসলভেন্সি পেশাদার তিনজনের মধ্যে থেকে তাদের অনুকূলে অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির ফর্ম সিএ অনুযায়ী কাজ করতে **।প্রযোজ্য নয়**

মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

স্বা/-

নীরজ কুমার সুরেকা

(এস আর টিম্বার প্রোডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেড এর অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার)

তারিখ : ১০ এপ্রিল ২০২৫ রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P-01539/2019-2020/12517

স্থান : কলকাতা এএফএ বৈধ : ৩১.১২.২০২৫ পর্যন্ত

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

ইয়ুমজ ফুডস প্রাইভেট লিমিটেড

(দেউলিয়াগ্রস্ত)

(উল্লেখ্য মহামান্য এনসিএলটি নির্দেশ তারিখ ১৮/০৯/২০২৪ অনুযায়ী কোম্পানি দেউলিয়া প্রক্রিয়াধীন)

রেজি. অফিস : গ্রাম এবং পো : খামারশিমুলিয়া, কৃষ্ণনগর, পশ্চিমবঙ্গ, ৭৪১১২১,

(CIN: U15410WB2012PTC177072)

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে ইয়ুমজ ফুডস প্রাইভেট লিমিটেডের (দেউলিয়াগ্রস্ত অধীন) (কর্পোরেট ডেটর) এর সম্পদ **''চালু সংস্থা''** হিসেবে (দায় ব্যতীত) সংশ্লিষ্ট রেগুলেশন এর ৩২ এর ক্লজ (ই) অনুযায়ী বিক্রির প্রস্তাব করা হয়েছে বা ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ এবং তপশিল ১ এর সাব রেগুলেশন (১) রেগুলেশন ৩২এ, রেগুলেশন ৩২ এর ক্লজ (সি) অনুযায়ী যৌথভাবে অ্যাসেট সেট বিক্রি করা হবে নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://ibbi.baanknet.com** মাধ্যমে।

মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রদত্ত অনলাইন ই-নিলাম পরিষেবা (BAANKNET) **https://ibbi.baanknet.com** মাধ্যমে ডাক সম্পাদিত হবে।

ক্রম নং	বিবরণাদি	বিস্তারিত	
		ব্লক এ : চালু সংস্থা হিসেবে বিক্রয় (দায় ব্যতীত) রেগুলেশন ৩২(ই) অধীন	**ব্লক বি :** চালু সংস্থা হিসেবে বিক্রয় **(যৌথভাবে)** রেগুলেশন ৩২(সি) অধীন
১.	ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথি এবং বিক্রয় নোটিশ প্রকাশের তারিখ	১০.০৪.২০২৫	**ব্লক বি অধীন নিলাম চালু করা হবে কেবল ব্লক এ অধীন নিলাম ব্যর্থ হলে**
২.	আগ্রহী ডাকদাতা কতৃক ২৯এ উপযুক্ততা নথি সহ অনলাইন টেন্ডার নথি জমার শেষ তারিখ	১১.০৪.২০২৪ সকাল ১০টা থেকে ২৩.০৪.২০২৫ বিকেল ৫টা পর্যন্ত	২৯.০৪.২০২৫ সকাল ১০টা থেকে ০৬.০৫.২০২৫ বিকেল ৫টা পর্যন্ত
৩.	নিলাম প্রক্রিয়াধীন সম্পদের পর্যবেক্ষণ বা অবধানের তারিখ এবং সময় (আগাম অনুমতি সাপেক্ষে)	১২.০৪.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে ২৩.০৪.২০২৫ সন্ধে ৬টা পর্যন্ত	২৯.০৪.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে ০৬.০৫.২০২৫ সন্ধে ৬টা পর্যন্ত
৪.	আগ্রহী ডাকদাতা কর্তৃক বায়না জমার তারিখ এবং সময়	২০.০৪.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে ২৫.০৪.২০২৫ সন্ধে ৬টা পর্যন্ত	০৩.০৫.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে ০৭.০৫.২০২৫ সন্ধে ৬টা পর্যন্ত
৫.	নিলামের তারিখ এবং সময়	সোমবার ২৮.০৪.২০২৫ সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপর ১.৩০টা পর্যন্ত (প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)	শনিবার ১০.০৫.২০২৫ সকাল ১১.৩০টা থেকে বেলা ১.৩০টা পর্যন্ত (প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)
৬.	লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল	সিদ্ধা ওয়েস্টন, স্যুট নং ১৩৪, ২য় তল, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, কলকাতা : ৭০০০১৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। **cirp.yummzfoods@gmail.com**	

ব্লক - এ

ইয়ুমজ ফুডস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত) (''কর্পোরেট ডেটর'') চালু সংস্থা হিসেবে (দায় ব্যতীত) এর সম্পদ বিক্রি হবে ২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুইডেশন প্রসেস রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩২(সি) অধীনে, যেমন আছে, যা আছে, যে অবস্থায় আছে এবং পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত।

ব্লক নং	সম্পদের বিস্তারিত	নিলামের তারিখ এবং সময়	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	ইএমডি (আইএনআর)	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ (আইএনআর)
এ	**২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুইডেশন প্রসেস রেগুলেশন এর রেগুলেশন ৩২(ই) অনুযায়ী চালু সংস্থা হিসেবে (দায় ব্যতীত) কর্পোরেট ডেটরের সম্পদ বিক্রি হবে।**				
	ইয়ুমজ ফুডস প্রাইভেট লিমিটেড-চালু সংস্থা হিসেবে কোম্পানির সম্পদ বিক্রি ''যেখানে যেমন আছে, যেখানে যা আছে, যে অবস্থায় আছে এবং কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'' বিক্রি করা হবে কোনও দায় এবং প্রতিশ্রুতি ব্যতীত। সম্পত্তির অবস্থানের ঠিকানা : গ্রাম এবং পো : খামারশিমুলিয়া, কৃষ্ণনগর, পশ্চিমবঙ্গ, ৭৪১১২১	সোমবার ২৮.০৪.২০২৫, সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ১.৩০টা পর্যন্ত	৪,৩৬,০০,০০০ (*) টাকা (চার কোটি ছত্রিশ লাখ টাকা)	৪৩,৬০,০০০ টাকা (তেতাল্লিশ লাখ ষাট হাজার টাকা)	১০ লাখ টাকা (দশ লাখ টাকা) (প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)

ব্লক - বি (ব্ল বি নিলাম চালু হবে কেবল ব্লক এ নিলাম ব্যর্থ হলে। ব্লক এ অধীন নিলাম সফল হলে ব্লক বি নিলাম চালু হবে না)।

ব্লক নং	সম্পদের বিস্তারিত	নিলামের তারিখ এবং সময়	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	ইএমডি (আইএনআর)	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ (আইএনআর)
বি	**ইয়ুমজ ফুডস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত) (''কর্পোরেট ডেটর'') (যৌথভাবে) সম্পদের সেট,** জমি, ভবন, প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি এবং শেয়ারসমূহ এবং আর্থিক সম্পদ -সমুদয় ২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুইডেশন প্রসেস রেগুলেশন এর রেগুলেশন ৩২(সি) অধীনে যেখানে যেমন আছে, যেখানে যা আছে, যে অবস্থায় আছে এবং পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত সম্পদ বিক্রয় করা হবে।				
	ইয়ুমজ ফুডস প্রাইভেট লিমিটেড-যৌথভাবে সম্পদের সেট ''যেখানে যেমন আছে, যেখানে যা আছে, যে অবস্থায় আছে এবং পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'' বিক্রি করা হবে				
	জমির অবস্থান গ্রাম এবং পো - খামারশিমুলিয়া কৃষ্ণনগর, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪১১২১ ৩,৯৪,২৬,৮৯৭.০০	শনিবার ১০.০৫.২০২৫, সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ১.৩০টা পর্যন্ত	৪,৩৬,০০,০০০ (*) টাকা (চার কোটি ছত্রিশ লাখ টাকা)	৪৩,৬০,০০০ টাকা (তেতাল্লিশ লাখ ষাট হাজার টাকা)	১০ লাখ টাকা (দশ লাখ টাকা) (প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)
	প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি অবস্থিত গ্রাম এবং পো - খামারশিমুলিয়া কৃষ্ণনগর, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪১১২১ ৪১,৭৩,১০৩.০০				
	মোট ৪,৩৬,০০,০০০.০০				

(*) কর, লেভি, শুল্ক, কর, হস্তান্তর ফি, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফি, কিস্তি ইত্যাদি ব্যতীত। কোনও প্রতিশ্রুতি বা দায়বদ্ধতার প্রতিনিধিত্বকরণ গ্রাহ্য হবে না।

জমি এবং ভবন এবং প্লান্ট এবং মেশিনারির নামে সম্পদসমূহ উভয় ব্লকে একই।

ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি নিম্নোক্ত মতে :

১. আগ্রহী দরদাতাদের **https://ibbi.baanknet.com** এর মাধ্যমে তাদের মোবাইল নম্বর এবং ইমেল-আইডি ব্যবহার করে নিবন্ধন করতে হবে। সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন **support.baanknet@psballiance.com/ মোবাইল নং +৯১ ৮২৯১২২০২২০।**

২. **লিকুইডেটরের পক্ষে যোগাযোগকারী ব্যক্তি শ্রী ঋষি মুরারকা, ইমেল cirp.yummzfoods@gmail.com, যোগাযোগ নম্বর ৯৮৩০৬১৩৪৯৪।**

৩. সম্পদের বিবরণ, অনলাইন ই-নিলাম বিড ফর্ম, ঘোষণাপত্র এবং অঙ্গীকারপত্র, অনলাইন নিলাম বিক্রয়ের সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বলিত সম্পূর্ণ ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথি **https://ibbi.baanknet.com/** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

৪. ইচ্ছুক দরদাতাদের, তাদের দরপত্র জমা দেওয়ার আগে, সম্পত্তির মালিকানা, ইজারা ভাড়া, যদি থাকে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পাওনা ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের স্বাধীন অনুসন্ধান করা উচিত এবং উপরোক্ত সম্পদের বিক্রয়ের জন্য যদি কোনও ইজারা স্থানান্তর চার্জ থাকে, তবে তা বহন করতে হবে এবং তাদের নিজস্ব খরচে সম্পত্তি পরিদর্শন করতে হবে এবং নিজেদের সন্তুষ্ট করতে হবে। উপরে উল্লিখিত সম্পদের বিবরণ সম্ভাব্য দরদাতারা লিকুইডেটর এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করে স্থান পরিদর্শন করতে পারবেন।

৫. ''ব্লক বি'' অধীনে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত এবং সক্রিয় করা হবে শুধুমাত্র যদি ''ব্লক-এ'' এর অধীনে ই-নিলাম ব্যর্থ হয়।

৬. ব্লক বি এর জন্য নিলাম সম্মিলিতভাবে সমস্ত সম্পদের জন্য হবে।

৭. বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথির সাথে পড়তে হবে এবং **https://ibbi.baanknet.com** এ উপলব্ধ শর্তাবলীর সাথে একমত হতে হবে।

৮. **সম্ভাব্য দরদাতাকে কেবলমাত্র ব্যাঙ্কনেট নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বায়না জমা (ইএমডি) জমা দিতে হবে।**

৯. **সম্ভাব্য দরদাতাদের ইলেকট্রনিক নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দেউলিয়া এবং দেউলিয়া কোডের ধারা ২৯এ অধীনে যোগ্যতার ঘোষণা সহ প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিতে হবে।**

১০. **যদি সর্বোচ্চ দরদাতাকে অযোগ্য বলে প্রমাণিত করা হয়, যার মধ্যে উপরের ক্রম নং ৮ এর অধীনে উল্লেখিত দরপত্রও অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাহলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে।**

১১. যদি লিকুইডেটর পরামর্শ কমিটির সাথে পরামর্শ করে সর্বোচ্চ দরদাতাকে অযোগ্য বলে মনে করে প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে লিকুইডেটর পরামর্শ কমিটির সাথে পরামর্শ করে, প্রবিধানের ধারা (১২এ) থেকে ধারা (১২ই) এর অধীনে প্রদত্ত একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পরবর্তী সর্বোচ্চ দরদাতাকে সফল দরদাতা হিসাবে ঘোষণা করতে পারেন।

১২. সফল দরদাতাকে নিলামে তোলা সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য স্ট্যাম্প শুল্ক/লিজ ট্রান্সফার চার্জ, ফি ইত্যাদি এবং সমস্ত স্থানীয় কর, শুল্ক, হার, মূল্যায়ন চার্জ, ফি, রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ ইত্যাদি বহন করতে হবে।

স্বা/-

সঞ্জীব ঝুনঝুনওয়ালা

আইবিবিআই রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P00325/2017-18/10595

AFA বৈধ ৩০/০৬/২০২৫ পর্যন্ত

যোগাযোগের মেল আইডি : cirp.yummzfoods@gmail.com

তারিখ : ১০.০৪.২০২৫ নিবন্ধিত মেল আইডি : sanjeevjhunjhunwala@gmail.com

স্থান : কলকাতা সিদ্ধা ওয়েস্টন, স্যুট নং ১৩৪, ২য় তল, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৩

চাকরিহারাদের বিক্ষোভে তোলপাড় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সদর বালুরঘাট

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: চাকরিহারাদের বিক্ষোভে তোলপাড় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সদর বালুরঘাট। নিজেদের চাকরি ফিরে পেতে পথে চাকরিহারারা। বুধবার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তর ঘেরাও এর পাশাপাশি রঘুনাথপুর এলাকায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা।

উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরি হারিয়েছেন তাঁরা। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় চাকরি গিয়েছে প্রায় ৫৮১ জনের। এর মধ্যে ৫১১ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি ৭০ জন রয়েছেন। এদিন চাকরি ফেরতের দাবিতে প্রথমে রঘুনাথপুর এলাকা থেকে প্রতিবাদ মিছিল বের করে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তরের দিকে অগ্রসর হয় চাকরিহারারা। সেই সময় জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) এর দপ্তরের প্রবেশপথে বাধা দেয় পুলিশ। এর ফলে পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে বচসা ও ধস্তাধস্তি বেধে যায় আন্দোলনকারীদের। যদিও পরবর্তীতে ব্যারিকেড ভেঙে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তরে প্রবেশ করেন আন্দোলনকারীরা। এর পরে অফিসের কর্মীদের বের করে দিয়ে অফিসের মূল গেটে তালা মেরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে আন্দোলনকারীরা।

এ বিষয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) দেবাশিস সমাদ্দার বলেন, 'এখানে আমার কিছু করার নেই। যেভাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তরফে নির্দেশিকা আসবে, সেভাবেই কার্য পরিচালনা করা হবে।'

কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ঘটনাস্থলে মোতায়ন ছিল ডিএসপি (হেডকোয়ার্টার) বিক্রম প্রসাদের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী। আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাবার বার্তা দেন ডিএসপি। অন্যদিকে, পুলিশের তরফে এই বার্তা পেয়ে আন্দোলনকারীদের তরফে অ্যাম্বুল্যান্স সহ জরুরি পরিষেবা ও ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে বিদ্যালয়ে পৌঁছতে পারে সেই বার্তা দেওয়া হয় মাইকে।

অন্যদিকে, বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন থেকেই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্যালারি সাবমিট করার পোর্টাল (আই-ওএসএমএস) সক্রিয় হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক আধিকারিক জানান, স্যালারি পোর্টাল চালু হলেও আপাতত স্যালারি সাবমিট না করার বিষয়ে বলা হচ্ছে। খুব দ্রুত এ বিষয়ে নির্দেশিকা দেওয়া হতে পারে। ২০১৬ সালের এসএসসিতে নিয়োগ প্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা না থাকলে কিংবা অতিথি শিক্ষক (উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয়) দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয় হলে অথবা মাদ্রাসার ক্ষেত্রে স্যালারি সাবমিট করা যেতে পারে।

এ বিষয়ে আন্দোলনকারীদের তরফে আজমল হোসেন জানান, 'আমাদের এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য হল যোগ্য এবং অযোগ্যদের আলাদা তালিকা প্রকাশ করতে হবে। আগামী ৭ দিনের মধ্যে সেই তালিকা প্রকাশ না করা হলে, আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের সামিল হব। প্রয়োজনে আমরা নবান্ন ঘেরাও করব।

বেতন বন্ধ না হওয়ার দাবি হুগলির চাকরিহারাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষে থাকা মুখ্যমন্ত্রীর কথায় চাকরিহারারা আশ্বস্ত হলেও, কেউ স্কুলে এসে কাজে যোগ দিলেন, কেউ থাকলেন গরহাজির। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরিহারা স্কুল শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, স্কুলে যোগ দিয়ে ভলান্টারি সার্ভিস দিতে। জেলার বিভিন্ন স্কুলে খোঁজখবর নিয়ে এমনটাই জানা গিয়েছে। চাকরিহারা শিক্ষক শিক্ষিকারা চাইছেন, তাঁদের বেতন যেন বন্ধ না হয়।

এদিন স্কুলে কাজে যোগ দেননি বাঁশবেড়িয়া গ্যাঞ্জেস হাইস্কুলের ইতিহাসের শিক্ষিকা বীণা কুমারি। তিনি বলেন, 'আমরা ন্যায্য পরীক্ষা দিয়ে, ধাপে ধাপে ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরি পেয়েছিলাম। সেই সম্মানের চাকরি চলে গেল। এখন কীসের ভরসায় স্কুলে যাব?' বাঁশবেড়িয়া গ্যাঞ্জেস হাইস্কুলে জীবন বিজ্ঞানের শিক্ষিকা ঈপ্সিতা হাজরা বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেই আমরা মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে আছি। মুখ্যমন্ত্রী মানবিক ভাবে আমাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু কোনও কিছুই স্পষ্ট হয়নি। কারণ, কোনও বাতিল বা নতুন নিয়োগের নথি আমরা পাইনি। আমাদের যোগ্য মঞ্চের প্রতিনিধিরা মুখ্যমন্ত্রীর সামনে কিছু দাবি রেখেছেন। সেই দাবি কতটা কার্যকরী হয়, আমরা সে দিকে নজর রাখছি। আমরা যে সম্মানের সঙ্গে স্কুলে পড়াতাম, সেই সম্মানের সঙ্গেই মাথা উঁচু করে শিক্ষকতায় যোগ দিতে চাই। সেই কারণে যোগ্য মঞ্চের নির্দেশ মেনেই এ দিন স্কুলে যাইনি। স্কুলে ভলান্টারি সার্ভিস দেওয়ার মতো মনের অবস্থা নেই।'

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশকে স্বাগত জানিয়েও দুশ্চিন্তা কাটছে না চন্দ্রহাটি দিলীপ হাইস্কুলের একাদশ-দ্বাদশের রাষ্ট্র বিজ্ঞানের শিক্ষক অমিত মণ্ডলের। এদিন কানাগড়ে নিজের বাড়িতে বসেই আক্ষেপের সুরে অমিত বলেন, 'শিক্ষকতার চাকরি অবৈধ, অথচ উচ্চ মাধ্যমিকের খাতা দেখা বৈধ!' এ দিন খাতা দেখা শেষ করে হেড এগ্জামিনারের কাছে যাবেন জমা দিতে।

তাঁর কথায়, 'এসএসসিতে ভালো র‍্যাঙ্ক করে ২০১৮ সালে চাকরি পেয়ে যোগ দিয়েছিলাম পূর্ব বর্ধমানের ভাতারে। সেখানে আড়াই বছর চাকরি করে উৎসশ্রী নিয়ে চন্দ্রহাটিতে চলে আসি।' বাবা অমর মণ্ডল রাজমিস্ত্রির কাজ করে খুব কষ্ট করে বড় করেছেন ছেলেকে। শিক্ষক হয়ে টালির চালের বাড়িটা পাকা করেছেন অমিত। তার জন্য ঋণ নিতে হয়েছে। এখন চাকরি হারিয়ে ব্যাঙ্কের ঋণ ও সংসার কী ভাবে চালাবেন, তাই নিয়ে দিশেহারা অমিতের বাবা অমর।

হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল শিক্ষক সংগঠনের সভাপতি শুভেন্দু গড়াই বলেন, 'হুগলি জেলায় যে সব শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীর চাকরি চলে গিয়েছে, তাঁদের সঙ্গে কথা হয়েছে। অনেকেই স্কুলে যোগ দিচ্ছেন। আমরা চাইছি, স্কুলের স্বাভাবিক পড়াশোনার পরিবেশ যাতে বজায় থাকে।' বিজেপি আইনজীবী নেতা স্বপন পাল বলেন 'সুপ্রিম কোর্ট যখন অবৈধ বলে ২৬ হাজারের চাকরি বাতিল করল, সেই শিক্ষকদের আবার স্কুলে গিয়ে পড়াতে বলছেন মুখ্যমন্ত্রী। এটা আদালত অবমাননার সমান। ওঁদের নেতারা টাকা নিয়ে চাকরি বিক্রি করেছে।'

এসএসসি অফিসে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: অন্যান্য জেলার পাশাপাশি উত্তর ২৪ পরগনার এসএসসি'র রিজিওনাল অফিসে বিক্ষোভ চাকরিহারাদের। চাকরি ফিরিয়ে দেওয়া সহ একাধিক দাবি নিয়ে এদিন চাকরিহারারা বিক্ষোভ দেখায়। আগে থেকেই পুলিশ মোতায়েন থাকায় বিক্ষোভকারীর দপ্তরের ভেতরে ঢুকতে গেলে তারা বাধা পায়। রণক্ষেত্রের পরিস্থিতি তৈরি হয়। বিক্ষোভকারীরা টায়ার জ্বালিয়ে তাদের বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তালা গালিয়ে দেওয়া হয়। পরে তালা ভেঙে বিশাল পুলিশ বাহিনী ভেতরে ঢুকে পরিস্থিতি স্বাভাবিকের চেষ্টা করে।

বুধবার দুপুরে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ ভবনের মধ্যে থাকা এসএসসি অফিসে জামায়েত করে চাকরিহারারা। যোগ্যদের চাকরির ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে তারা মুখর হয়। আগে থেকেই পুলিশ মোতায়েন থাকলেও পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় আরও পুলিশ কর্মীদের ডাকা হয়। তার মধ্যেই বিক্ষোভকারীরা এসএসসির দপ্তরের মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করে। পুলিশের বাধায় বাইরে এসে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। অতিরিক্ত পুলিশ যাতে ভেতরে ঢুকতে না পারে সে কারণে জেলা পরিষদের তিনটি গেটে তালা লাগিয়ে দেয় চাকরিহারারা। পরে পুলিশ তালা ভেঙে ভেতরে ঢোকে। চাকরিহারা প্রার্থীদের মধ্যে অভিষেক মণ্ডল দাবি করেন, আমাদের ওএমআর শিট প্রকাশ্যে আনুক এসএসসি। আমরা আর কতবার যোগত্যার পরিচয় দেব। আমরা প্রত্যেকটি ডিয়াই আফির থেকে এসএসসির রিজিওনাল অফিসে এসে আমাদের সব নথি দেখিয়েছি এবং জমা দিয়েছি। যে কোনওভাবেই হোক আমাদের চাকরি বহাল রাখতে হবে। আমরা কোনও ভলান্টিয়ারি সার্ভিসের ভাঁওতাবাজিকে আমরা বিশ্বাস করি না। এদিন বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনা করতে আসেন বারাসাত থানার আইসি, মধ্যমগ্রাম থানার আইসি, বারাসাতের এসডিপিও। দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পরেও সুরাহা না মেলায় তার বিক্ষোভ জারি রাখে বিকেল ৫ পর্যন্ত।

বিজ্ঞান বিভাগের খাতা দেখবে কে? চিন্তায় প্রধান শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শের পরেও বনগাঁ কুমুদিনী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে আসেনি ৭ শিক্ষিকা ও এক গ্রুপ ডি কর্মচারী। বিজ্ঞান বিভাগের খাতা দেখবে কারা বা ক্লাস চলবে কি করে চিন্তায় প্রধান শিক্ষিকা। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ কুমুদিনী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ৭ জন শিক্ষিকা ও একজন গ্রুপ ডি কর্মচারীর চাকরি বাতিল হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ। ৭ জন শিক্ষিকার মধ্যে ৩ জন শিক্ষিকা বিজ্ঞান বিভাগের ফলে বিজ্ঞান বিভাগের খাতা দেখবে কারা বা ক্লাস নেবেন কারা তা নিয়ে চিন্তায় রয়েছেন প্রধান শিক্ষিকা। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শের পরে দু'দিন কেটে গেলেও বুধবারও স্কুলে কোনও শিক্ষিকা বা গ্রুপ ডি কর্মচারী আসেনি। বুধবার থেকে ফুল দমে ক্লাস চালু হয়ে গিয়েছে বিজ্ঞান বিভাগের ক্লাস। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শের পরে কেন শিক্ষিকারা স্কুলে আসেনি সেই প্রসঙ্গে বনগাঁ কুমুদিনী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ইন্দ্রানী উকিল সরকার জানিয়েছেন, শিক্ষিকরা আইনজ্ঞদের পরামর্শ নিচ্ছেন এবং ওরা এতটাই মর্মাহত যে স্কুলে আসার মতো পরিস্থিতিতে নেই।

ওএমআর শিট জমা দেওয়ার আবেদন জানিয়ে সিউড়ি ডিআই অফিসে অবস্থান বিক্ষোভ চাকরি যাওয়া শিক্ষকদের।

মালদায় ডিআই অফিস ঘেরা কর্মসূচি ঘিরে ধুন্ধুমার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদায় চাকরিহারাদের ডিআই অফিস ঘেরাও কর্মসূচিকে ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হল। এমনকী ডিআই অফিসে তালা মেরে বিক্ষোভ দেখান শতাধিক চাকরিহারা শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীরা। আর তাতে বাধা দিতেই পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বাধে চাকরিহারাদের। বুধবার সকাল ১১ টা নাগাদ মালদা শহরের নতুন মার্কেট সংলগ্ন ডিআই অফিসে চাকরি হারাদের এমন বিক্ষোভের ঘটনায় রীতিমতো উত্তেজনা তৈরি হয়। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ইংরেজবাজার থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয়।

এদিন ইংরেজবাজার শহরের অতুল মার্কেট সংলগ্ন জেলা শিক্ষা দপ্তরে ঘেরাও করে বিক্ষোভ কর্মসূচি ডাক দেয় যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মী মঞ্চ। এদিন শতাধিক চাকরিহারা তরুণ, তরুণীরা মিছিল করে জেলা শিক্ষা দপ্তরের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখাতেই পুলিশি বাধার মুখে পড়ে বলে অভিযোগ। আর তারপরেই শিক্ষা দপ্তরের ভেতরে ঢুকেই বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন চাকরিহারা প্রার্থীরা। জেলা শিক্ষা দপ্তরের সামনেই অবস্থান-বিক্ষোভে বসে পড়েন প্রতিবাদীরা। ঘণ্টাখানেক ধরে ডিআই অফিসের সামনে চলে বিক্ষোভ অবস্থান।

বহরমপুরে ডিআই অফিসে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: চাকরিহারাদের আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠল জেলা সদর বহরমপুর। চাকরিহারারা বহরমপুরে ডিআই অফিসে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন। ডিআই অফিসের সমস্ত কর্মীদের বাইরে বের করে দিয়ে চাকরিহারা শিক্ষক শিক্ষিকারা মেইন গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন। শুরু হয় হাতাহাতি। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। কার্যত ধুন্ধুমার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কর্মহারা শিক্ষক শিক্ষিকাদের দাবি, তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসে ভুলছেন না। স্বেচ্ছাশ্রম নয়, সিভিক শিক্ষক নয়। তাঁরা যোগ্য হিসেবে পূর্ণ মর্যাদায় চাকরিতে বহাল হতে চান। সুপ্রিম কোর্টে যোগ্যদের তালিকা প্রকাশের দাবি করেন।

সুপ্রিম নির্দেশে মুর্শিদাবাদে ৩২০০ জন শিক্ষকের চাকরি গিয়েছে। কোনও স্কুলে ৩৫ জন, কোনও স্কুলের ২১জন, ১৮ জন শিক্ষক শিক্ষিকা চাকরি খুইয়েছেন।

মঙ্গলবার চাকরিহারা শিক্ষক শিক্ষিকারা বহরমপুরে স্কয়ার ফিল্ডে আলোচনায় বসেন। সেখানেই ডিআই অফিস ঘেরাও করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এদিন কয়েকশো শিক্ষক শিক্ষিকা মিছিল করে ডিআই অফিসে যান। উত্তেজিত শিক্ষকরা অফিসের সমস্ত কর্মীদের বের করে দিয়ে তালা ঝুলিয়ে দেন। ডিআই অফিসের বাইরেই তাঁরা অবরোধ বিক্ষোভে সামিল হন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশের সঙ্গে শিক্ষকরা ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন।

মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশের পরে স্কুলে এলেন চাকরিহারা গ্রুপ সি'র এক কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: বাগদার হেলেঞ্চা হাইস্কুলের মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশের পরে স্কুলে এলেন গ্রুপ সি কর্মচারী, এলেন না দুই শিক্ষক ও গ্রুপ ডি কর্মচারী। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা ব্লকের হেলেঞ্চা হাই স্কুলের দুই শিক্ষক, একজন গ্রুপ সি, একজন গ্রুপ ডি কর্মচারীর চাকরি বাতিল হয়েছে। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী স্কুলে যাওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। দুই শিক্ষক ও গ্রুপ ডি কর্মচারী স্কুলে না এলেও হেলেঞ্চা হাই স্কুলের গ্রুপ সি কর্মচারী মনোজ মল্লিক বুধবার স্কুলে আসেন। উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির কাজ করতে দেখা যায় তাকে স্কুলে আসা প্রসঙ্গে হেলেঞ্চা হাই স্কুলের গ্রুপ সি কর্মচারী মনোজ মল্লিক জানিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরে ভেঙে পড়েছিলেন সেই কারণে স্কুলে আসেননি। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রচুর কাজ আটকে রয়েছে সেই কারণে বুধবার স্কুলে এসেছেন। মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশের পরে তিনি স্কুলে এসেছেন কিনা সে প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন ভলান্টিয়ারি সার্ভিস কেন দিতে যাব। ৭ বছর চাকরি করছি এখন কেউ ভলান্টিয়ার সার্ভিস দেয়। স্কুলের কাজ পেন্ডিং রয়েছে বলেই তিনি স্কুলে এসেছেন। অন্যদিকে হেলেঞ্চা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শুভেন্দু বিশ্বাস জানিয়েছেন, দুইজন শিক্ষক, একজন গ্রুপ ডি, একজন গ্রুপ সি কর্মচারীর চাকরি গিয়েছে। স্কুল চালাতে খুব সমস্যা হচ্ছে।

মূক-বধির তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: একাকীত্বের সুযোগ নিয়ে মূক ও বধির এক তরুণীকে জোর করে ধর্ষণের অভিযোগে পুরুলিয়ার পাড়া থানার পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল। ধৃত ওই ব্যক্তির নাম রাজেশ বাউরি। তার বাড়ি পাড়া থানা এলাকাতেই। জানা যায়, পুরুলিয়ার পাড়া থানা এলাকার একটি গ্রামে ওই মূক ও বধির তরুণী তার মামাবাড়িতে থাকত। রবিবার ওই তরুণীকে বাড়িতে একা পেয়ে ওই গ্রামের যুবক রাজেশ বাউরি তাকে জোর করে ধর্ষণ করে বলে পাড়া থানার পুলিশের কাছে বিষয়টি লিখিত আকারে জানান ওই তরুণীর মামা। এরপরই পুলিশ মঙ্গলবার রাতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। বুধবার ধৃত ওই যুবককে পাড়া থানার পুলিশ রঘুনাথপুর মহকুমা আদালতে তুললে বিচারক তাকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

ডিআই অফিসের তালা লাগিয়ে ঝাড়গ্রামে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ডিআই অফিসে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন ঝাড়গ্রাম জেলার চাকরিহারা শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরা। ঝাড়গ্রাম শহরের হিন্দু মিশন মাঠ থেকে মিছিল করে ডিআই অফিসে পৌঁছে বিক্ষোভ দেখান। অফিসের সামনে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন থাকলেও বিক্ষোভকারীরা ব্যারিকেড ভেঙে ডিআই অফিসে পৌঁছে গেটে তালা লাগিয়ে দেয়। চাকরি দুর্নীতিতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে যে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মী চাকরি হারিয়েছেন তাদের মধ্যে ঝাড়গ্রাম জেলায় রয়েছেন ৫২৭ জন। রাজ্যের সমস্ত জেলার মতো তারাও প্রতিবাদ আন্দোলনে রাস্তায় নেমেছেন। দাবি আদায়ে ডিআই অফিসে তালা দিয়ে এদিন চাকরিহারারা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। আন্দোলনকারীরা এক ঘণ্টা বিক্ষোভ দেখানোর পর অফিসে ডিআই এলে তার হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন। তিনি সমস্ত বিষয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন বলে আশ্বাস দেন। এরপর বিক্ষোভকারীরা তালা খুলে দেন।

কাঁকসার নাবালিকা ধর্ষণ কাণ্ডে ধৃত ১, বাকি দু'জনের সন্ধানে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসায় এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে দু'জনের বিরুদ্ধে। তার সঙ্গে যুক্ত আরও একজনের নাম জড়ায়। মোট ৩ জনের নামে কাঁকসা থানায় গত মাসের ৩০ তারিখে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে নির্যাতিতা নাবালিকার পরিবার। ৩ জনের নামে কাঁকসা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হলেও তার মধ্যে দু'জন নাবালিকাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ ওঠে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে কাঁকসা থানার পুলিশ এক জনকে গ্রেফতার করে বুধবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই নাবালিকা গত মাসে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে চিকিৎসা করতে গিয়ে পরিবারের সদস্যরা জানতে পারে সে গর্ভবতী হয়ে পড়েছে। এরপরেই ওই নাবলিকাকে জেরা করে ৩ জনের নাম জানতে পারে পরিবারের সদস্যরা। গত মাসের ৩০ তারিখে কাঁকসা থানায় অভিযোগ দায়ের হলেও দোষীরা গ্রেপ্তার না হওয়ায় গত সোমবার কাঁকসা থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেওয়ায় বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। ১০ তারিখের মধ্যে দোষীরা গ্রেপ্তার না হলে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানোর হুঁশিয়ারি দেন অগ্নিমিত্রা পাল। তবে বিজেপির দেওয়া সময়ের মধ্যেই এক জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বাকিদের শীঘ্রই গ্রেপ্তার করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

ভারতের বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা উন্মোচন বিষয়ে বক্তৃতা

বনস্পতি দে ● হুগলি

ভারতের বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা উন্মোচন বিষয়ে অ্যাকাডেমি অফ টেকনোলজিতে অনুপ্রেরণামূলক বক্তৃতা দিলেন অধ্যাপক ভি. রামগোপাল রাও, ভিসি বিআইটিএস পিলানি। বিআইটিএস পিলানি প্রতিষ্ঠানের গ্রুপ ভাইস-চ্যান্সেলর এবং আইআইটি দিল্লির প্রাক্তন পরিচালক অধ্যাপক ভি. রামগোপাল রাওকে আতিথ্য দেওয়ার বিশেষ সম্মান পেয়েছে একাডেমি অফ টেকনোলজি (AOT)। 'ভারতের বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা উন্মোচন বাধা ভাঙা এবং উদ্ভাবনকে উদ্দীপ্ত করাক্ষ্ম শীর্ষক একটি অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন অধ্যাপক রাও। এই অনুষ্ঠানটি AOT এবং BIT (পিলানির মধ্যে চলমান সহযোগিতার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত, যা তাদের সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে রূপায়িত হয়েছে।

৫০০ টিরও বেশি গবেষণাপত্র এবং ৫০টি পেটেন্টধারী ন্যানোইলেক্ট্রনিক্সের একজন বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপক রাও ভারতের মুখোমুখি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জের কথা তুলে ধরেছেন। তার অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ এবং চিন্তা-উদ্দীপক উপস্থাপনার মাধ্যমে, তিনি জ্বালানি নিরাপত্তা, জলের প্রাপ্যতা এবং স্বাস্থ্যসেবার মতো বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, গবেষণা এবং উদ্ভাবনের উপর ভিত্তি করে বাস্তবসম্মত সমাধান প্রদান করেছেন।

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলাপচারিতার সময়, অধ্যাপক রাও জোর দিয়ে বলেন যে, 'জ্বালানি এবং নিরাপত্তা ভারতের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দু'টি উদ্বেগের বিষয়। তিনি প্রযুক্তিগত অগ্রগতির মাধ্যমে আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা জোরদার করার পাশাপাশি জ্বালানি উৎপাদন এবং ব্যবহারের জন্য দেশীয়, টেকসই সমাধান বিকাশের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। অধ্যাপক রাও পানীয় জলের প্রাপ্যতার উদীয়মান সমস্যা, বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তন এবং দ্রুত নগরায়ণের প্রেক্ষাপটে, ডিস্যালিনেশন প্রযুক্তিতে উদ্ভাবনের গুরুত্বের ওপর জোর দেন।'

দরিদ্র্য এবং স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বলতে গিয়ে, অধ্যাপক রাও জোর দিয়ে বলেন যে গভীর-গবেষণা-চালিত প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন গ্রহণ করে ভারতের এই ক্ষেত্রগুলিতে লাফিয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন যে দীর্ঘমেয়াদী, গবেষণা-নিবিড় উদ্ভাবনগুলি প্রায়শই আরও ভাসাভাসা বা স্বল্পমেয়াদি সমাধানের পক্ষে উপেক্ষা করা হয়।

অধ্যাপক রাওয়ের সফর অ্যাকাডেমি অফ টেকনোলজি এবং বিআইটিএস পিলানির মধ্যে সমঝোতা চুক্তিকে আরও শক্তিশালী করেছে এবং আশা করা হচ্ছে যে এটি জ্ঞান, গবেষণা এবং দক্ষতার সমৃদ্ধ বিনিময়কে উৎসাহিত করবে। AOT -এর পরিচালক এবং IIT খড়গপুরের প্রাক্তন অধ্যাপক, অধ্যাপক দিলীপ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেন, 'প্রফেসর রামগোপাল রাওয়ের অগ্রণী গবেষণা এবং নেতৃত্ব ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর এক রূপান্তরমূলক প্রভাব ফেলেছে। আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অব্যাহত সহযোগিতার জন্য আমরা উত্তেজিত। AOT-এর চেয়ারম্যান ট্রাস্টি অধ্যাপক অনিন্দিতা ব্যানার্জি এই অনুভূতির প্রতিধ্বনি করে বলেন, 'আমাদের সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে BITS Pilani-এর সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমরা গর্বিত, এবং অধ্যাপক রাও-এর এই সফর উদ্ভাবন এবং উৎকর্ষতাকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে এই অংশীদারিত্বের মূল্যকে পুনরায় নিশ্চিত করে।' এই সফর AOT এবং BITS Pilani -এর মধ্যে আরও অ্যাকাডেমিক এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতার জন্য একটি অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের ন্যায় বিচারের দাবিতে পুরুলিয়া জেলা শিক্ষাভবনে তালা ঝোলালো শীর্ষ আদালতের রায়ে চাকরিহারা শিক্ষক শিক্ষিকারা। বুধবার পুরুলিয়া শহরের জেলা শিক্ষা দপ্তরের মাঠে জমায়েত করে সেখান থেকে মিছিল করে শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করার পর রীতিমতো পুরুলিয়া জেলা শিক্ষাভবনে এসে তালা লাগিয়ে দিলেন চাকরিহারা শিক্ষক শিক্ষিকারা। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় পুরুলিয়া জেলা শিক্ষাভবনের বাইরে।

এদিন চাকরি বাতিল হওয়া শিক্ষক শিক্ষিকারা ব্যানার পোস্টার ও ওএমআর সিট হাতে নিয়ে মিছিল করে শিক্ষা ভবনের মূল দরজার সামনে এসে হাজির হন। সেখানে ডিআই অফিসের গেটে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের বক্তব্য, যেখানে শিক্ষকেরাই অযোগ্য, ভলেন্টরি কাজের জন্য জোর করে আদেশ দেওয়া হচ্ছে সেখানে ডিআই অফিসের কাজ কী? তাই অনির্দিষ্টকালের জন্য অফিস বন্ধ থাক। বুধবার পুরুলিয়ার চাকরিহারাদের প্রতিবাদ কর্মসূচিকে ঘিরে প্রচুর সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। পুরুলিয়া সদর থানার আইসি ছাড়াও অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। যদিও অফিসে উপস্থিত ছিলেন না জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) মহুয়া বসাক। তবে ওই অফিসের কর্মীরা অধিকাংশই বাইরে ছিলেন। এদিন বিকেলে পুরুলিয়ার সাংসদের অফিসের সামনেও বিক্ষোভ দেখান যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ ২০১৬র সদস্যরা।

কন্টেনারের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: গোরু বোঝাই কন্টেনারের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার বাগনান থানা এলাকার ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর গোপালপুরের কাপালিপাড়ায়। মৃত যুবকের নাম প্রাথমিকভাবে সুকুমার বলে জানা গিয়েছে। বয়স আনুমানিক ৩৫। জানা গিয়েছে, বুধবার দুপুর আড়াইটা নাগাদ বাগনান থানা এলাকার কাপালী পাড়ায় ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশের লিংক রোডে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি জল বোঝাই গাড়ির উপর উঠে যায় ডানকুনি গামী কন্টেনারটি। গেট খোলা থাকায় ভিতরে থাকা চালক সুকুমার ছিটকে পড়ে এবং তার ওপর দিয়ে কন্টেনারের চাকা চলে যায়। চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ওয়াকফ বিলের বিরোধিতায় জমিয়ত উলেমার প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: সম্প্রতি সংসদের উভয় কক্ষে সংশোধিত ওয়াকফ বিল পাশ হয়েছে। বিলে সই করেছেন রাষ্ট্রপতি। ফলে সেটি এখন পরিণত হয়েছে আইনে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির পাশাপাশি প্রথম থেকেই এই বিলের বিরোধিতাই সরব হয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজন ও বিভিন্ন সংগঠন। সংশোধিত ওয়াকফ আইন বাতিলের দাবিতে শুরু হয়েছে প্রতিবাদ।

বুধবার পাণ্ডবেশ্বরে একই দাবিতে মিছিল ও প্রতিবাদ সভা করল জমিয়ত উলেমা। বৈদ্যনাথপুর পঞ্চায়েতের মহাল ফুটবল মাঠ থেকে এদিন সকালে প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। মিছিলে অংশ নেয় প্রায় হাজার তিনেক সংখ্যালঘু মানুষ। সংগঠনের ব্যানারের পাশাপাশি এদিন মিছিলে অনেকের হাতে জাতীয় পতাকা ও দেখা যায়। পাণ্ডবেশ্বর থানা পেরিয়ে পাণ্ডবেশ্বর রেল স্টেশনের কাছে মিছিলটি শেষ হয়। সেখানে হয় প্রতিবাদ সভা। সভা শেষে দাহ করা হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এর কুশ পুতুল।

শেখ মনির মণ্ডল, মোহাম্মদ নওশাদ আলমরা বলেন, এই আইন বাতিলের দাবিতেই এই দিনের প্রতিবাদ মিছিল ও সভা বলে জানান তাঁরা।

ট্রফি জেতার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত

ফাইনালের টিকিট অনলাইনে বিক্রি শুরু হতেই নিঃশেষিত

বিজয়া নাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি: উন্মাদনাতুঙ্গে। টিকিটের চাহিদাও। আইএসএল ফাইনালের জন্য অনলাইনে টিকিট বিক্রি শুরুর আধঘণ্টার মধ্যেই টিকিট শেষ। আগামী শনিবার আইএসএল ফাইনালে সবুজ মেরুন ব্রিগেড মুখোমুখি হতে চলেছে বেঙ্গালুরু এফসির। এই বহু প্রতীক্ষিত ম্যাচের টিকিট বিক্রি শুরু হয়ে গেছে বুধবার বিকেল থেকেই। আর শুরু হতেই শেষ ২০০ ও ৩০০ টাকার টিকিট। শুধুমাত্র অনলাইনেই পাওয়া যাচ্ছে টিকিট। টিকিটের দাম ১৫০ টাকা থেকে শুরু। সেই টিকিটও শেষ হওয়ার দিকে। বেঙ্গালুরুর সমর্থকদের জন্য থাকছে আলাদা গ্যালারি। এই গ্যালারির টিকিটের দাম ৩০০ টাকা। তবে জানা গেছে, আরও টিকিট ছাড়া হবে।

মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্তের আক্ষেপ রয়ে গেছে, গতবার জোড়া খেতাব অল্পের জন্য না আসায়। ১২ তারিখ পূর্ণতা পাবে বলেই মনে করেন বাগান সচিব। মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত বলেন, 'সাফল্য চলছে, চলবে। ঈর্ষণীয় সাফল্য। তবে মিশন সম্পূর্ণ হবে ১২ তারিখ'।গতবার শিল্ড জেতার পরেও নক আউট ফাইনালে মুম্বই সিটি এফসি-র কাছে হেরে গিয়েছিল সবুজ মেরুন বাহিনী। এবার ফের আইএসএলের ইতিহাসে জোড়া খেতাব জয়ের সুযোগ এসে গিয়েছে তাদের সামনে। যা হবে ২০২২,২৩ আইএসএল ফাইনালের পুনরাবৃত্তি। শনিবারের ম্যাচ ঘিরে পারদ চড়ছে। কারণ, ফাইনাল হবে যুবভারতীতেই। দেবাশিস দত্ত বলেন, 'বেঙ্গালুরু দুর্ধষ খেলছে। মুম্বই-গোয়াকে হারিয়েছে। অত্যন্ত কঠিন ম্যাচ। তবে আমাদের ছেলেরা এতটা প্রফেশনাল আইএসএল লিগ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, বাকিটাও জিততে তারা আত্মবিশ্বাসী'।

একদিকে এফসি গোয়াকে হারিয়ে ফাইনাল খেলতে নামছেন সুনীলরা। সেমিফাইনালের দুটি লেগ মিলিয়ে এফসি গোয়া বনাম বেঙ্গালুরু এফসির মধ্যে গোলের ব্যবধান ছিল ৩-২। অপরদিকে, মোহনবাগান প্রথম লেগে জামশেদপুর এফসির বিরুদ্ধে ২-১ গোলে পরাজিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় লেগে ঘরের মাঠে বাজিমাৎ করে সবুজ মেরুন ব্রিগেড। জামশেদপুরের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে কামব্যাক করে আত্মবিশ্বাসী মোলিনা ব্রিগেড। সুনীল ছেত্রীর দল নিয়ে মোলিনা বলেন, 'ওরা সত্যিই ভাল দল। তাই ম্যাচটা সহজ হবে না। তবে আমি সব সময় একই কথা বলি;আমার দলের ছেলেদের ওপর আমার বিশ্বাস আছে। আমি তাদের ওপর আস্থা রাখি। তারা যে ভাবে কাজ করছে, আমরা সবাই মিলে যেভাবে কাজ করছি, তার ওপর যথেষ্ট আস্থা আছে। আশা করি, আমাদের আর একটা দারুণ রাত আসতে চলেছে এবং আমরা আরেকটি ট্রফি জিততে পারব। তবে আমাদের ছেলেদের জেতার ও গোল করার ইচ্ছা থাকতে হবে। এটা গোল করাকে কঠিন করে তোলে, কিন্তু জয় পাওয়াকে সহজ করে তোলে'।

আইএসএল এলে প্রথম খেললেও ভাল পারফরম্যান্স হয়নি দলের। খেলোয়াড়রাও বেতন পাচ্ছেন না। সামনেই সুপার কাপ। এখনও অনুশীলন শুরু হয়নি। সেই কারণেই মহামেডান সমর্থকদের বিক্ষোভ ক্লাবের।

রাজ্য গেমসে অব্যবস্থায় স্বরূপ বিশ্বাসের দিকেই উঠছে আঙুল

কর্তারা হোটেলের ঠান্ডা ঘরে, অ্যাথলিটদের গরমে স্কুল ঘরে হাঁসফাঁস অবস্থা, নেই জলটুকুও, জুটছে মশার কামড়

শম্ভুনাথ ভৌমিক

একদিকে আলো, অন্যদিকে অন্ধকার। একদিকে যখন রাজ্য সরকার অ্যাথলিটদের চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়ে উত্সাহিত করছে, তখন অব্যবস্থায় শিকার হয়ে খেলায় উত্সাহ হারাচ্ছেন অ্যাথলিটরা। হতে হচ্ছে বাংলাছাড়া। যার সৌজন্যে কিছু অযোগ্য কর্তা। তাদের অব্যবস্থাপনায়, অপেশাদারিত্বে লজ্জায় ডুবছে বেঙ্গল অলিম্পিক সংস্থা! নেতাজি ইন্ডোরে নিজেদের রাজ্য গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ৭ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে মালদহতে রাজ্য গেমস। আর সেখানে খেলোয়াড়রাই চরম অবহেলিত। সাড়ে ৫ হাজার আথলেটিককে নিয়ে ২৯ ইভেন্ট যে আয়োজিত হচ্ছে তাতে খেলোয়াড়দের একপ্রকার ব্রাত্য করে রাখা হচ্ছে। তাদেরকে গরমের মধ্যে ভগ্নপ্রায় স্কুলঘরে ঠাঁই করে দিয়ে, ঠান্ডা হোটেলে বিওএ কর্তা তথা রাজ্য গেমসের চেয়ারম্যান স্বরূপ বিশ্বাস বহাল তবিয়তেই তরী পার করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি সুবিধে ভোগ করলেও, ন্যূনতম বরাদ্দটুকু করা হয়নি অ্যাথলিটদের জন্য। ভাবা যায়! স্কুলে স্নান করার জল কেন, শৌচালয়েও জল নেই। বাথরুমে জল না এই গরমে স্নান করতে অসুবিধা হচ্ছে প্রতিযোগীদের। এদের মধ্যে আছেন মহিলা প্রতিযোগিরাও। এমনকী মশার প্রকোপে রাতে শুতেও পারছেন না আথলেটিকরা। বাধ্য হয়ে নিজেদের পকেটের টাকা খরচ করে মশারি কিনে ঘুমোচ্ছেন প্রতিযোগিরা। পয়সা খরচ করেই জল কিনে আনছেন। আসার সময়ে ট্রেনে সাধারণ কামরায় আসতে হয়। আর খাবার সেটা কথা না বলাই ভালো।। সরকারি স্কুলের মিডমিলের মান এরথেকে ভালো যে খাবার খেলোয়াড়দের দেওয়া হচ্ছে।। মোটা চালের ভাত ডালে জলের পরিমাণই বেশি। তরকারির মান অতি জঘন্য। ঠিক করে খাবার সেদ্ধ হয়নি। গল্পের মত অনেক খেলার পরিকাঠামো মালদহতে অনেক খেলা করা হয়নি সেই ইভেন্টগুলো হচ্ছে কলকাতায়। হকিতে যুবভারতীতে আস্ট্রোটার্ফ হয়েছে। সেখানে কি হকি করা যেত না! কারণ হকি যে মাঠে হচ্ছে সেই মাঠে রাজনীতির সভা আর লোকাল ফুটবল হয় । ফলে খেলোয়াড়দের চোট লাগতে বাধ্য। টুর্নামেন্টের নাম নেতাজি সুভাষ রাজ্য গেমস অথচ নেতাজির কোনো ছবি নেই।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

সুপ্রিম নির্দেশকে ফের উপেক্ষা, ফতেহপুরে বুলডোজার অ্যাকশনে যোগীর পুলিশ

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল: সুপ্রিম কোর্টের নিষেধ সত্ত্বেও বুলডোজার অ্যাকশনে যোগীর প্রশাসন। উত্তরপ্রদেশের ফতেহপুর জেলায় অভিযুক্তের পরিবারের সদস্যদের বাড়িতে বুলডোজার চালাল পুলিশ ও প্রশাসন।

রাস্তা না ছাড়ায় বাইক আরোহী তিন জনকে গুলিতে ঝাঁজরা করে দিয়েছিল ট্রাক্টর সওয়ারিরা। সেই ঘটনাতেই এবার অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পুরনো পন্থা অবলম্বন করল যোগীর পুলিশ।

মঙ্গলবার সকালে ফতেহপুরের হাতগাম থানা এলাকার তাহিরাপুর মোড়ের কাছে তিন খুনের ঘটনায় রীতিমতো উত্তেজনা ছড়ায়। ভাই ও ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বাইকে করে কোথাও যাচ্ছিলেন পাপ্পু সিং। ওই একই রাস্তা ধরে ট্রাক্টরে করে আসছিলেন এলাকার প্রাক্তন প্রধান মন্নু সিং ও তাঁর সহযোগীরা। অভিযোগ, ওই ট্রাক্টরকে রাস্তা না ছাড়ার অভিযোগে রাস্তাতেই পাপ্পুর সঙ্গে বচসা বাধে মন্নুর। সেই সময় হঠাৎ বন্দুক নিয়ে বাইক আরোহীদের লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি ছোড়ে অভিযুক্ত। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তিনজনের। এই ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বুলডোজার অভিযানের দাবিতে সরব হন গ্রামবাসীরা। এরপরই বুধবার সকালে দেখা যায়, অভিযুক্ত মন্নুর বোন ও ছেলে জ্ঞান সিং-এর বাড়ি ভাঙার কাজ শুরু করেছে পুলিশ ও প্রশাসন। এই ঘটনায় পুলিশের দাবি, ওই বাড়ি অবৈধভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল, যার জেরেই তা ভেঙে ফেলা হয়েছে।

পাশাপাশি, পুলিশের তদন্তে জানা যাচ্ছে, পাপ্পু সিংয়ের মা রামদুরালি সিং বর্তমানে ওই এলাকার পঞ্চায়েত প্রধান। এই পরিবারের সঙ্গে মন্নু সিংয়ের পরিবারের বিবাদ দীর্ঘদিনের। তদন্তকারীদের অনুমান, মঙ্গলবার সকালে রাস্তার মাঝে বচসার সময় পুরনো বিবাদ থেকেই এই হামলা চালায় মন্নু। যার জেরেই মৃত্যু হয় তিন জনের। ঘটনায় প্রাক্তন প্রধান-সহ ছয়জনের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছে এবং তিন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

তবে সুপ্রিম হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও যোগীর পুলিশের এই বুলডোজার অভিযান নিয়ে নতুন করে শুরু হয়েছে বিতর্ক। উত্তরপ্রদেশ সরকারের বিরুদ্ধে বারবার অভিযোগ উঠেছে আইনের পরোয়া না করে বুলডোজারে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে অভিযুক্তের বাড়ি। কড়া সুরে আদালত জানিয়েছিল, রাজ্য প্রশাসনের কোনও অধিকার নেই বিচারকের ভূমিকায় বসে অভিযুক্তর বিচার সম্পন্ন হওয়ার আগেই বেসরকারি ও বাণিজ্যিক সম্পত্তিকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার। এইসঙ্গে শীর্ষ আদালত বেআইনি ও দখলীকৃত নির্মাণ ধ্বংসের ক্ষেত্রে গাইডলাইন বেঁধে দিয়েছিল। জানানো হয়েছিল, বাড়ি ভাঙার কমপক্ষে ১৫ দিন আগে নোটিস দিতে হবে। করতে হবে ভিডিও রেকর্ডিং। তবে সে সবকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ফের যোগীর পুলিশের বুলডোজার অভিযান নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

নাইট ক্লাবের ছাদ ভেঙে মৃত্যু ৭৯ জনের

সান্টো ডোমিনগো, ৯ এপ্রিল: নাইট ক্লাবের ছাদ ভেঙে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ডোমিনিকান রিপাবলিকে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৭৯ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। পাশাপাশি আহত হয়েছেন আরও ১৬০ জন। সূত্রের খবর, মৃতের তালিকায় রয়েছে দেশের জনপ্রিয় বেস বল খেলোয়াড় অক্টাভিও ডোটেল-সহ আরও একাধিক ভিভিআইপি। ডোমেনিকান রিপাবলিকের সেন্ট ডোমিনগো শহরের জনপ্রিয় এই নাইট ক্লাবের নাম সেট জেট। মঙ্গলবার সকালে এখানে রাবি পারেন নামে জনপ্রিয় এক সংগীত শিল্পীর গানের কনসার্ট বসেছিল। শয়ে শয়ে মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন সেই কনসার্ট শুনতে। অনুষ্ঠান চলাকালীন হঠাৎ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে নাইট ক্লাবের ছাদ। ধ্বংসস্তুপের নিচে চাপা পড়েন বেশিরভাগ মানুষ। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে আসে দমকল ও উদ্ধারকারী দল। জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার পর এখনও পর্যন্ত ৭৯ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এখনও শতাধিক মানুষ আটকে রয়েছেন ধ্বংসস্তুপের নিচে। তাঁদের অনেকেই জীবিত রয়েছেন বলে আশা করে হচ্ছে। আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে ১৬০ জনকে। উদ্ধারকারী দলের প্রধান জুয়ান মেনুয়েল মেন্ডেজ বলেন, 'প্রায় ৪০০ জন উদ্ধারকারী সর্বশক্তি দিয়ে উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছেন। বহু মানুষ এখনও ভিতরে আটকে রয়েছেন। ওই ধ্বংসস্তুপ থেকে শেষ মানুষটিকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত আমরা থামব না।' তবে ঘটনার পর থেকে এখনও পর্যন্ত ১২ ঘণ্টা পেরিয়ে গিয়েছে। ড্রিল মেশিন ব্যবহার করে ধ্বংসস্তুপ সরানোর কাজ চালাচ্ছেন উদ্ধারকারীরা।

এদিকে জানা যাচ্ছে, এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ডোমিনিকান রিপাবলিকের মন্টেক্রিস্টি প্রদেশের গভর্নর নেলসি ক্রুজোর। তিনি দেশের স্বনামধন্য প্রাক্তন বেসবল তারকা নেলসন ক্রুজোর বোন। নেলসিই দুর্ঘটনার পর ভিতরে আটকে থেকেই খোদ রাষ্ট্রপতিকে ফোন করে জানিয়েছিলেন তিনি তাঁর দুর্দশার কথা। তাঁকে উদ্ধার করা হলেও হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় তাঁর। ঘটনার এক ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে গানের অনুষ্ঠান চলাকালীন হঠাৎ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ছে ছাদ। তারপরই সব অন্ধকার হয়ে যায়। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে গোটা দেশে। সরকারের তরফে মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়েছে।

JETIA GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.: Jetia, North 24 Pgs.
NOTICE INVITING TENDER
e-Tender has been invited for below-mentioned 7 (seven) no. of Seleme under **15th FC/2025** Fund: 1. For NIT No: **JGP/289/Tender/15th FC/2025, Date: 09.04.2025.**
Tender ID:
1) 2025_ZPHD_834899_1
2) 2025_ZPHD_834899_2.
3) 2025_ZPHD_834899_3.
4) 2025_ZPHD_834899_4.
5) 2025_ZPHD_834899_5.
6) 2025_ZPHD_834899_6.
7) 2025_ZPHD_834899_7
Details contact website:
www.wbtenders.gov.in
Sd/- **Prodhan**
Jetia Gram Panchayet

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-50/2024-25 (Sl. No. 4)
Time Extension Notice
The Last date of online submission has been extend up to 17.04.2025 in place of 08.04.2025 for **(1)** Tender ID No. 2025_ADDA_829944_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Civil.) ADDA **Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA**

Mogra II Gram Panchayat
Bagati Adhikary Para, Mogra, Hooghly
Tender Notice
Online Tender is invited vide **Reference No. 168/M-II/2025, 169/M-II/2025, Date 03.04.2025** for 02 (Two) Nos. of work. Last Date of Bid Submission is **24.04.2025 up to 12.00 Noon.**

Tender ID List
2025_ZPHD_834505_1
2025_ZPHD_834536_1

Intending bidders are requested to visit the website :- **https://wbtenders.gov.in** and this notice board.
Sd/-
Prodhan,
Mogra II Gram Panchayat

NIT NO-02/SB/EN/2025-2026, Memo No-956/1(91)/EN/SB, Date-08/04/2025.
Name of Work: As mentioned in the NIT Column No. 2 (Name of the work) Date of Publishing **-08/04/2025 From 18:00 hour on https://wbtenders.gov.in.** Period and time for download of bidding documents: From- **08/04/2025 18:00 hours To-22/04/2025 14:00 hours.** Period and time of submission Bids: From- **08/04/2025 18:00 hours To-22/04/2025 14:00 hours.** Date for opening Technical Bid/Bids: **24/04/2025**
For more details visit **https://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/- Block Development Officer
Sagardighi Development Block
Sagardighi, Murshidabad

NIT NO-01/SB/EN/2025-2026, Memo No-955/1(91)/EN/SB, Date -08/04/2025.
Name of Work: As mentioned in the NIT Column No. 2 (Name of the work). Date of Publishing- **08/04/2025 From 18:00 hour on https://wbtenders.gov.in.** Period and time for download of bidding documents: **From- 08/04/2025 18:00 hours To-15/04/2025 14:00 hours.** Period and time of submission Bids: **From- 08/04/2025 18:00 hours To-15/04/2025 14:00 hours**. Date for opening Technical Bid/Bids: **17/04/2025**
For more details visit **https://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/- Block Development Officer
Sagardighi Development Block
Sagardighi, Murshidabad

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নোটিস নং ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-০২-২৫, তারিখ ০৩.০৪.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক টেন্ডার নং ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-০২-২৫-এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : **স্থান সহ কাজের নাম :** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনের পাকুড় সাইডিং-এ ডব্লুবিপিসি-তে আইসোলেটর-এর ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ৫০ হাজ সিঙ্গল ফেজ ২৫ কেভি ওএইচই-র সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, পরীক্ষা ও সূচনা। **কাজের আনুমানিক মূল্য :** ২৬,৫৮,৭৫৮.৮০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন :** ৫৩,২০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য :** শূন্য। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ :** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ২৫.০৪.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। **টেন্ডার খোলা হবে :** টেন্ডার বন্ধের পরে যেকোনো সময়ে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/নির্দিষ্টকরণ-এর জন্য এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। HWH-13/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নং : এসডিএসটিই-এমএসডিএসি-এসডিএলই-২৫-২৬, তারিখ ০৮.০৪.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক টেন্ডার নং এসডিএসটিই-এমএসডিএসি-এসডিএলই-২৫-২৬-এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। দরপ্রস্তাবদাতাগণ কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত তাঁদের প্রকৃত/সংশোধিত প্রস্তাব দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এইরূপ হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নাম :** নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য স্বাধীনপুর স্টেশনে ডুয়াল ডিটেকশন নির্মাণের জন্য এমএসডিএসি কর্তৃক সেকেন্ড ডিটেকশনের ব্যবস্থা। **দরপ্রস্তাব প্রদান পদ্ধতি :** সিঙ্গল প্যাকেট। **বিজ্ঞাপিত মূল্য :** ৪,৩০,১৯,৯৪৬.৬৭ টাকা। **বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন :** ৩,৬৫,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য :** ০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ :** ৯ মাস। **টেন্ডার আপলোডের তারিখ ও সময় :** ০৮.০৪.২০২৫ বিকেল ৫টা ৩৯ মিনিটে। **প্রস্তাবের বৈধতা :** ৬০ দিন। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরু :** ১৮.০৪.২০২৫। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ০২.০৫.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। বিশদ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। HWH-18/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নোটিস নং : ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৬৬১, তারিখ ০৯.০৪.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ক্র. নং ১, টেন্ডার নং : **ইএল-এইচডব্লুএইচ- ২৫-২১-৩৪৩৮-আর, কাজের নাম :** ১ বছরের জন্য টিকিয়াপাড়া এবং সর্টিং ইয়ার্ড ডিপো থেকে যাত্রাকারী বিভিন্ন রেক-এর পাওয়ার কারের ডি.এ. (ডিজেল অল্টারনেটর) সেট-এর সুরক্ষা, পরিচালনা এবং 'এ' চেক রক্ষণাবেক্ষণ। **টেন্ডার মূল্য :** ২,২১,১০,৭৪৭ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) :** ২,৬০,৬০০ টাকা। **ক্র. নং ২, টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৪৩৯-আর, কাজের নাম :** ২৪ মাসের মেয়াদের জন্য হাওড়া ডিভিসনে ক্যারিয়ার নির্মিত ভিআরএফ ধরনের এসি মেশিনের সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য :** ১৮,১৩,৩৮৬ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) :** ৩৬,৩০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ :** ক্র. নং ১-এর জন্য ১২ মাস এবং ক্র. নং ২-এর জন্য ২৪ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ক্র. নং ১-এর জন্য ২৫.০৪.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে এবং ক্র. নং ২-এর জন্য ৩০.০৪.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরবর্তী কোনো সুবিধাজনক দিনে করা যাবে। বিশদ টেন্ডার **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। HWH-21/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR
An e-Tender for "Miscellaneous work under Bidhannagar Municipal Corporation" is being invited by Executive Engineer Deptt. Bidhannagar Municipal Corporation vide no. NIT No.45/PWD(BMC), Dated: 09-04-2025 & E-Tender ID: 2025_MAD_835009_1. Last date of bid submission: 02.05.2025. details are available with office of Executive Engineer, Bidhannagar Municipal Corporation. Please visit: https://wbtenders.gov.in
Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

OFFICE OF THE
MAHULA-II GRAM PANCHAYAT
VILL+P.O- PULINDA
DIST:- MURSHIDABAD
UNDER BELDANGA-I DEVELOPMENT BLOCK
e –Tender are invalid through online Bid System under following.
1) NIeT:-01(25-26) Memo- 111/15th CFC/5th SFC/M2GP/2025-26, DATE:-09-03-2025
The last date for online submission of all tender is **17-04-2025,up to 17:30 hours**
For details please visit web site **htpp://wbtenders.gov.in** as office notice.
Sd/- Prodhan
Mahula-II Gram Panchayat.

Office of the
MADHURKUL GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.- Madhurkul, P.S.- Domkal, Dist.-Murshidabad. (W.B.)
UNDER DOMKAL BLOCK
NIT No: 01/2025-26
Publishing & Submission Start Date: **09.04.2025 from 2.00PM.** Bid Submission Closing Date: **19.04.2025 up to 12.00 PM.** Bid Opening Date: **21.04.2025 after 12.00 PM.** Details See In: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Madhurkul Gram Panchayat

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.E. ET. No. 01/WS/Eng/25 Dt. 07-04-25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

TENDER NOTICE
E Tender is invited through online Bid System vide NIeT No: **-01/ANDUL-II GP/2025-2026** With Vide Memo No. **76/Andul-II GP/2025-26 Dated: - 07-04-2025,** The Last date for online submission of tender is **16/04/2025 upto 02.00 P.M.** For details please visit website: - **htpp://wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Andulberia-II Gram Panchayat

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ দেখুন www.myhmc.in
কনসারভেন্সি ডিপার্টমেন্ট
সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এইচএমসি- নিম্নোক্ত এর জন্য প্রস্তাবের অনুরোধ আহ্বান (আরএফপি)। আগ্রহী অংশগ্রহণকারীগণকে বৈধ প্যান কার্ড, জিএসটি, পিটি, আইটিআর, ট্রেড লাইসেন্স এবং জীবনপঞ্জি সহ প্রস্তাব দাখিল করতে হবে।

ক্রম নং	কাজের নাম	আরএফপি নোটিশ নং এবং তারিখ
১.	বর্তমান কমপ্যাক্টর (অংশ ক) এবং বার্ষিক পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ (অংশ খ) ● ২ টি ১০.৫০ সিইউ এম ক্যাপাসিটির পোর্টেবল কমপ্যাক্টর ● ১ নং হুক লোডার।	নং ০১/ইই/কনস/২৫-২৬ তারিখ -০৫/০৪/২০২৫

প্রস্তাবসমূহ ২১ দিনের মধ্যে বিকেল ৩ টার মধ্যে দাখিল করতে হবে।
অনুগ্রহ করে দেখুন : www.myhmc.in
১১(৩)/২৫-২৬
৯.৪.২৫
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া পৌর নিগম

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 01 to 09/2025-2026 Dated- 09-04-2025
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electricall works at Nadia, Hooghly, Jalpaiguri, Paschim Medinipur and North 24 Parganas District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **10-04-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **25-04-2025 upto 3.00 pm**
Date: 09.04.2025 **Sd/- Executive Engineer**

ইউকো ফার্মাস সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-২২ HG, তারিখ- ৩১.০৮.১৯৭৪
মোক্তারপুর, তারকেশ্বর, হুগলী
খসড়া ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা এই সমিতির সকল সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে, সমিতির ডেলিগেট নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নির্বাচন ক্ষেত্রভিত্তিক খসড়া ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তা সদস্যদের প্রদর্শনের জন্য বিশদ বিজ্ঞপ্তিসহ সমিতির কার্যালয়ে রক্ষিত আছে। উক্ত তালিকা সম্পর্কে কোনো সদস্যদের আপত্তি থাকলে লিখিতভাবে প্রমানসহ সমিতির কার্যালয়ে ১০.০৪.২০২৫ থেকে ২২.০৪.২০২৫ তারিখের সমিতির অফিসে যে কোনো কাজের দিন সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টার মধ্যে প্রাপ্তিস্বীকার স্বাপেক্ষে জমা দিতে পারবেন। উপরোক্ত সকল দাবি/ অভিযোগের উপর আগামী ২৩.০৪.২০২৫ তারিখে দুপুর ১২টা থেকে সহকারী রিটার্নিং অফিসার দ্বারা সমিতির অফিসঘরে শুনানি হবে। ব্যক্তিগতভাবে ঐদিন অভিযোগকারীকে উপস্থিত থাকতে বলা হচ্ছে। শুনানি শেষে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা (Final Voter List) আগামী ২৪.০৪.২০২৫ তারিখে দুপুর ১২টায় সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।
তারিখ : ০৯.০৪.২০২৫
স্থান : মোক্তারপুর, তারকেশ্বর, হুগলী
স্বা /- রাফসান জানি মোল্লা, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, ইউকো ফার্মাস সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
স্বা /- অভিজিৎ বিশ্বাস, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, ইউকো ফার্মাস সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

বিবেকানন্দ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
রেজি নং- ৫৭ HG, তারিখ- ১৭.০৯.১৯৭৭
কাঁড়ারিয়া, কেশবচক, তারকেশ্বর, হুগলী
খসড়া ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা এই সমিতির সকল সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে, সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম নিবন্ধক ও সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচক বিষয়ক রিটার্নিং অফিসার, হুগলী রেঞ্জের আদেশ নং-৮৪৮, তারিখ ২৬.০৭.২০২৪ দ্বারা সমিতির ডেলিগেট নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নির্বাচন ক্ষেত্রভিত্তিক খসড়া ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তা সদস্যদের প্রদর্শনের জন্য বিশদ বিজ্ঞপ্তিসহ সমিতির কার্যালয়ে রক্ষিত আছে। উক্ত তালিকা সম্পর্কে কোনো সদস্যদের আপত্তি থাকলে লিখিতভাবে প্রমানসহ সমিতির কার্যালয়ে ১০.০৪.২০২৫ থেকে ২২.০৪.২০২৫ তারিখের মধ্যে সমিতির অফিসে যে কোনো কাজের দিন সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টার মধ্যে প্রাপ্তিস্বীকার স্বাপেক্ষে জমা দিতে পারবেন। উপরোক্ত সকল দাবি/ অভিযোগের উপর আগামী ২৩.০৪.২০২৫ তারিখে দুপুর ১২টা থেকে সহকারী রিটার্নিং অফিসার দ্বারা সমিতির অফিসঘরে শুনানি হবে। ব্যক্তিগতভাবে ঐদিন অভিযোগকারীকে উপস্থিত থাকতে বলা হচ্ছে। শুনানি শেষে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা (Final Voter List) আগামী ২৪.০৪.২০২৫ তারিখে সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।
তারিখ : ০৯.০৪.২০২৫
স্থান : কাঁড়ারিয়া, কেশবচক, তারকেশ্বর, হুগলী
স্বা /- রাফসান জানি মোল্লা, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, বিবেকানন্দ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
স্বা /- স্বপন পাল, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, বিবেকানন্দ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

কুলতেঘরী কেটেরা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
রেজি নং-১২৬ / এইচ.জি., তারিখ- ০২.০৯.১৯৬৪
গ্রাম-কুলতেঘরী, পোঃ-কেশবচক, থানা-তারকেশ্বর, জেলা-হুগলী, ৭১২৪১০
প্রতিনিধি নির্বাচন-২০২৫
খসড়া নির্বাচক তালিকা (Draft Voter List) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম নিবন্ধক ও সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন বিষয়ক রিটার্নিং অফিসার, হুগলী রেঞ্জ এর আদেশ নং-৮৪৮, তারিখ ২৬/ ০৭/ ২০২৪ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীদ্বয় যথাক্রমে সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার কুলতেঘরী কেটেরা সমবায় সমিতির সমস্ত সদস্য/ সদস্যাগণকে জানাচ্ছি যে, উক্ত সমিতির আসন্ন পরিচালকমন্ডলীর (Board of Directors) সদস্য নির্বাচন উপলক্ষে এই বিজ্ঞপ্তির সাথে খসড়া নির্বাচক তালিকা সংযোজিত হল যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে পরিগণিত হবে। ঐ নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোনো সংযোজন/ সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোনো সদস্যের কোনো বক্তব্য থাকলে দাবী/ অভিযোগের স্বপক্ষে তথ্য প্রমাণাদিসহ আবেদনকারী নিজে অথবা তাঁর দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি তা লিখিতভাবে ১০/ ০৪/ ২০২৫ থেকে ২২/ ০৪/ ২০২৫ তারিখ এর মধ্যে প্রাপ্তি স্বীকার স্বাপেক্ষে জমা দিতে পারবেন। উপরোক্ত সকল দাবি/ অভিযোগের উপর আগামী ২৩/ ০৪/ ২০২৫ তারিখ বেলা ১২টা থেকে সহকারী রিটার্নিং অফিসার, কুলতেঘরী কেটেরা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর দ্বারা সমিতির অফিস ঘরে শুনানী হবে। ব্যক্তিগতভাবে ঐদিন অভিযোগকারীকে উপস্থিত থাকতে বলা হচ্ছে। শুনানী শেষে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা (Final Voter List) আগামী ২৪/ ০৪/ ২০২৫ তারিখ বেলা ২টার সময় সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।
তারিখ : ০৯.০৪.২০২৫
স্থান : কুলতেঘরী, হুগলী
স্বা /- রাফসান জানি মোল্লা, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, কুলতেঘরী কেটেরা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

DUM DUM MUNICIPALITY
44, Dr. Sailen Das Sarani, Kolkata - 700 028
"DUM DUM MUNICIPALITY HAS published tenders in the Govt website: "wbtenders.gov.in." related to Repair/Renovation/surfacing of different Roads/drains, Water Body protection work under various wards and Development of Dry C&D waste space- under varied Govt schemes vide memo no 36/DDM/GEN/25-26 Dtd 8.4.2025, Last date for dropping is 17.4.2025 and Opening on 19.4.2025.
Sd/-
Chairman
Dum Dum Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন:০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন প্রকাশ

বৃহস্পতিবার • ১০ এপ্রিল ২০২৫ • পেজ ৮

আরও কড়া ট্রাম্প, চিনা পণ্যে বাড়তি ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ! চরমে বাণিজ্য সঙ্ঘাত

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোমবার চিনা পণ্যের উপর অতিরিক্ত ৫০ শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপের কথা ঘোষণা করলেন। নয়া এই সিদ্ধান্তের ফলে চিনা পণ্যের ওপর আমেরিকার শুল্ক বেড়ে দাঁড়াল ৮৪ শতাংশ। যা সর্বকালের সর্বোচ্চ। এর বাইরেও রয়েছে ১০ শতাংশের 'গ্লোবাল ট্যারিফ', যা বিশ্বের সব দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এর ফলে চিনের জন্য আমেরিকার মোট শুল্ক

দাঁড়াল ৯৪ শতাংশে।

এ দিন ট্রাম্প সোশ্যাল মিডিয়ায় হ্যান্ডেলে বাড়তি আমদানি শুল্ক আরোপের একটি পোস্ট করেন। সেখানেই তিনি লেখেন, 'গতকাল চিন আমাদের পণ্যের ওপর ৩৪ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপ করেছে। এর আগে থেকেই তারা রেকর্ড পরিমাণ শুল্ক, অ-আর্থিক প্রতিবন্ধকতা, বেআইনি কোম্পানি ভর্তুকি এবং দীর্ঘমেয়াদি মুদ্রা কারসাজির মাধ্যমে আমাদের দেশের বিরুদ্ধে দ্বিরাচিতা ও অন্যায় করে এসেছে। আমি আগেই সতর্ক করেছিলাম, যেকোনও দেশ যদি আমাদের উপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করে, তাহলে তার জবাবে আমরা আরও বেশি পরিমাণ শুল্ক আরোপ করব।'

শুল্ক নীতি নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছিল চিন। আমেরিকার ওপর ৩৪ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছিল বেজিং। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই চিনকে পাল্টা দিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। সোমবার হুঁশিয়ারির সুরে ট্রাম্প বলেছেন, 'যদি চিন আগামীকাল অর্থাৎ ৮ এপ্রিল ২০২৫-এর মধ্যে তাদের অতিরিক্ত ৩৪ শতাংশ শুল্ক প্রত্যাহার না করে, তাহলে ৯ এপ্রিল থেকে ৫০ শতাংশ নতুন শুল্ক কার্যকর হবে।'

ট্রাম্প এও জানিয়ে দেন যে, বেইজিংয়ের সঙ্গেসব আলোচনা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। তিনি লেখেন, 'চিনের পক্ষ থেকে আমাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য যে অনুরোধ জানানো হয়েছিল, তা বাতিল করা হচ্ছে। অন্য দেশগুলো যারা আমাদের উপর পাল্টা শুল্ক আরোপ করেনি, তাদের সঙ্গে আলোচনার পথ খোলা থাকবে এবং দ্রুত বৈঠক শুরু হবে।'

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পারস্পরিক শুল্ক আরোপের ঘোষণার জেরে গত ৭২ ঘণ্টায় শেয়ারবাজারে ধস নেমেছে। অপরিশোধিত তেলের দাম পতনের মুখে। তবে প্রেসিডেন্ট বলেছেন, 'এই শুল্ক শুধুই পারস্পরিক ভিত্তিতে- যারা আমাদের সঙ্গে যেমন করে, আমরাও তাদের সঙ্গে তেমন করব। তবে আমেরিকায় মুদ্রাস্ফীতির কোনও কারণ নেই।'

মার্কিন শুল্ক নীতির জের বিরাট ধাক্কা খেল টাটা মোটরস

মার্কিন শুল্ক নীতির ফলে এবার সরাসরি প্রভাবিত হল টাটা মোটরসের শেয়ারের দাম। এক ধাক্কায় শেয়ার নেমে গেল ৬ শতাংশ।

যেমনটা আগে থেকে আশঙ্কা করা হয়েছিল ঠিক তেমনটাই হয়ে গেল। টাটা মোটরসের শেয়ারের দাম বৃহস্পতিবার কমে গেল ৬ শতাংশ। মার্কিন শুল্ক নীতির সরাসরি প্রভাব পড়ে গেল টাটা মোটরসের শেয়ারের দামে।

বৃহস্পতিবার শুরু থেকে খানিকটা উপরের দিকে ছিল টাটা মোটরসের শেয়ারের দাম। তবে সেখান থেকে ধীরে ধীরে নামতে শুরু করে এই দাম।

যখন মার্কিন শুল্ক নীতি ঘোষণা করা হল ঠিক তারপর থেকেই আরও খানিকটা নিচের দিকে চলে গেল এই শেয়ারের দাম। একধাক্কায় কমে গেল ৬ শতাংশ।

এবার থেকে টাটা মোটরসকে আমেরিকার গাড়ি বিক্রি করতে হলে ২৫ শতাংশ অতিরিক্ত কর দিতে হবে। এই সিদ্ধান্তের পর থেকেই ভারতের শেয়ার বাজারে সরাসরি প্রভাব পড়তে শুরু হয়ে যায়। জাগুয়ার যেটি মার্কিন দেশে অতি প্রভাবশালী একটি গাড়ি হিসেবে রয়েছে সেটির উপর সবথেকে বেশি চাপ পড়বে বলেই মনে করছে শেয়ার বিশেষজ্ঞরা।

মার্কিন দেশে জাগুয়ার ২০২৪ সালে এতটাই বিক্রি হয়েছে যে সেদেশের মোট গাড়ি বিক্রির প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ। বার্ষিক রিপোর্ট থেকে এমন তথ্যই সামনে এসেছে। তবে মার্কিন দেশের এই নয়া শুল্ক নীতি নিয়ে সকলেই খানিকটা চাপে ছিলেন। যে সময় থেকে নতুন নীতি ঘোষণা করা হল তখন থেকেই টাটা মোটরসের শেয়ারের দাম নিচের দিকে চলে যেতে শুরু করে।

এপ্রিল মাস থেকেই নতুন শুল্ক নীতি শুরু হয়ে যাবে। বেশ কয়েকটি দেশের উপর নজর রয়েছে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের। সেইমতো এই দেশগুলির উপর শুল্ক নিয়ে নতুন কারসাজি শুরু করেছেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি। তবে বিশেষজ্ঞরা এটাও মনে করছেন যে আগামীদিনে এই বাজার থেকে ফের একবার ঘুরে দাঁড়াবে টাটা মোটরস। তখন বিনিয়োগকারীদের খানিকটা হলেও সুবিধা হবে।

দিন ফুরলো ChatGPT-Google Geminiদের? বাজার কাঁপাতে চলে এল Meta'র নতুন AI মডেল

আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্সের দুনিয়ায় বাজার কাঁপাচ্ছে ChatGPT এবং Gemini। তবে এবার এই দুই সংস্থাকে টেক্কা দিতেই হাজির মার্ক জুকারবার্গ। তাঁর কোম্পানি মেটা সম্প্রতি চালু করেছে তাঁদের নতুন এআই মডেল লামা ৪।

এই মডেল হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার, ইনস্টাগ্রাম এবং ওয়েবে মেটা এআই সহকারীকে শক্তিশালী করছে। লামা ৪ সরাসরি ওপেনএআই-এর চ্যাটজিপিটি এবং গুগলের জেমিনাইকে টেক্কা দেবে বলেও মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এই নতুন মডেলে কী কী আছে?

মেটা লামা ৪ মডেল সিরিজের দুটি সংস্করণ চালু করেছে, যার মধ্যে রয়েছে লামা ৪ স্কাউট এবং লামা ৪ ম্যাভেরিক। এই দুটি সংস্করণই মেটার ওয়েবসাইট এবং হাগিং ফেস থেকে ডাউনলোড করা যাবে। এই মডেলগুলি চিনা এআই স্টার্টআপ ডিপসিক দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং মিক্সচার অফ এক্সপার্টস নামক একটি মেশিন লার্নিং প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে তৈরি।

লামা ৪ স্কাউট এটি একটি হালকা এবং কমপ্যাক্ট মডেল। একটি একক Nvidia H100 GPU তেও সহজেই কাজ করতে পারে এই মডেল।

লামা ৪ ম্যাভেরিক এটি একটি শক্তিশালী এবং উন্নত মডেল, যা ওপেনএআই জিপিটি-৪ও এবং গুগল জেমিনি ২.০ ফ্ল্যাশের মতো প্রযুক্তির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

লামা ৪ একটি মাল্টিমডাল। টেক্সট, ছবি এবং ভিডিও ডেটা বুঝতে এবং প্রক্রিয়া করতে পারে। এই মডেলটি টেক্সট এবং ভিজ্যুয়াল উভয় বিষয়বস্তুর সঙ্গেই ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারে।

মেটা কোম্পানি বর্তমানে আরেকটি শক্তিশালী মডেল লামা ৪ বেহেমথের উপর কাজ করছে। মার্ক জুকারবার্গ এটিকে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে শক্তিশালী বেস মডেল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কোম্পানির দাবি এটা হবে সবচেয়ে স্মার্ট এলএলএম গুলির মধ্যে একটি।

মেটার এই নতুন এআই মডেলটি প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত এবং আগামী সময়ে এআই সেক্টরে পরিবর্তন আনতে পারে। লামা ৪ এখন মেটার বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে আরও ভালো এবং দ্রুত পরিষেবা প্রদান করবে। এইভাবে জ্জ্ব প্রযুক্তি ভবিষ্যৎকে ভিন্নভাবে দেখায়।

মহার্ঘ ভাতা থেকে লাইফ সার্টিফিকেট রিটায়ার্ড কর্মীদের এই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশদে জানা উচিত

আপনি যদি একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী হন এবং পেনশন পান, তাহলে আপনার জন্য জেনে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই) পেনশন বিতরণ প্রক্রিয়ায় কিছু পরিবর্তন করেছে। এই পরিবর্তনগুলি পেনশনভোগীদের জন্য আরও সহায়ক। সম্প্রতি পেনশনে বিলম্ব, অতিরিক্ত অর্থ প্রদান বা লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার মতো বিষয়গুলি নিয়ে ব্যাঙ্ককে নতুন নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে।

১) মহার্ঘ ভাতার হারে সংশোধন সরকার যদি মহার্ঘ ভাতার হার বৃদ্ধি করে, তাহলে ব্যাঙ্কগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে- তারা অবিলম্বে তাদের পেনশন বিতরণকারী শাখাগুলিকে এই পরিবর্তন অনুসারে পেনশনভোগীদের অর্থ প্রদানের জন্য অনুমোদন দেবে। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আরবিআই) অনুসারে, আপডেট করা মহার্ঘ ভাতার অর্থ নির্ধারণের জন্য ব্যাঙ্কগুলিকে ডাক, ফ্যাক্স বা ইমেলের মাধ্যমে সরকারি আদেশ পেতে হবে, অথবা সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে তথ্য নিতে হবে।

২) লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার বিকল্প পেনশনভোগীরা 'জীবন প্রমাণ' প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তাদের লাইফ সার্টিফিকেট জমা দিতে পারবেন, যার ফলে ব্যাঙ্কের শাখায় যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। এর পাশাপাশি আরবিআই ব্যাঙ্কগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে যে, তারা যেন ৭০ বছরের বেশি বয়সী এবং গুরুতর অসুস্থ বা অক্ষম ব্যক্তিদের বাড়িতে লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার সুবিধা দেয়।

৩) পেনশনভোগীর মৃত্যুর পর যদি কোনও পেনশনভোগীর মৃত্যু হয়, তাহলে পারিবারিক পেনশন একই অ্যাকাউন্টে জমা হবে, নতুন অ্যাকাউন্টে নয়। যদি পেনশনভোগীর স্ত্রী/স্বামী পারিবারিক পেনশনের সুবিধাভোগী হন, তাহলে তাকে নতুন অ্যাকাউন্ট খোলার প্রয়োজন নেই।

৪) পেনশন কখন জমা হয় পেনশন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারে ব্যাঙ্কগুলিকে পেনশন জমা করতে হবে।

৫) অতিরিক্ত অর্থ প্রদান যদি অতিরিক্ত পেনশন ভুলবশত পেনশন অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে যায়, তাহলে আরবিআই ব্যাঙ্কগুলিকে পেনশন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ কীভাবে ফেরাবে সে সম্পর্কে নির্দেশনা চেয়েছে। যদি এই ভুল ব্যাঙ্ক করে থাকে, তাহলে সেই অতিরিক্ত অর্থ অবিলম্বে সরকারের কাছে ফেরত দিতে হবে, যাতে পেনশনভোগীদের কাছ থেকে অর্থ ফেরৎ নিতে কোনও বিলম্ব না হয়।

৬) স্বীকৃতি স্লিপ আরবিআই ব্যাঙ্কগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে যে পেনশনভোগীদের জীবন সনদ প্রাপ্তির পর স্বাক্ষরিত স্বীকৃতি স্লিপ দিতে। এছাড়াও, ব্যাঙ্কগুলি ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট প্রদানকারী পেনশনভোগীদের জন্য ডিজিটাল স্বীকৃতি স্লিপও সরবরাহ করতে পারে।

৭) পেনশন বিলম্ব পেনশন বা বকেয়া পরিশোধে কোনও বিলম্ব হলে, ব্যাঙ্কগুলিকে পেনশনভোগীদের বার্ষিক ৮ শতাংশ হারে সুদ দিতে হবে, যা পরিশোধের নির্ধারিত তারিখ থেকে শুরু হবে। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পেনশনভোগীদের অ্যাকাউন্টে ক্ষতিপূরণ হিসাবে জমা হবে এবং পেনশনভোগীদের এর জন্য কোনও দাবি করতে হবে না।

৮) অসুস্থ বা প্রতিবন্ধী পেনশনভোগীদের পেনশন প্রদান যদি কোনও পেনশনভোগী অসুস্থ বা প্রতিবন্ধী হন এবং ব্যাঙ্ক শাখায় গিয়ে নথিতে স্বাক্ষর করতে না পারেন, তাহলে ব্যাঙ্কের অধিকার রয়েছে চেক বা ফর্ম চিহ্নিত করার জন্য নিজেদের একজন কর্মচারীকে নিয়োগ করার, এবং এ জন্য দু'জন সাক্ষীর প্রয়োজন। এই সমস্ত পরিবর্তনের উদ্দেশ্য হল পেনশনভোগীদের সুবিধা এবং সুরক্ষা দেওয়া, যাতে তারা কোনও সমস্যা ছাড়াই তাদের পেনশন পেতে পারেন।

পাঁচ বছর মেয়াদ-কাল শেষের আগেও গ্র্যাচুইটি পাওয়া সম্ভব

চাকরি ছেড়ে দেওয়া বা অবসর নেওয়ার সময় একজন কর্মচারীকে যে এককালীন অর্থ দেওয়া হয় তাকে গ্র্যাচুইটি বলা হয়। গ্র্যাচুইটি পেমেন্ট রুল ১৯৭২ অনুসারে, একজন কর্মচারী যেকোনও কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানে পাঁচ বছর চাকরি করার পরে গ্র্যাচুইটি পাওয়ার যোগ্য হয়ে ওঠেন। কিন্তু আপনি কি জানেন, ৫ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই আপনি গ্র্যাচুইটির সুবিধা পেতে পারেন? অর্থাৎ ৫ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই কোনও কর্মচারী গ্র্যাচুইটির জন্য যোগ্য হয়ে উঠতে পারেন।

এক বছরে ২৪০ দিন পূর্ণ করার পরে গ্র্যাচুইটি দেওয়া হয়

বেশ কিছু পরিস্থিতিতে, ৫ বছরের আগেও গ্র্যাচুইটি পাওয়া যেতে পারে। যদি আপনি কোনও কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানে ৪ বছর ২৪০ দিন পূর্ণ করে থাকেন, তাহলে আপনি গ্র্যাচুইটি পাওয়ার অধিকারী হতে পারেন। অতএব, চাকরি ছাড়ার আগে আপনাকে অবশ্যই আপনার চাকরির সময়কাল গণনা করতে হবে। ধরুন, যদি আপনার কোম্পানি গ্র্যাচুইটি দিতে অস্বীকার করে, তাহলে আপনি শ্রম বিভাগ বা আদালতে আপনার অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। আপনি যদি চাকরি ছেড়ে দেওয়ার সময় গ্র্যাচুইটি পেতে চান, তাহলে মনে রাখবেন যে- কোম্পানিতে আপনার কাজের সময়কাল কমপক্ষে ৪ বছর ৮ মাস হওয়া উচিত। এর পরেই আপনি গ্র্যাচুইটির জন্য যোগ্য হবেন। অর্থাৎ, ৪ বছর ২৪০ দিনের কম

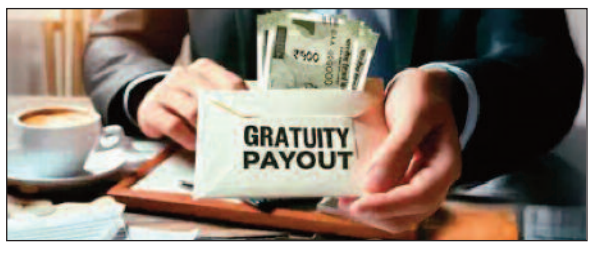

সময় ধরে চাকরি করা কর্মীরা গ্র্যাচুইটি পাবেন না। কোনও কর্মচারীর মৃত্যু বা অক্ষমতার ক্ষেত্রে ৫ বছরের চাকরির প্রয়োজন হয় না।

গ্র্যাচুইটি পাওয়ার নিয়ম

যদি কোনও কর্মচারী ৫ম বছরে ২৪০ দিন পূর্ণ করে থাকেন, তাহলে তা ৫ বছরের সম্পূর্ণ চাকরি হিসেবে বিবেচিত হবে এবং তাকে গ্র্যাচুইটির অর্থ দেওয়া হবে।

কোম্পানি কি গ্র্যাচুইটি দিতে অস্বীকার করতে পারে?

এই ধরনের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভিন্ন রায় দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, দিল্লি এবং মাদ্রাজ হাইকোর্টের মতে, একজন কর্মচারী ৪ বছর ২৪০ দিন পূর্ণ করার পরে গ্র্যাচুইটির অধিকারী হন। একই সঙ্গে, কর্নাটক হাইকোর্ট বলেছে যে- এই নিয়মটি শুধুমাত্র কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য, যেমন অসুস্থতা, দুর্ঘটনা ইত্যাদি। যদি কর্মচারী স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন, তাহলে গ্র্যাচুইটি পেতে তাকে কোম্পানিতে ৫ বছরের মেয়াদ পূর্ণ করতে হবে।

গ্র্যাচুইটি কীভাবে গণনা করা হয়?

গ্র্যাচুইটি গণনা সূত্র হল- (15 x শেষ বেতন x চাকরির সময়কাল) / 26। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন কর্মচারীর শেষ বেতন ৪৫,০০০ টাকা হয় এবং তিনি কোম্পানিতে ৪ বছর ২৪০ দিন কাজ করেছেন, যা ৫ বছরের সমতুল্য বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং সূত্র অনুসারে, তার গ্র্যাচুইটি হবে ১,২৯,৮০৮ টাকা (15 X 45–000 X 5)/26 = 1–29–808 টাকা।

সর্বোচ্চ করমুক্ত গ্র্যাচুইটি সীমা

গ্র্যাচুইটি প্রদান করমুক্ত, তবে সরকার এর জন্য একটি সীমা নির্ধারণ করেছে। নিয়ম অনুসারে, ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত গ্র্যাচুইটি করমুক্ত। অর্থাৎ, যদি কেউ এর চেয়ে বেশি গ্র্যাচুইটি পান, তাহলে কর্মচারীকে ২০ লক্ষ টাকার উপরে কর দিতে হবে।